স্বনির্ভর দল গঠন ও পরিচালনার
সম্পূর্ণ সহজ পাঠ

SAVE GREEN
SEE DREAM
সবুজ রক্ষা, স্বপ্ন দেখা
Forest Department
Govt. of West Bengal

প্রকল্প পরিচালন ইউনিট
পশ্চিমবঙ্গ বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প
ব্লক-এল বি-২, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০১০৬

ভবিষ্যতের চিন্তা করে
গাছ লাগাও ঘরে ঘরে

দূষণমুক্ত সুস্থ জীবন
তারই জন্য বনসৃজন

গাছ বাঁচালে বাঁচবে নিজে,
বন বাড়ালে সুখ
সবুজে সবুজ হোক
বাংলার মুখ

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সমষ্টি উন্নয়ন। পশ্চিমবঙ্গে বনপ্রান্তের গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের বেশীরভাগই জীবিকা এবং অন্যান্য (জ্বালানী কাঠ, গোখাদ্য ইত্যাদি) প্রয়োজনের জন্য জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল। এর ফলে জঙ্গলের উপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়েছে যা বনভূমি অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ। যৌথ বন পরিচালন ব্যবস্থার মাধ্যমে বন সুরক্ষা কমিটি/বাস্তু উন্নয়ন কমিটি এবং স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী গঠন করে বিকল্প আয় এবং জীবিকার সংস্থান করা জরুরী - যার ফলে জঙ্গলের উপর মানুষের নির্ভরতা কমবে এবং ক্রমে যা, বনসম্পদ রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করবে।

এই লক্ষ্যেই পশ্চিমবঙ্গ বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্পে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিকারী নানাবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে। বন সুরক্ষা কমিটি/বাস্তু উন্নয়ন কমিটি এবং স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই কাজে আমাদের সহযোগিতা করছেন কল্যাণীতে অবস্থিত **বি.আর. আম্বেদকর ইনষ্টিটিউট অফ পঞ্চায়েত এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট**।

এই কর্মসূচীকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য আমরা ‘‘**স্বনির্ভর দল গঠন ও পরিচালনার সম্পূর্ণ সহজ পাঠ**’ বইটি প্রকাশ করছি।

এই বইটি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে **পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন** (**WBSRLM**)-এর আনন্দধারা কর্তৃক প্রকাশিত ‘‘**স্বনির্ভর দল পরিচালনার সম্পূর্ণ সহজ পাঠ**’’ বইটির সহায়তা গ্রহণ করেছি। এর পাশাপাশি **বি.আর. আম্বেদকর ইনষ্টিটিউট অফ পঞ্চায়েত এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট**-এর অধিকর্তার নিকট থেকেও প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করেছি। বইটি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমরা উভয় সংস্থার কাছে একান্ত ভাবে ঋণী।

তারিখ ঃ ৩১ জানুয়ারী, ২০১৭

(সিদ্ধার্থ বাররি)
মুখ্য প্রকল্প অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প

গ্রন্থ ঋণ

“**স্বনির্ভর দল গঠন ও পরিচালনার সম্পূর্ণ সহজ পাঠ**” বইটি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমরা **পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন (WBSRLM)**-এর আনন্দধারা কর্তৃক প্রকাশিত “**স্বনির্ভর দল পরিচালনার সম্পূর্ণ সহজ পাঠ**” বইটির সহায়তা গ্রহণ করেছি। এর পাশাপাশি **বি.আর. আম্বেদকর ইনস্টিটিউট অফ পঞ্চায়েত এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট**-এর অধিকর্তার নিকট থেকেও প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করেছি। বইটি প্রকাশে সাহায্য করার জন্য আমরা উভয় সংস্থার আধিকারিকদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

প্রকল্প পরিচালন ইউনিট
পশ্চিমবঙ্গ বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প

পশ্চিমবঙ্গ বন এবং জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প

স্বনির্ভর দল গঠন ও পরিচালনার সম্পূর্ণ সহজ পাঠ

অধ্যায়

(১) আমাদের অরণ্য - আমাদের বনসুরক্ষা কমিটি - আমাদের দায়িত্ব ১
(২) আমাদের গ্রাম, সমাজ, গ্রামের গরীব মানুষ আমাদের সমাজে মেয়েরা........ ৫
(৩) জোট বেঁধে দল গড়া........ ১০
(৪) পরিবারের খরচ-খরচা, অভাব মেটাতে দলই একমাত্র উপায় ১৩
(৫) স্বনির্ভর দলের গঠন, স্বনির্ভর দলের কাজ........ ১৬
(৬) স্বনির্ভর দলের ভেতর সদস্যদের চিন্তাভাবনা, ধাপে ধাপে দলের বিকাশ ২৩
(৭) স্বনির্ভর দলের নিয়মকানুন........ ২৭
(৮) স্বনির্ভর দলের মিটিং বা সভা ৩০
(৯) স্বনির্ভর দলের সদস্যদের এবং পদাধিকারীদের দায়-দায়িত্ব ৩৪
(১০) যৌথ সঞ্চয় তহবিল গঠন এবং তার দেখাশোনা ৩৭
(১১) স্বনির্ভর দলের হিসাবপত্র........ ৪৪
(১২) স্বনির্ভর দলের জন্য আর্থিক সহায়তা........ ৫৫
(১৩) দলের কাজে সকলের অংশগ্রহণ কীভাবে নিশ্চিত করা যায়?........ ৫৬
(১৪) অর্থনৈতিক কাজকর্ম ৫৯
(১৫) যৌথ আর্থিক উদ্যোগ ৬২
(১৬) স্বনির্ভর দলের জীবিকা ও ঋণ পরিকল্পনা........ ৬৩
(১৭) স্বনির্ভর দলগুলো যে সব সামাজিক উদ্যোগ অনায়াসেই নিতে পারি ৬৪
(১৮) স্বনির্ভর দলের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ........ ৬৬
(১৯) স্বনির্ভর দলের সাথে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ ৬৮
(২০) স্বনির্ভর দলের কাজকর্ম কীভাবে এগোবে ৭০
(২১) স্বনির্ভর দলের তদারকি ও মূল্যায়ন ৭৩
(২২) স্বনির্ভর দলের জন্য তথ্যভাণ্ডার পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন........ ৭৭
(২৩) স্বনির্ভর দলের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা ৭৮
পরিশিষ্টসমূহ........ ৭৯

অধ্যায় ১

আমাদের অরণ্য – আমাদের বনসুরক্ষা কমিটি – আমাদের দায়িত্ব

যৌথ বনপরিচালন ব্যবস্থা ও পশ্চিমবঙ্গ

বন আমাদের বন্ধু

অরণ্য এবং বৃক্ষরাজি আমাদের পরম বন্ধু। অরণ্যই সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। মানব সমাজের স্থায়ী উন্নয়নের জন্য বনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু নির্বিচারে বন ধ্বংসের ফলে বিশ্বজুড়ে পরিবেশের বিপদ আজ ভয়ংকর চেহারা নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘূর্ণিঝড় এবং প্লাবনের লাগাতার প্রকোপে মানুষের জীবন হয়েছে দুর্বিষহ। সেই সঙ্গে বাড়ছে পৃথিবীর তাপমাত্রা। কমছে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ। বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে জীববৈচিত্র্য। এই বিপদজনক পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করতে হলে আমাদের আজ প্রয়োজন আরও আরও গাছ - আরও বৃক্ষরাজি এবং আরও অরণ্য।

বন কারা বাঁচাতে পারে?

বনবিভাগের সঙ্গে জোট বেঁধে বন কমিটি বা এফ.পি.সি. গড়ে তুলে বনের পাশে বসবাসকারী মানুষজনই বন রক্ষা করতে পারে।

বনপ্রান্তের মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা ভিন্ন বন, বনভূমি এবং বন্যপ্রাণী রক্ষা করা সম্ভব নয়। ৭০-এর দশকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার আরাবাড়ি গ্রামে প্রথম বন সংরক্ষণ ও বন পরিচালনায় সাধারণ মানুষকে যুক্ত করে আমরা এক নতুন পথে যাত্রা শুরু করেছিলাম। যা পরবর্তীকালে যৌথ বনপরিচালন ব্যবস্থার সূত্রপাত করেছিল। পরবর্তীকালে এই অভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে সারা রাজ্যেই ছড়িয়ে পরে ৮০ দশকের শেষপর্বে এক প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বনপ্রান্তে সারা রাজ্যজুড়েই গড়ে উঠতে থাকে বনসুরক্ষা কমিটি (এফ.পি.সি.) এবং বন্যপ্রাণ সংরক্ষিত বনে ইকো ডেভলপমেন্ট কমিটি (ই.ডি.সি.)। বনপ্রান্তের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে শুরু হয় যৌথ বনপরিচালন ব্যবস্থা।

যৌথ বনপরিচালন ব্যবস্থা কাকে বলে?

বনরক্ষা, বনসৃজন এবং বনভূমির সার্বিক উন্নয়নে বনপ্রান্তের মানুষকে নিয়ে গঠিত বনকমিটি ও বনবিভাগের যৌথ কার্যক্রমই-যৌথপরিচালন ব্যবস্থা হিসাবে পরিচিত।

যৌথ বন পরিচালন ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গই পথিকৃৎ। পশ্চিমবঙ্গের মতো জনবহুল রাজ্যে গত তিন দশকের অর্জিত সাফল্য সারা দেশের কাছেই উদাহরণযোগ্য। ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যগুলিও বনরক্ষার এই ব্যবস্থাপনার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে চলেছে। আজ সমগ্র ভারতবর্ষেই যৌথ বন পরিচালন ব্যবস্থা বননীতির মূল চালিকা শক্তি।

পশ্চিমবঙ্গে বিগত দশকগুলিতে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। এখনও পর্যন্ত এরাজ্যে ৪৩১২টি বন সুরক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটিগুলির মোট সদস্য সংখ্যা ৪,৯৮,১৭১। এই কমিটিগুলি ৫,৮২,৪৭০ হেক্টর আয়তনের বন রক্ষা করছে। এই

আয়তন রাজ্যের বনভূমির শতকরা ৪৬.৯৭ ভাগ। এই বনভূমি মূলত দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বিস্তৃত। একইভাবে বন্যপ্রাণী ও বনে তাদের আবাসস্থল রক্ষার জন্য গঠিত হয়েছে ১০৭টি ইকো ডেভেলমমেন্ট কমিটি। এই কমিটিগুলির ২২,৬২৫ জন সদস্য বর্তমানে ৭০১২৭ হেক্টর বনভূমি রক্ষা করছে, যা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যানগুলির মধ্যে পড়ছে।

যৌথ-বনপরিচালন ব্যবস্থার ফলে আমাদের কি উপকার হয়েছে?

পশ্চিমবঙ্গে যৌথ বনপরিচালন ব্যবস্থার বিকাশের ফলে এক দিকে যেমন বনভূমির শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে তেমনই বিভিন্ন জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য এবং বনাঞ্চলে বন্যপ্রাণীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বন্যপ্রাণ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে সচেতনতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এর পাশাপাশি, বন সুরক্ষা কমিটির সদস্যরা অরণ্যের ঘাস, শুকনো পাতা, শুকনো ঝরে পড়া গাছের ডাল, ফল ইত্যাদি বিনামূল্যে পাচ্ছেন। এছাড়া এই কমিটির সদস্যরা বনের জ্বালানী কাঠ ও অন্যান্য কাঠের বিক্রয় মূল্যের শতকরা ২৫ ভাগ অর্থ পেয়ে আসছেন (বর্তমানে তা বেড়ে ৪০ ভাগ হয়েছে) এবং বনবিভাগ তা নিয়মিত প্রদান করে অর্জন করেছে বনবাসী মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন।

যৌথ বনপরিচালন ব্যবস্থা ও পশ্চিমবঙ্গ বন এবং জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প

যৌথ বনপরিচালন ব্যবস্থার সাফল্যকে আরও সংহত করার লক্ষ্যে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সী বা জাইকার অর্থ সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গ বন এবং জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে সারা রাজ্যে ৫৭৬টি বনসুরক্ষা কমিটি (এফ পি সি) এবং ২৪টি ইকো ডেভেলপমেন্ট কমিটিতে (ই.ডি.সি.) নানাবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির সমস্ত কর্মকান্ড বনসুরক্ষা কমিটি (এফ.পি.সি.) এবং ২৪টি ইকো ডেভলপমেন্ট কমিটি (ই.ডি.সি.) ভিত্তিক। প্রকল্পের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রদান করা হল।

পশ্চিমবঙ্গ বনসৃজনের প্রয়োজনীয়তা

পশ্চিমবঙ্গে বন ও সবুজের আচ্ছাদন বৃদ্ধির হার বিগত দশকে উর্দ্ধমুখী ছিল। তা সত্ত্বেও রাজ্যে বনভূমি (১৫.৬৮ শতাংশ) এবং বনভূমি এলাকার বাইরে সবুজের আচ্ছাদন (১.৭২ শতাংশ) যার মোট পরিমাণ ১৭.৪ শতাংশ যা জাতীয় গড় ২৩.৪ শতাংশের তুলনায় অনেক কম। জাতীয় বন নীতিতে ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা ৩৩ শতাংশ থেকেও অনেক কম।

পশ্চিমবঙ্গ একটি জনবহুল রাজ্য প্রতি বর্গ কিলোমিটারে এখানে ১০২৯ জন মানুষ বাস করেন। জন ঘনত্বের বিচারে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয়। জন ঘনত্বের কারণে পশ্চিমবঙ্গের মাথাপিছু জঙ্গল ও সবুজের পরিমাণ মাত্র ০.০১১৫ হেক্টর, যেখানে জাতীয় গড় ০.০৭৫ হেক্টর। জন সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ও বিপুল ঘনত্বের কারণে রাজ্যের বনসম্পদ আজ গুরুতর জৈব (বায়োটিক) চাপের সম্মুখীন। বন সম্পদের চাহিদার তুলনায় যোগানের পরিমাণ খুবই অপ্রতুল। রাজ্যে চাহিদার তুলনায় প্রায় ২০০ লক্ষ ঘনমিটার জ্বালানী ও ৯.১৫ লক্ষ ঘনমিটার কাঠের যোগানের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং রাজ্যজুড়ে ব্যাপক বনায়ন খুবই জরুরী। সেই লক্ষ্যেই পশ্চিমবঙ্গ বন ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্পে বনায়নের বিবিধ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

সমগ্র ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ-ই একমাত্র রাজ্য যেখানে পাহাড় থেকে সাগর পর্যন্ত ভৌগলিক পরিবেশে বৈচিত্র্যময় নানা প্রকৃতির সমৃদ্ধশালী অরণ্যভূমি ও বিভিন্ন ধরণের জীববৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় - যার সংরক্ষণের গুরুত্ব আন্তর্জাতিক স্তরেও স্বীকৃত। আন্তর্জাতিক স্তরে বিলুপ্ত প্রায় এবং বিপন্ন প্রজাতির তালিকাভুক্ত প্রাণী যেমন এশিয়ান হাতি, বাঘ, হুড়াল, বাইসন ইত্যাদির আবাসস্থলও পশ্চিমবঙ্গ।

এর পাশাপাশি বন্যপ্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং নিরাপদ (বাফার) অঞ্চলের পরিমাণ কমে যাওয়ায় মানুষ ও বন্যপ্রাণী সংঘাতও ক্রম বর্ধমান। এর ফলে শস্য হানি, ঘরবাড়ির ক্ষতি ও জীবন হানি প্রতি বছরই ঘটছে। জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের সাথে সাথে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত কমানো ও জঙ্গলের উপর জৈব চাপ কমানোর প্রক্রিয়া গ্রহণ করা জরুরী। সেই লক্ষ্যেই পশ্চিমবঙ্গ বন ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্পে বিবিধ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে সমষ্টি (কমিউনিটি) উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্র মানুষের বেশীরভাগই জীবিকা এবং অন্যান্য (জ্বালানী কাঠ, গোখাদ্য ইত্যাদি) প্রয়োজনের জন্য জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং দারিদ্র ও বিপুল জনঘনত্ব যা জঙ্গলের উপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করেছে, বনভূমি অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ। বন পরিচালন ব্যবস্থার মাধ্যমে বন উন্নয়ন কমিটি/বাস্তু উন্নয়ন কমিটি এবং স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী গঠন করে বিকল্প আয় এবং জীবিকার সংস্থান করা জরুরী -যার ফলে জঙ্গলের উপর মানুষের নির্ভরতা কমবে এবং স্থানীয় মানুষ বনসম্পদ রক্ষার ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করবে।

পশ্চিমবঙ্গ বন এবং জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজ

প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কাজ গুলি হল

ক) বনায়ন খ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ গ) সমষ্টি উন্নয়ন ও স্বল্প বিত্ত পরিচালনা। ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য উন্নয়ন

ক) বনায়ন কর্মসূচী

বনায়ন কর্মসূচী দুই ভাবে বিভক্ত -

১) বনভূমির অভ্যন্তরে বন সৃজন ২) বনভূমির বাইরে বন সৃজন

বনভূমির অভ্যন্তরে বনসৃজন - ৬টি মডেলে বিভক্ত

১)	এ১ দক্ষিণবঙ্গে উচ্চ ফলনশীল ইউক্যালিপটাস হাইব্রীড ক্লোন প্ল্যান্টেশন	-	৪৫০ হেঃ
২)	এ২ দক্ষিণবঙ্গে শাল ও সহযোগী গাছের প্ল্যান্টেশন	-	২৫০০ হেঃ
৩)	এ৩ দঃবঙ্গে দ্রুত বর্ধনশীল ছোট কাঠ, জ্বালানী ও পশুখাদ্য গাছের প্ল্যান্টেশন	-	৭৩০০ হেঃ
৪)	এ৪ দঃবঙ্গে কপিস পদ্ধতিতে অবক্ষয়িত বনের পুনর্বাসন	-	৮৪৩০ হেঃ
৫)	এ৫ উত্তরবঙ্গে অর্থনৈতিক ভাবে লাভজনক মিশ্র প্রজাতির গাছের প্ল্যান্টেশন	-	১১৯০ হেঃ
৬)	এ৬ উত্তরবঙ্গে শাল ও সহযোগী গাছের প্ল্যান্টেশন	-	৪০০ হেঃ
		মোট -	২০২৭০ হেঃ

বনভূমির বাইরে বনসৃজন ২টি মডেলে বিভক্ত

১।	বি১ রাস্তা, ক্যানেল পাড়, নদী তীরবর্তী ইত্যাদির পাশে সারিবদ্ধ বনসৃজন	-	১৪০০ হেঃ
২।	বি২ বৃক্ষপুঞ্জ সৃষ্টি বা ব্লক প্ল্যান্টেশন	-	১০০ হেঃ
		মোট -	১৫০০ হেঃ

খ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রধান কাজ তিনটি

১। বন্যপ্রাণের আবাস স্থলের উন্নয়ন ২। মানুষ-বন্যপ্রাণ সংঘাত কমানো ৩। গবেষণা মূলক কাজ

গ) সমষ্টি উন্নয়ন

সমষ্টি উন্নয়নে প্রধান কাজ চারটি

১। আলোচনা সভা - প্রকল্পের কাজ রূপায়ণের জন্য আলোচনা সভার মাধমে রাজ্যের সমস্ত যৌথ বনপরিচালন কমিটির মধ্য থেকে ৫৭৬টি যৌত বনপরিচালন কমিটি ও ২৪টি বাস্তু উন্নয়ন কমিটি নির্বাচন।

২। অনু পরিকল্পনা - উক্ত নির্বাচিত প্রতিটি এফ.পি.সি/ই.ডি.সি-তে বনসৃজন ও সমষ্টি উন্নয়নের কাজ শুরু করার আগে এফ.পি.সি/ই.ডি.সি দ্বারা এফ.এম.ইউ-দের সক্রিয় সহযোগিতায় মাইক্রোপ্লান তৈরি করা হয়েছে। অনুমোদিত মাইক্রো প্লান ছাড়া প্রকল্পের কোনো কাজ এফ.পি.সি/ই.ডি.সি স্তরে রূপায়ন করা যাবে না।

৩। সমষ্টি উন্নয়ন - সমষ্টি উন্নয়নের অধীনে সমষ্টি পরিকাঠামো উন্নয়ন ও আয় বর্ধনকারী কার্যাবলী (আই.জি.এ) নেওয়া হচ্ছে। সমষ্টি পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ এফ.পি.সি/ই.ডি.সি-র মাধ্যমে করা হবে।

৪। স্বনির্ভর দল গঠন - ক্ষুদ্র বিত্ত (মাইক্রো-ফিনান্স) ও আয়বৃদ্ধিকারী কর্মসূচী (আই.জি.এ) - স্বনির্ভরগোষ্ঠীদের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিকারী কর্মসূচী রূপায়িত হবে। প্রতিটি বনসুরক্ষা কমিটি (এফ.পি.সি)/ইকো ডেভলপমেন্ট কমিটি (ই.ডি.সি)-তে ন্যূনতম ২ (দুই)টি স্বনির্ভর দল গঠন বা চিহ্নিত করা হয়েছে। এফ.পি.সি/ই.ডি.সি-দের মাধ্যমে স্বনির্ভর দলগুলিকে আয়বৃদ্ধিকারী কর্মসূচী (আই.জি.এ) অধীনে কাজ শুরু করার জন্যে সীড ফান্ড দেওয়া হবে।

ঘ। প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য উন্নয়ন

প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য উন্নয়নে প্রধান কাজ চারটি

১। সক্ষমতা বৃদ্ধি

ক) বনকর্মীদের প্রশিক্ষণ (মোট ৬০০ বনকর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে)

খ) যৌথ বনপরিচালন কমিটি ও বাস্তু উন্নয়ন কমিটি এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ (মোট ৬০০০০ সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।)

২। বিভিন্ন গবেষণামূলক কার্যাবলী

৩। নজরদারী ও মূল্যায়ন

৪। বিভিন্ন অফিসের সুবিধা ও সরঞ্জাম বৃদ্ধির মাধ্যমে আধুনিকীকরণ

অধ্যায় ২

আমাদের গ্রাম, সমাজ, গ্রামের গরীব মানুষ, আমাদের সমাজে মেয়েরা

(এই অংশটি পড়ার পর সদস্যরা নিজের এলাকার গরীব পরিবারগুলি ক্ষমতা চিহ্নিত করতে পারবেন, এলাকার মহিলাদের বিশেষ সমস্যাগুলি নিয়ে ভাবতে শুরু করবেন, খুঁজতে শুরু করবেন।)

এই হল আমাদের গ্রাম

একেক সময় বসে ভাবি, আমাদের গ্রামে কী না আছে? চাষের জমি, মাঠ, বন-জঙ্গল, গাছপালা, টিলা, পাহাড়, পুকুর, মাছ, গাই-গরু, হাঁস-মুরগী .... আমাদের গ্রামের মানুষজন ..... আমাদের ছেলেপিলে .... আমাদের ঘরবাড়ি, গোলাঘর, স্কুল, পোষ্ট অফিস, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, আছে আমাদের পঞ্চায়েত, আছে আমাদের নিজেদের স্বনির্ভর দল .... আরও কত কি?

আমাদের গ্রামে এত কিছু আছে। তবুও দেখতে পাই, আমাদেরই গ্রামে বেশ কিছু মানুষ, বেশ কিছু পরিবার আছে যারা খুব গরীব, যারা এখনও স্বনির্ভর দলে আসতে পারেনি, দল গড়তেও পারেনি।

- এদের নিজেদের কোনো জমি নেই
- কিছু জমি থাকলেও সব জমিতে আবাদ হয় না
- বনজ সম্পদের উপর আমরা অনেকেই নির্ভরশীল কিন্তু আমাদের আয় অনিশ্চিত
- অনেকেরই সারা বছর সমানভাবে কাজ জোটে না
- বাড়ীর লোক রোগে পঙ্গু, খেটে খাবার ক্ষমতা নেই
- বাঁচার তাগিদে যাদের যেতে হয় অনেক দূরে, বাড়ীর মহিলাটিকেই সংসারে সব দায়িত্ব সামলাতে হয়।
- চিরাচরিত পেশার সাথে যারা যুক্ত তাদের অনেকেই নিত্য ভাতের যোগাড় করতে পারে না।
- কিছু পরিবার আছে যাদের দুর্গম জায়গায় বাস; তারা কোনো পরিষেবার সুযোগ পায় না, যারা পরিষেবা দেবে তাদের সাথে যোগাযোগই হয় না।
- আমাদের গ্রামের অনেক মেয়েকে একাই সংসার চালাতে হয় যারা বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, অবিবাহিত বা নানা কারণে অবহেলিত।
- এমন কিছু পরিবার আছে যারা ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে। তাদের আয়ও কম। অসুস্থ হবে জেনেও ঐ কাজ করে যায় বা করে যেতে বাধ্য হয়।

এরাই আমাদের গ্রামের গরীব পরিবার, গরীব মানুষ

- এরা অনেকেই দু-বেলা পেট ভরে খেতে পায় না
- রোগ বালাই তো লেগেই আছে
- অসুখ বিসুখ হলে ভাল করে চিকিৎসা করাতে পারে না
- যেটুকু সঞ্চয় করে তাও আবার সঠিক জায়গায় রাখতে পারে না
- জানে না বলে ঠকেও বেশী
- নিজের ভিটেটুকু যে শক্তপোক্ত করে তৈরী করবে, সেই ক্ষমতাও তাদের নেই
- ছেলেমেয়েগুলোকে লেখাপড়াও শেখাতে পারে না
- অল্প বয়সেই বাচ্চাগুলিকে কাজে পাঠাতে হয়
- শীতের রাতে একটা গরম কাপড়ও জোটে না
- পয়সার অভাবে সময় মতো চাষ বা কোন ব্যবসাপত্রও করতে পারে না
- বাড়ীতে শৌচাগার নেই, মেয়েদের স্নানের কোনো জায়গা নেই, নিরাপদ পানীয় জল যোগাড়ের সুযোগও নেই
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না
- কিছু মানুষ গরীব কারণ তার মনের জোরটাও কম

এরা জানেও না

- কোথায় কী সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়
- তাদের বুদ্ধি পরামর্শ দেওয়ার কে আছে
- পরিবারে বিপদ-আপদ ঘটে গেলে মাথা তুলে দাঁড়ানোর উপায় কী
- কারাই বা তাদের সাহায্য করতে পারে

এদের নিজেদের

তেমন কোনো সংগঠন নেই, অসুবিধা বা চাহিদার কথা বলার কোনো জায়গা নেই, নেই তাদের সুখ, দুঃখের কথা বলার জায়গাও...

আমাদের গ্রামের গরীব মানুষেরা বড় কষ্টে থাকেন; গরীব পরিবারগুলির কষ্টের কোনো শেষ নেই।

আচ্ছা, গরীব পরিবারের সকলেই তো কষ্টে থাকেন; তবুও ভাবুন, পরিবারের মধ্যে কার অবস্থা বেশী খারাপ? কাদের সবথেকে বেশী কষ্ট সহ্য করতে হয়?

আবার কাদের? মেয়েদের! একথা কে না জানে। একে গরীব, তাতে মেয়ে। এমন কি পরিবারের ছোটো বাচ্চা মেয়েটাও তো এখনই বুঝে গেছে যে সংসারের বোঝা ওকেই টানতে হবে বেশী করে।

মেয়েদের কষ্ট এত বেশী কেন? কেন তাদের এত কষ্ট ভোগ করতে হয়?

- মেয়েরা যে এত কাজ করে তার কোনো মূল্য নেই সমাজে এবং সংসারে, মূল্য দেয়নিও কেউ কোনোদিন, এমনকি নিজের কাছেও যেন তার নিজের কোনো দাম নেই।
- লেখাপড়া শেখার সুযোগ তারা কম পায়
- ঘরের সকলকে খাইয়ে যতটুকু থাকে ততটুকুই জোটে
- গরীব বলে মেয়েটিকে কখনো বা তার বাড়ীর লোক বিক্রি করে দেয় বা অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেয়
- ঘর-সংসার, বাচ্চা-কাচ্চা সব সামলে নিজের শরীর স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়ার সময়ই পায় না
- সংসারের অভাব থাকলে বাইরে খাটতে যেতে হয় .... মাঠে মজুরী খাটতে কিংবা অন্য কাজে
- কোনো কাজ আরও ভালোভাবে শিখতে চাইলে সবসময় সে ব্যাপারে প্রশিক্ষণের সুযোগও পায় না; সুযোগ পেলেও সংসারের চাপে সে সুযোগটাকেও কাজে লাগাতে পারে না
- মজুরীও তারা কম পায়, দরাদরি করার ক্ষমতা তাদের সকলের নেই
- নিজের কষ্টে উপার্জন করা টাকা অথচ টাকাটা নিজের মতো করে খরচ করার উপায় নেই
- সংসারের চাপে, কাজের চাপে বাইরের কোনো খোঁজখবরও তারা রাখতে পারে না
- মেয়েদের নিজের নামে জমি বা অন্যান্য সম্পত্তি কিছুই থাকে না বা থাকলেও খুবই কম
- কোথায় কী সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় সেসব তাদের জানা নেই
- সুযোগসুবিধা আদায় করে নেবার ক্ষমতাও তাদের কম
- দূরে কোথাও কাজে গেলে রাতবিরেতে ফিরতে হয়, সেই ভয়ে অনেক কাজে তারা যুক্ত হতেই ভয় পায়
- কোথায় তাদের অসুবিধা, কী হলে তাদের সুবিধা হবে এসব কথা বলার মত কোনো জায়গা তাদের নেই।
- আর, মেয়েদের কথা কেইই বা শুনতে চায়।

গরীবের কথা কে শুনতে পায়?

ঠিক কথা, এই জন্যই মেয়েরা পিছিয়ে আছে .... গরীব মেয়েরা এত কষ্টে আছে। কিন্তু, ভাবলে অবাক লাগে তাদের কত ক্ষমতা, কত গুণ। তাই না! অনেক ক্ষমতা, অনেক গুণ।

- গরীব ঘরের মেয়েরা কত খাটতে পারে।

- কম আয়, কম টাকা, কম জিনিস দিয়েও সংসারটাকে ভালভাবে চালানোর চেষ্টা করে।
- অল্প জিনিসকে কত ভালোভাবে ব্যবহার করা যায় তার কায়দাকানুন খুব ভাল জানে।
- **গরীব ঘরের মেয়েরা তো গাছপালা, প্রকৃতির ওপরই বেশী নির্ভর করে। তাই জল জঙ্গল, গাছপালা, মাঠঘাট এসব সম্বন্ধে তারা কত জানে, কত বোঝে।**
- মাঠঘাট থেকেই এরা শাকপাতা, ওষুধপালা, মাছ, গেঁড়ি-গুগলী জোগাড় করে; মাঠঘাট, জল-জঙ্গল-পাহাড় থেকে এদের রোজগার, এ থেকেই ঘরের খাবার, এ থেকেই পুজো-পার্বণের সামগ্রী যোগাড়। তাই এরা প্রকৃতিকে রক্ষা করে চলে; বাঁচিয়ে রাখতে চায়।
- কষ্ট করতে হয় বলে এদের ধৈর্য্য অনেক বেশী।
- সংসারে হঠাৎ কোনো অসুবিধায় পড়লে তাড়াতাড়ি নতুন কৌশল বের করে কাজটাকে অনায়াসে সামলে দিতে পারে মেয়েরা।

এরকম আরও কত কি।

আসলে সংসার থেকে শুরু করে রোজগারের কাজ, ... নানারকম কাজ করতে হয় বলে তাদের অভিজ্ঞতাও নানারকম। যুগ যুগ ধরে তারা অভিজ্ঞতা জমিয়ে রেখেছে। শিখেছে তাদের দিদিমা, ঠাকুমা, মা, শাশুড়ী কিংবা তাদের পড়শির কাছ থেকে।

এসব অভিজ্ঞতার মূল্য কি কম? যাদের এত অভিজ্ঞতা, কাজ করার ক্ষমতা, তারা কি সমাজে পিছিয়ে থাকতে পারে? কেনই বা পিছিয়ে থাকবে?

না, না পিছিয়ে থাকবে কেন?

তাহলে কী হবে? কে ওদের সামনে আনবে?

কে আবার আনবে? নিজেদেরই চেষ্টা করতে হবে।

আমাদের, মেয়েদের নিজেদের উন্নতির জন্য নিজেদেরই চেষ্টা করতে হবে।

এবার প্রশ্ন হল, কী কী চেষ্টা করতে হবে?

- আমাদের নিজেদের শরীর স্বাস্থ্য যেন ভাল থাকে।
- আমাদের বাচ্চাদের স্বাস্থ্য যেন ঠিক থাকে।
- আমাদের ছেলেমেয়েরা যেন লেখাপড়া শিখতে পারে।
- আমাদের বাড়ীর সক্ষম মানুষজন সারা বছর যেন কাজ পায়।
- আমাদের মাঠঘাট, পুকুর, বন-জঙ্গল, গাছপালা, এসব যেন নষ্ট না হয়।

- ❖ খেটেখুটে আমরা যা রোজগার করি ..... আমাদের যা পাওনা হয়, তা থেকে যেন কেউ আমাদের ঠকাতে না পারে।
- ❖ বিভিন্ন উপায়ে আয় বাড়ানোর চেষ্টা করা, নিজেরাও যাতে কিছু রোজগার করতে পারি।
- ❖ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের চেষ্টা করা।
- ❖ মেয়েদের ওপর যে অন্যায় অত্যাচার হয় তা বন্ধ করার চেষ্টা।
- ❖ চারপাশের খোঁজখবর, সুযোগসুবিধা কী আছে এসব জানার চেষ্টা।
- ❖ গ্রামের পরিবেশ যেন ভালো থাকে তার চেষ্টা।
- ❖ আমাদের ছেলেপুলে, নাতি নাতনিরা যেন ভালভাবে বেঁচে থাকতে পারে তার চেষ্টা।

এতসব চেষ্টা কি একা একা করা যায়?

না, একা কখনই সম্ভব নয়। সবাই এক হলে, জোট বাঁধলে তবেই এসব চেষ্টা করা যায়, করা যাবেই। গরীব মানুষ জোট বাঁধলে তবেই এ চেষ্টা করা সম্ভব।

দল বাঁধলেই এসব করার শক্তি জন্মাবে, আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

আচ্ছা কী মনে হয়, খুব তাড়াতাড়ি এই শক্তি জন্মাবে?

না না, কখনই না। একটানা লেগে থাকতে হবে। চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

আস্তে আস্তে করে শক্তি জন্মাবে। মনের জোর বাড়বে, নিজেদের উন্নতি নিজেরাই করবো। দেখতে হবে, গ্রামের একটি পরিবারও যেন পিছিয়ে পড়ে না থাকে, একটি মেয়েও যেন পিছিয়ে পড়ে না থাকে। আমাদের সকলের উন্নতিই গ্রামের উন্নতি।

গরীব মানুষদের নিজেদের উন্নতির জন্য নিজেদেরই উদ্যোগ নিতে হবে।

এলাকার গরীব পরিবারের পুরুষের কথাই যদি ধরা যায়, তারা কি নিজেদের সবটুকু ক্ষমতা কাজে লাগাতে পারেন? তাদের কারুর নিজের জমি নেই, পুঁজি নেই তাই অনেকেই এলাকা ছেড়ে কাজের খোঁজে বাইরে চলে যায়।

তারা কি পরিশ্রম করতে পারে না? তারা কি কাজ জানে না?

নিশ্চয়ই জানে; তা না হলে অন্যের জমিতে ফসল ফলায় কী করে? অন্যের তাঁতে তাঁত বোনে কী করে?

তাহলে? অভাব আছে সুযোগের, অভাব পুঁজির!

কীভাবে সেই সুযোগ পাওয়া যাবে?

নিজেদেরই চেষ্টা করতে হবে, কীভাবে নিজেদের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের, পরিবারের উন্নতি করা যায়। গরীব পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই একসঙ্গে চেষ্টা করব, তবেই পরিবারের উন্নতি করতে পারব।

অধ্যায় ৩

জোট বেঁধে দল গড়া

(এই অংশটি পড়ার পর সদস্য/সদস্যারা স্বনির্ভর দল গঠনের প্রয়োজনগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন, দল গড়ে গরীব মানুষ কী কী উপকার পেতে পারে তা খুঁজে বের করতে পারবেন।)

এটা ঠিক, জোট বাঁধলে অনেক কঠিন কাজ করা যায়। গাঁ-গঞ্জের মেয়েরা আপদে বিপদে, ব্রতপার্বণে, কাজেকর্মে একজোট হয়ে তো কত কাজই করে। অবশ্য কাজটুকু শেষ হয়ে গেলে আবার যে কে সেই। নিজের ঘর, নিজের সংসার, নিজের অভাব .... ধার কর্জ সব নিজেই সামলাও। কাজটা মিটে গেলেই সব শেষ। এরকমভাবে আর কতদূর এগোতে পারবো?

এভাবে চললে কি অবস্থা পাল্টাবে নাকি অন্য পথ নিতে হবে?

না, অবস্থা বদলাতে হলে কিন্তু অনেক শক্তপোক্ত করে জোট বাঁধতে হবে। কেবল মাঝে মাঝে একসাথে বসলে হবে না; জোট বেঁধেই থাকতে হবে। এর জন্য নিয়মমত সকলের দেখা সাক্ষাৎ হওয়া দরকার। বুদ্ধি পরামর্শ করতে হবে তো!

তার মানে কী দাঁড়াল? আমরা গরীব মানুষরা সবাই মিলে এমনভাবে জোট বাঁধব যাতে আমরা বড় কাজ করতে পারি। নিজেদের অবস্থাটা নিজেরাই পাল্টাতে পারি।

কিন্তু, এবার একটা প্রশ্ন আছে। সারা গ্রামের সব মেয়েরা মিলে কি এভাবে একটা দল গড়তে পারব? মাঝে মাঝে একসাথে মিটিং করা, আলাপ আলোচনা করা কি সম্ভব হবে?

তাছাড়া, এত মানুষ মিলে কি একমত হয়ে কাজ করা যাবে?

না না, দূরে দূরে বাড়ী হলে অসুবিধা। পাশাপাশি ঘর, একডাকে সকলে জড়ো হয়, পুকুরঘাটে কিংবা কুঁয়োর পাড়ে রোজই দেখা হয় এমন পাশাপাশি ঘরের মেয়েরা মিলেই জোট বাঁধলে বেশী সুবিধা।

আচ্ছা, যে অসহায়, যাকে কেউ দেখার নেই, খুব কষ্টে আছে - এমন মেয়েও তো পাড়াতে থাকে; এমন মেয়েরা দলে থাকবে তো?

অবশ্যই! একথা ঠিক যে যত কষ্টে আছে তার লড়াই করার ক্ষমতা তত বেশী, দলে এলে সে তার জোর পাবে। তার শক্তি বাড়বে। দলই তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করবে।

আসলে, জোট বেঁধে দল করে আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে চাইছি। নিজেদের ওপর নির্ভর করেই বাঁচতে চাইছি। আমাদের ভেতরে যে শক্তি চাপা পড়ে আছে, সাহস করে আমরা তাকে বের করতে চলেছি। তাই আমাদের দল 'স্বনির্ভর দল'।

দল গড়লে গরীব মানুষের কী লাভ?

- নিজেদের সমস্যাগুলো ভালোভাবে বোঝার সুযোগ পাব।
- সবাই মিলে অসুবিধাগুলি দূর করার উপায় খুঁজে বের করতে পারব।
- অনেক সমস্যা নিজেরাই তাড়াতাড়ি মেটাতে পারব।
- বন-জঙ্গল, গ্রামের পরিবেশ, গ্রামের সম্পদ সবাই মিলে রক্ষা করতে পারব।
- সকলে মিলে টাকা জমিয়ে দলের তহবিল তৈরী করতে পারব।
- বিপদে আপদে তহবিল থেকে টাকা ধার নিতে পারব, দুর্যোগ আসার আগে থেকে কিছু ব্যবস্থা করে রাখতে পারব।
- রুজি রোজগারের জন্য পুঁজি যোগাড় করতে পারব।
- দরকার হলে ব্যাঙ্কে, পোষ্ট অফিসে বা অন্য কোনো অফিস কাছারীতে যেতে পারব।
- সরকারি সুযোগ-সুবিধাগুলি জানতে পারব।
- ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে পারব।
- হাটেবাজারে যেতে পারব, রাতবিরেতে ভয় করবে না।
- পঞ্চায়েতের সাথে কথাবার্তা বলতে পারব।
- গ্রামের কাজে সবাই মিলে হাত লাগাতে পারব।
- অবিচার হলে রুখে দাঁড়াতে পারব।
- বিপদে আপদে একজন আরেক জনের পাশে দাঁড়াতে পারব।

এমনি করে ভাবলে দেখব অনেক লাভ।

কেন মেয়েদের স্বনির্ভর দলের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে?

কারণ

- সমাজে মেয়েরা বেশী অবহেলিত।
- ক্ষমতা থাকলেও তারা তা কাজে লাগাতে পারে না - সামাজিক ভাবে তারা কোণঠাসা।
- বাইরের জগতের সঙ্গে তাদের পরিচিতি কম, খোঁজখবর তারা কম পায়।
- জানে না বলে সুযোগসুবিধা ভোগ করতে পারে না।
- পরিশ্রম করে কিন্তু আয়ের সুযোগ কম পায়।
- জানে না বলে বা হাতে টাকা থাকে নেই বলে অন্যের কাছে হাত পাততে হয়, ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য কী করবে তা নিজেও জানে না।

- নিজে অনেক খোঁজখবর জানে না বলে বাড়ীর অন্যদের, ছেলেমেয়েদেরও সেই সুযোগের ব্যবস্থা করে দিতে পারে না।
- কাজে-কর্মে ব্যস্ত থাকে, পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ কম, অসুবিধা হলে বলার জায়গা পায় না।
- পরিবারের বাইরে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের সুযোগ কম।
- প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগসুবিধা যেমন ব্যাঙ্কের সুযোগ, ঋণের সুযোগ মেয়েরা কম পান।
- অথচ পরিবারে মেয়েরাই মায়ের দায়িত্ব, সাংসারিক কাজের দায়দায়িত্ব পালন করে।
- আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেকই মহিলা, তারা যদি সামাজিক ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকে, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিজেরা যদি স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত দিতে না পারে, আয় রোজগার বাড়ানোর সুযোগ না পায়, নিজেদের দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ না পায় তাহলে তারা কোনদিনই নিজেদের ক্ষমতাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারবে না। এতে তার নিজের ক্ষতি, পরিবারের ক্ষতি, সমাজের ক্ষতি।
- যাতে গরীব মেয়েরা নিজেরা নিজেদের ক্ষমতাকে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে তার জন্য তাকে অতিরিক্ত সুযোগসুবিধা দেওয়া দরকার। তাকে সঠিক পরিবেশ দেওয়া দরকার যাতে সে তার মত অন্যদের সঙ্গে মিলে মিশে নিজেদের ক্ষমতা কতটুকু তা বিচার করতে পারে, নিজেদের মধ্যে ঘাটতি কতখানি তা বুঝতে পারে, কী ভাবে নিজেদের তৈরী করতে হবে তা বুঝতে পারে।
- এর জন্য মেয়েদের নিজেদের সংগঠন দরকার। তাই মেয়েদের স্বনির্ভর দল আলাদা করে করার কথা ভাবা হচ্ছে, তার উপর এত জোর দেওয়া হচ্ছে।

আমাদের মধ্যে যেসব মেয়েরা দল বেঁধেছি, তাদের কিন্তু অনেক লাভ হয়েছে।

- একে অন্যকে চিনতে পেরেছি। জানতে পেরেছি।
- বিপদেআপদে একজন অন্যজনের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি। অনেক জায়গায় যেতে পেরেছি।
- অনেক পরিচিতি বেড়েছে।
- সাহস বেড়েছে, মনের জোর বেড়েছে।
- ব্যাঙ্কের বই খুলেছি, সঞ্চয় বাড়াতে পেরেছি।
- ঋণের সুযোগ পেয়েছি।
- আয় বাড়াতে পেরেছি।
- সংসারে ও সমাজে আমাদের মর্যাদা বেড়েছে।
- বন সংরক্ষণ গ্রামের উন্নতির কাজে হাত লাগাতে পেরেছি।
- কিসে আমাদের ভালো, গ্রামের ভালো তা আমরা অনেকেই বুঝতে পেরেছি।

আমাদের, গরীব মেয়েদের জীবন এখন অনেক পাল্টে গেছে।

অধ্যায় ৪

পরিবারের খরচ–খরচা, অভাব মেটাতে স্বনির্ভর দলই একমাত্র উপায়

(এই অংশটি পড়ার পর সদস্যরা স্বনির্ভর দলের সদস্যরা যৌথ সঞ্চয় তহবিল করে কী কী উপকার পেতে পারেন তা চিহ্নিত করতে পারবেন।)

এটা ঠিক, যে দল করলে অনেক লাভ। কিন্তু সংসারের যা হাল! অভাব অভিযোগ। বিপদে পড়লে টাকা চাই, অথচ আয়ের রাস্তা নেই; দল করলে এসবের কি কোনো সুরাহা হবে?

ঠিক আছে, তার আগে দেখা যাক, সংসার চালাতে গিয়ে কী কী খরচ করতে হয়?

- খাওয়ার খরচ।
- জামাকাপড়ের খরচ।
- চাষের খরচ, ঘর মেরামতির খরচ।
- রোগ-অসুখের খরচ।
- জিনিসপত্র মেরামতির খরচ।
- কারবার চালানোর খরচ।
- বিপদে পড়লে বাড়তি খরচ।
- বিয়ে সাদির খরচ।
- পালাপার্বণের খরচ।
- ছেলেপিলের লেখাপড়ার খরচ।
- বাচ্চাকাচ্চা হলে তার খরচ।
- শ্রাদ্ধশান্তিতে খরচ।
- কুটুম এলে খরচ।
- গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগীর জন্য খরচ।

এমন আরও কত কি।

খরচটা আমরা মেটাই কীভাবে?

পরিবারে যে টাকাটা আয় হয় তার থেকে, এছাড়া বাইরে দোকানদার, মহাজন, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় পরিজন, পাড়াপড়শি যার থেকে পাই তার থেকে ধার করে; জমিজমা, বাসন-কোসন, গয়নাপত্র বন্ধক দিয়ে, না হলে, শেষমেষ বাসন-কোসন, গরু, ছাগল, নইলে জমিটুকু বিক্রি করে। অভাব হলে জলের দরে সব বিক্রি করি, দরাদরি করার সুযোগ আর পাই না।

আচ্ছা, সারা বছর কি অভাব একই রকম? কখন অভাব সবচেয়ে বেশী?

যখন হাতে কাজ থাকে না তখনই অভাব, তখনই টানাটানি।

বছরে কতদিন এরকম টানাটানি চলে?

কখনও এক মাস, দু-মাস, তিন মাস, কখনও তারও বেশী।

তখন সংসার চলে কি করে?

ধার করে। এখান থেকে ধার, ওখান থেকে ধার; টাকা ফেরৎ দেবার আগেই আবার ধার।

সব পরিবারের কি একই সময় টানাটানি চলে?

বছরে দু-এক সময় গ্রামে সব গরীব ঘরেই টানাটানি, বাকী সময়টাতে সকলের টাকার প্রয়োজন একরকম নয়। তাছাড়া সকলের তো আপদবিপদ, অসুখবিসুখ একই সময়ে আসে না।

কী ভাবছি?

অভাবের সংসারে ধার তো করতেই হবে।

- ❖ রাতবিরেতে টাকা পেতেই সবচেয়ে কষ্ট।
- ❖ তার ওপর চড়া সুদ।
- ❖ কম সুদে সহজে টাকা ধার পাওয়ার একটা রাস্তা খুঁজছি, কিন্তু পাচ্ছি কোথায়?

আচ্ছা, দল গড়লে এর উপায় হবে?

সে কথাই তো বলছি, উপায় তো হবেই।

- ❖ দলের সকলে মিলে নিজেদের সাধ্যমত কিছু টাকা প্রতিমাসে একটু একটু করে জমা দিয়ে 'যৌথ তহবিল' গড়তে পারি, দলের সদস্যরা একত্রে নিজেরাই ঠিক করব প্রত্যেকে কত টাকা করে সপ্তাহে বা মাসে যৌথ তহবিলে জমা করব।
- ❖ এই তহবিলের টাকা আয় বাড়াতে কিংবা সংসারের অন্য কাজে লাগাতে পারি। যখন দরকার হবে, তখন সেই তহবিল থেকে ধার নিতে পারব।
- ❖ দরকারে ধার পাব, সময় মত ফেরৎ দেব।

- ফেরৎ দেবার সময় সুদ হিসাবে বাড়তি কিছু টাকা দিতে পারি। এই বাড়তি টাকা তো নিজেদের তহবিলেই জমা থাকবে।
- ধীরে ধীরে দলের তহবিল বাড়লে দরকারে বেশী টাকা ধার নিতে পারি।
- আয় বাড়াতে পারব, বড় কাজে হাত দিতে পারব।
- হঠাৎ বিপদে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে টাকা পাওয়া যাবে, অন্যের কাছে হাত পাততে হবে না।
- আর ভবিষ্যতে ব্যাঙ্কের সাহায্য নিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত এগোতে পারব, পারবই।

সঠিক জায়গায় সঞ্চয় করা

সঞ্চয় বাড়ানো এবং ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা

১। আয় বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দলের সদস্যরা ধীরে ধীরে যৌথ সঞ্চয় তহবিলে সাপ্তাহিক বা মাসিক সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়াবো, সঞ্চয় বাড়লে তবেই তো আমাদের তহবিল বাড়বে।

২। সঞ্চয় তহবিল বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয় তহবিলের ব্যবহার বাড়াব, তহবিল থেকে ঋণ দেওয়া নেওয়া চালিয়ে যাব, যত ঋণ নেব ততই তহবিল বাড়বে, আরও বেশী কাজের সুযোগ বাড়বে।

৩। ব্যাঙ্কের বিভিন্ন পরিষেবা জানার চেষ্টা করব এবং এ বিষয়ে সহায়কদের সাহায্য নেব।

৪। কষ্টার্জিত অর্থ নিরাপদে রাখার জন্য ব্যাঙ্কে বা পোষ্টঅফিসে টাকা রাখব।

আরও গাছ
আরও সমৃদ্ধি

অধ্যায় ৫

স্বনির্ভর দলের গঠন, স্বনির্ভর দলের কাজ

(এই অংশটি পড়ার পর সদস্য/সদস্যরা স্বনির্ভর দলের গঠন ব্যাখ্যা করতে পারবেন, স্বনির্ভর দলের কাজকর্ম চিহ্নিত করতে পারবেন।)

দলের লক্ষ্য কি?

একে অন্যের সহযোগিতায় আমাদের পরিবারের রোজগার বাড়ানো, পরিবারের উন্নতি ঘটানো, সমাজে নিজেদের মর্যাদা বাড়ানো, এবং সামগ্রিক ভাবে সবাই মিলে নিজেদের পরিবার ও সমাজের উন্নতি ঘটানো।

স্বনির্ভর দল কাদের নিয়ে তৈরি হবে? কারা এই দলের সদস্য হবে?

- পাশাপাশি একই পাড়ায় বসবাস করে, একসাথে চলতে পারে, এমন ছেলে/মেয়েদের নিয়েই এই দলগুলি তৈরি হবে।

সাধারণভাবে দলে ১০ জনের কম বা ২০ জনের বেশি সদস্যা থাকবে না। দলে বেশি সংখ্যায় সদস্যা হলে কাজকর্ম করা, আলোচনা করা, সিদ্ধান্ত নেওয়া এসব কাজে অনেক অসুবিধা হতে পারে। তাই খেয়াল রাখা দরকার যেন দলে সদস্য সংখ্যা খুব বেশি না হয়। তবে এমন কোনো গ্রাম যদি থাকে যেখানে পরিবারের সংখ্যা হয়তো খুবই কম, পাহাড় বা দুর্গম এলাকা যেখানে কোনোভাবেই ১০ এর বেশী সদস্য একজায়গায় একত্র হয়ে দল গঠন করতে পারছে না। অথবা খুবই অসহায়, অসুস্থ মানুষ যারা একসঙ্গে কাছাকাছি বাস করেন অথবা প্রতিবন্ধকতা যুক্ত মানুষজন যারা পাশাপাশি থাকেন এবং তারা যদি দল গঠন করতে রাজি হন তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ৫-১০ জন সদস্য নিয়েও আমরা দল তৈরী করতে পারি। এ বিষয়ে কর্মসূচীর নিয়মনীতি লক্ষ্য রাখব।

স্বনির্ভর দল কীভাবে টিকিয়ে রাখা যায়?

দল টিকিয়ে রাখার জন্য পঞ্চসূত্র।

- নিয়মিত মিটিং করা ও সব সদস্যরা হাজির থাকা।
- নিয়মিত সঞ্চয় করা।
- নিয়মিত যৌথ সঞ্চয় তহবিল থেকে প্রয়োজনে ঋণ দেওয়া নেওয়া।
- সময়মত ঋণ পরিশোধ করা।
- নিয়মিত খাতাপত্র লেখা, হিসাবপত্র ঠিক রাখা।

এছাড়াও

- সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালন করা।
- অন্য দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা।
- মহিলারা যাতে যথাযথ মর্যাদা পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।
- প্রতিটি গরীব পরিবারের সদস্য বীমার আওতায় আসা।

দলে যোগ দেওয়ার বা বেরিয়ে যাওয়ার নিয়মকানুন কী?

- চালু কোনো স্বনির্ভর দলে নতুন কোনো সদস্য অবশ্যই যোগ দিতে পারেন। নতুন দলও তৈরী করা যায়, তবে সেক্ষেত্রে আমরা গরীব, দুঃস্থ, অসহায় মহিলাদেরই দলে নেওয়ার কথা ভাবব।
- সদস্যদের বয়স অন্ততঃ ১৮ বছর হবে।
- সদস্যরা প্রত্যেকের পরিবার থেকে একজনকে উত্তরসূরী হিসাবে চিহ্নিত করবেন। সদস্যর মৃত্যুতে চিহ্নিত উত্তরসূরী সমস্ত দেনা পাওনার দায়িত্ব নেবেন। সদস্যর মৃত্যুর সময় উত্তরসূরী নাবালক হলে সদস্যরা নিজেরাই সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে।
- দল থেকে কেউ নিজের ইচ্ছায় যদি বেরিয়ে যেতে চায় সেক্ষেত্রে ঐ সদস্য দলের কাছে লিখিত আবেদন করবেন, দল তখন মিটিং-এ বসে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে, আমরা দেখে নেব যে ঐ সদস্যর কাছ থেকে দলের কোনো পাওনা আছে কি না।

যদি দল থেকে কোনো সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করতে হয়?

আমাদের মধ্যে কোনো সদস্য যদি দলের নিয়মকানুন না মানেন, যদি নিয়মিত মিটিং-এ বা দলের কাজকর্মে উপস্থিত না থাকেন অথবা আর্থিক ব্যাপারে স্বচ্ছ না হন, তাহলে আমরা সে বিষয়ে তাকে সজাগ করে দেবো। তবুও সেই সদস্য যদি নিজেকে না শোধরায় তাহলে আমরা তাকে দল থেকে বাদ দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব। যদি কেউ স্বেচ্ছায় বেরিয়ে যেতে চান আমরা তাকে বুঝিয়ে দলে রাখার চেষ্টা করব। তবুও তিনি যদি বেরিয়ে যেতে চান তবে তার কাছে পাওনা টাকার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব।

তবে আমরা খেয়াল রাখব

- কোনো সদস্যকে আমরা অন্যায়ভাবে বাতিল করব না।
- অসহায় সদস্যকে সাহায্য করব।
- অসুবিধা হলেও সে যাতে দলে থাকতে পারে সে ব্যাপারে সাহায্য করব।

যদি আমাদের মধ্যে কোনো সদস্য মারা যান, অথবা চিরকালের জন্য শারীরিক ভাবে সম্পূর্ণ অসমর্থ হয়ে পড়ে তাহলে কী হবে?

- উত্তরসূরীকে দলের সদস্য করা যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে আমরা দলের সদস্যরা মিলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব।

দল গঠনের ধাপ

- প্রথমে যারা যারা দলে আসতে চায় তাদের চিহ্নিত করব।
- দলের একটা নাম দেব।
- দল পরিচালনার নিয়মকানুন ঠিক করব।
- দলের সদস্যরা দলের মধ্যে থেকেই তিনজনকে পদাধিকারী ঠিক করব।
- দলের সঞ্চয় তহবিল কীভাবে / কত টাকা দিয়ে শুরু করব তা ঠিক করব।
- দলের মধ্যে খাতাপত্র লেখার জন্য আমাদের মধ্যে একজনকে হিসাবরক্ষক বা বুককিপার হিসাবে ঠিক করব।

- নিকটবর্তী রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক বা বিধিবদ্ধ ব্যাঙ্কে দলের নামে একটি সেভিংস বই খুলব।
- দলের সদস্যরা দলের মধ্যে থেকেই তিনজনকে পদাধিকারী ঠিক করব।
- ঐ সেভিংস বইটি থেকে টাকা জমা-তোলার জন্য পদাধিকারীদের মধ্যে থেকে দু'জন স্বাক্ষরকারী ঠিক করব।
- দলটি যাতে ভালভাবে কাজ করতে পারে তার জন্যই সদস্যরা পদাধিকারী ঠিক করব; মনে রাখতে হবে, পদাধিকারী কিন্তু দলেরই একজন। সকলের মত অনুসারে দলের হয়ে কোনো কোনো বিষয়ে তাদের একটু বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। দলের বাকি সদস্যরা তাদের সাহায্য করব।

দলের সদস্যরা কী ভাবে নিজেদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রাখব?

- নিয়মিত মিটিং বা বৈঠক করলে দলের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ থাকবে, মিটিং করলেই নিয়মিত আলাপ আলোচনা করা যাবে।
- নিয়মিত মিটিং না করলে সদস্যদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করার সুযোগ কম হবে।
- কোনো কাজ করতে হলে, সিদ্ধান্ত নিতে হলে সকলে একসাথে না বসলে তা সম্ভবই নয়।
- মিটিং নিয়মিত না করলে সদস্যদের নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ থাকবে। আর ভুল বোঝাবুঝি বেশী দিন চললে দল কিন্তু ভেঙ্গে যাবে অথবা 'দল' থেকে কেবলমাত্র কয়েকজনই সুযোগসুবিধা পেতে থাকবেন। তাই না! এটা তো আমরা চাই না।

আমরা দলকে টিকিয়ে রাখতে চাই, কিছুতেই দল ভাঙ্গতে দেব না।

আচ্ছা, দলে যারা পদাধিকারী হিসাবে কাজ করবেন তারা কি চিরদিনই ঐ পদে কাজ করে যাবেন?

না, ঠিক সেরকম নয়। আজ যারা পদাধিকারী হিসাবে কাজ করছেন পরবর্ত্তীকালে তাদের বদলে অন্য কেউ (অবশ্যই দলের সদস্যদের মধ্য থেকে) সেই দায়িত্ব পালন করবেন। এভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সকলেই পদাধিকারীর দায়িত্ব পালন করতে পারেন। দলের সদস্যরা নিজেরাই ঠিক করব কারা দলের পদাধিকারীর দায়িত্ব নিতে পারবে। ২ বছর পর ১/২ জন পদাধিকারী পরিবর্তন হবে, কোনো পদাধিকারী একটানা ২ বছরের বেশী পদে থাকতে পারবেন না।

আচ্ছা, কতদিন পরপর মিটিং করতে হবে?

যত ঘন ঘন বসা যায় ততই ভাল। সপ্তাহে অন্তত একটা দিন বসতে পারলে ভাল। না পারলে, পনেরো দিনে একবার অবশ্যই বসব। হঠাৎ জরুরী প্রয়োজন দেখা দিলে জরুরী মিটিং করে ফেলতে হবে।

আমরা স্বনির্ভর দলের সদস্যরা কী কী কাজ করব?

- নিজেদের, বাচ্চাদের, পরিবারের পর সারা গ্রামের ভালোর জন্য যা যা কাজ করা দরকার দল সেইগুলি করবে।
- পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেব, নিজেরাও সুস্থ থাকব।
- ছোট বাচ্চাদের নিয়মিত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা করব।

- বাচ্চাদের স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য সকলের টিকার ব্যবস্থা করাব, নিয়মিত ওজন করাব।
- ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখতে সাহায্য করব।
- পঞ্চায়েতের সাথে যোগাযোগ রাখব।
- পঞ্চায়েত গ্রামে যেসব উন্নয়নের কাজ করে, দলের সকলে মিলে সেইসব কাজে পঞ্চায়েতকে সহযোগিতা করবো।
- বনসুরক্ষা কমিটি (এফ.পি.সি)-র সাথে যৌথভাবে বন রক্ষার কাজে সহযোগিতা করব।
- নিজেদের এবং এলাকার সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করব, তা মেটানোর জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করব।
- এসব কাজ করার জন্য সরকারি বা বেসরকারি যেসব সুযোগসুবিধা চালু রয়েছে সেগুলো ঠিকমত চলছে কিনা তা লক্ষ্য করব এবং সেইসব সুযোগসুবিধা চালু রাখতে পঞ্চায়েতকে সাহায্য করব।
- সরকারী সুযোগসুবিধা নিয়ে নিজেদের আর পরিবারের উন্নতি করব।
- নিয়মিত সঞ্চয় করব।
- দলের সদস্যরা নিজেরা সাধ্যমত সঞ্চয় করে 'যৌথ সঞ্চয় ভান্ডার' গড়ে তুলব।
- যৌথ সঞ্চয় ভান্ডারে টাকা থেকে প্রয়োজন মত টাকা তুলে সদস্যরা নিজেদের আয় বাড়ানোর কাজে অথবা সংসারের অন্যান্য কাজে লাগাব, ঋণ নিলে তা শোধ করব।
- রুজি রোজগার বাড়াতে কাজ করব এবং অন্যকেও কাজ করতে উৎসাহ দেব।
- ব্যাঙ্কের সাথে যোগাযোগ রাখব।
- দল চালানোর জন্য খাতাপত্র ঠিকভাবে রাখব।
- গ্রামে দুঃস্থ, অসহায়, পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলির মেয়েরা যাতে দলে যোগ দেয় তার জন্য উদ্যোগ নেব।
- সদস্যদের মধ্যে অতি দরিদ্র, প্রতিবন্ধী কেউ থাকলে তার জন্য বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা করব।
- পাশাপাশি পাড়ার মেয়েদের দল গড়তে উৎসাহ দেব।
- প্রয়োজনে পাশাপাশি গড়ে ওঠা দলের সঙ্গে আলোচনা করে বড় কোনো কাজে হাত দেব।
- নিজেদের প্রতি অবিচার হতে দেব না, অন্যদের প্রতি অবিচার সইব না, আপদে বিপদে একে অন্যের পাশে দাঁড়াবো।
- গ্রামের পরিবেশ যেন ভালো থাকে সেদিকে নজর দেব, সকলে যেন ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখব, বনজ সম্পদ রক্ষা করে প্রকৃতিকে সুন্দর করব - এরকম নানা কাজ আমরা করতে পারি।
- এসব কাজ করার জন্য দলকে সজীব রাখব, মিটিং করব, দলকে টিকিয়ে রাখার জন্য যা যা করা দরকার তা করব।

তাহলে, এক নজরে দেখা যাক্ স্বনির্ভর দলের উদ্দেশ্য কী? স্বনির্ভর সদস্যদের কী লাভ হতে পারে?

১। স্বনির্ভর দল কেন গঠন করব?

- ❖ সংগঠিত হওয়ার জন্যে।
- ❖ নিয়মিত সঞ্চয় করার জন্যে।
- ❖ প্রয়োজনে সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার জন্যে।
- ❖ সমাজে ও পরিবারে নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে।
- ❖ সংসারের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে।
- ❖ ভবিষ্যতের নিরপত্তার জন্যে।
- ❖ অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে প্রতিবাদ করার জন্যে।
- ❖ বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প যেমন পশ্চিমবঙ্গ বন ও জীববৈচিত্র্য প্রকল্প ও পরিষেবার সুযোগ পাওয়ার জন্যে।
- ❖ যৌথভাবে বিভিন্ন সমাজ-উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণের জন্যে।

২। স্বনির্ভর দলের সদস্যরা কি শুধু অর্থনৈতিক সুবিধাই পাব?

না

- ❖ সদস্যরা আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী হব।
- ❖ সদস্যরা পারস্পরিক বন্ধনের মাধ্যমে উন্নতি করব।
- ❖ সদস্যরা নিজস্ব পরিবারে এবং সমাজে নতুন রূপে পরিচিত হতে পারব।
- ❖ সদস্যরা একত্রে কাজ করার শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারব।
- ❖ উন্নততর এক জীবনযাপনের সুযোগ পাব।

একটি শক্তিশালী স্বনির্ভর দল সর্বক্ষণের জন্য গরীব পরিবারের নির্ভরযোগ্য বন্ধু।

৩। কীভাবে নতুন দল গঠন করবেন?

পর্যায়-১

- ❖ *বনসুরক্ষা কমিটি (এফ.পি.সি), স্থানীয় বীট অফিস, রেঞ্জ অফিস-এর পরামর্শে* স্বনির্ভর দলে যোগ দিতে পারেন এমন সদস্য/সদস্যাদের বাড়ী বাড়ী যাওয়া।
- ❖ দল সংক্রান্ত বিষয়টি তাঁদের বোঝানো।

- এলাকার লোকেদের নিয়ে একটা সভা করা।
- সভার তারিখ, স্থান, সময় ঠিক করে আসা।
- সময়মত নির্ধারিত দিনে সভায় হাজির হওয়া।
- পরিচয় দিয়ে দল গঠনের উদ্দেশ্য বলা।
- দল সংক্রান্ত আলোচনা, সুযোগসুবিধার কথা বলা।
- আগ্রহীদের নামের তালিকা তৈরি করা।
- বাড়িতে পরামর্শ করতে বলা।
- দ্বিতীয় সভার দিন, তারিখ, সময় ঠিক করা।
- উপরোক্ত বিষয়ের সিদ্ধান্তগুলো রেজোলিউশন বইয়ে লিখে রাখতে হবে।

একটা রেজোলিউশনের প্রতিলিপি পরিশিষ্ট-১-এ দেওয়া হলো।

পর্যায়-২

- যে সব সদস্য স্বনির্ভর দল গঠন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তাঁরা সকলে একটা সভায় মিলিত হবেন. এই সভায় সব হবু সদস্যের উপস্থিতি দরকার।

এখানে কিছু কিছু বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যেমন -

- গত সভার বিষয় সংক্ষেপে আলেচনা।
- দলের নাম কী হবে।
- দলের পদাধিকারী অর্থাৎ সভাপতি/সভানেত্রী, সম্পাদক/সম্পাদিকা, কোষাধ্যক্ষ/কোষাধ্যক্ষা কারা হবেন।
- সঞ্চয়ের পরিমাণ কত হবে।
- প্রতি মাসে ক'টা সভা হবে।
- সভার দিন, তারিখ ও স্থান।
- প্রয়োজনে নামের তালিকায় সংযোজন-বিয়োজন করা।
- মাসিক সঞ্চয় জমা নেওয়া।
- তৃতীয় সভার দিন, তারিখ, সময় ঠিক করা।

কোনো দলই একটা সভায় সব কিছু চূড়ান্ত করতে পারে না। এর জন্য একাধিকবার বসতে হতে পারে প্রস্তুতি শেষ হলে স্বনির্ভর দল গঠন করতে হবে।

পর্যায়-৩

- গত সভার বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা।
- দলের নিয়মকানুন তৈরি করা।
- প্রয়োজনে নামের তালিকায় সংযোজন-বিয়োজন করা।
- মাসিক সঞ্চয় জমা নেওয়া।
- ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট খোলা।
- পদাধিকারীদের ভূমিকা আলোচনা করা।

চলো যাই
সবুজের সন্ধানে

অধ্যায় ৬

স্বনির্ভর দলের ভেতর সদস্যদের চিন্তাভাবনা, ধাপে ধাপে দলের বিকাশ

(এই অংশটি পড়ার পর সদস্যরা স্বনির্ভর দল গঠনের পর্যায়ক্রমে চিহ্নিত করতে পারবেন।)

আচ্ছা, আমরা কি মনে করছি যে স্বনির্ভর দল তৈরির কাজ শুরু হলেই দল শক্তপোক্ত হয়ে উঠবে?

কখনই না। দলটি শক্তিশালী হতে যথেষ্ট সময় লাগবে। দলে এসে দলের সদস্যরা আলাপ আলোচনা করবে, তর্ক বিতর্ক করবে, হয়তো ঝগড়াঝাঁটি হবে। তবে তারা কোনো না কোনো কাজ করবে, কোনো কাজে সফল হবে, কোথাও বা ব্যর্থ হবে। এমন করে কাজ করতে করতেই দলটি কাজের দল হবে। শক্তপোক্ত দল হবে।

দেখি তো, দলে যোগ দেওয়ার আগে সদস্যরা সাধারণত কী ভাববে? কী কী চিন্তা করবে? সদস্যরা ভাববে,

- আমাদের আবার মিটিং-এ ডাকছে কেন? আমাদের তো কেউ মিটিং টিটিং-এ ডাকে না, ওসবে তো বাড়ির ছেলেরাই যায়।
- আমাদের ঘরে অনেক কাজ, এতক্ষণ ধরে এসব শোনার সময় কোথায়?
- সরকার আছে, পঞ্চায়েত আছে, তারাই গ্রামের ভালমন্দ দেখবে, করবে। আমরা মেয়েরা কী-ই বা বুঝি? আমরা কী করব?
- আমাদের কি কিছু দেবে? তাহলে ঘর ছাইবার টাকা দরকার - ঘরটা ছাইতে পারি, ছেলেটার জন্য একটি সাইকেল ভ্যান কিনে দিতাম টাকাটা পেলে।
- আমরা নিজেরা চাইলেই কিছু করতে পারব? বাড়ির ছেলেরা আছে, স্বামী শ্বশুর তো আছে।
- দল আবার কী? এখনই তো কোন সুযোগসুবিধা পাচ্ছি না, দল করলে কি বাড়তি সুবিধা হবে?
- আমাদের বাড়িতে বা পাড়াতে একবার যদি আসত, তাহলে ভাল করে কথাগুলো বুঝতে পারতাম। এত লোকের মাঝখানে আমরা মেয়েরা কি কথা বলতে পারি? লজ্জাও তো লাগে।

এবার দেখি, পাড়াতে 'দল গঠন' সম্বন্ধে মিটিং হয়েছে .... মিটিং কথাবার্তা শুনে মনের অবস্থা কেমন হতে পারে .... বা হয়? মনে মনে ভাববে,

- দলের কথা শুনতে ভাল লাগছে কিন্তু আমাদের এখানে এসব হবে? বাড়ির পুরুষেরা বাধা দেবে না? পাড়ার লোকজন খারাপ ভাববে না?
- সরকার থেকে টাকা দেবে? না দিলে এসে কী লাভ?
- আমরা গেলে পঞ্চায়েত আমাদের কথা শুনবে?
- আমরা তো লেখাপড়াও জানি না!

- ❖ আমরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে বিপদে পড়ব না তো?
- ❖ খেতে পাই না, টাকা জমাবো কি করে?
- ❖ দলে টাকা জমা রাখলে টাকাটা মার যাবে না তো! কত লোক তো গ্রামে কতবার ঠকেছে!
- ❖ কষ্ট করে জমানো টাকা অন্যের হাতে জমা রাখবো, টাকা পয়সার ব্যাপারে বিশ্বাস করা মুশকিল।
- ❖ একসাথে সবাই টাকা জমা রাখব, টাকাটা ফেরৎ পাব তো? ভয় করে।
- ❖ পাশের বাড়ির অমুকের সাথে মিটিং-এ যেতে দেখলে বাড়ীর লোক রাগ করবে না তো?
- ❖ দল করলে মিটিং করতে হবে? সময় কোথায়?
- ❖ ওদের চাষ আছে, চলে যায়। আমাদের তো ভিটেটুকুই যা ... আমাকে দলে নেবে?

স্বনির্ভর দলের কাজ একটু এগিয়েছে তার কয়েকটা মিটিংও হয়েছে, এ অবস্থায় সদস্যদের মনোভাব একেক রকম, দলে এসে একেক জন একেকভাবে উপকার পেতে শুরু করেছেন ... কারুর কারুর বাড়ি থেকে এখনও বাধা ... সমাজ থেকেও অসুবিধা ... এমন অবস্থায় তাদের মনে কী কী প্রশ্ন আসতে পারে।

- ❖ মিটিং এ এসে ভালই লাগছে, আলোচনাগুলো ভাল লাগে।
- ❖ স্বাস্থ্যের আলোচনাটা খুব ভাল লাগল, বাড়ির ছোটো বউটাকে আনলে ভাল হত, ও আরও ভাল বুঝত।
- ❖ চার পাঁচজন মিটিং-এ আসে না, সঞ্চয়ের টাকা হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেয়।
- ❖ দলনেত্রী আমাদের আগে থেকে মিটিং-এর খবর দেয় না। ওইই সব, আবার মিটিং-এর দরকার কি?
- ❖ সঞ্চয়ের টাকা থেকে টাকাটা সময়মত পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু আরও বেশী টাকার দরকার হলে কোথা থেকে পাব?

মনের ভেতর তখন প্রশ্ন জাগছে, কৌতূহল জাগছে সন্দেহ পুরোপুরি যায় নি, একটু দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছেই। অনেকেই ভাবছে,

- ❖ সবাই মিলে উদ্যোগ নিলাম বলে বাচ্চাদের স্কুলটা এখন ভাল চলছে, রাস্তাঘাটগুলোর কিছু করা যায় না? গ্রাম সংসদ মিটিং-এ এগুলি বলা যায়?
- ❖ পঞ্চায়েত মিটিং ডেকেছে, সেখানে কী আলোচনা হয়?
- ❖ জমা টাকা পাশ বইতে লিখে দিচ্ছে? ব্যাঙ্কে জমা দিচ্ছে তো? জমা পড়ছে কিনা বুঝবো কী করে?
- ❖ পঞ্চায়েতের সদস্য তো সেদিন মিটিং-এ এল, আমাদের জন্য কিছু করবে কি?
- ❖ কয়েকজন তো টাকা ধার পেল যারা টাকা ধার নিল, তারা কিভাবে শোধ করবে? সবাই ধার নিতে পারবে?
- ❖ যদি টাকা নিয়ে শোধ না করে তাহলে পরে অন্যরা ধার নিতে পাবে তো?
- ❖ বেশী টাকার দরকার হলে পাব তো?

বেশ কিছুদিন গেছে ... বছর পেরোতে চলছে। হয়তো নতুন কয়েকজন সদস্য দলে এসেছে। এই দল দেখে গ্রামে পাশাপাশি আরও দল তৈরি হয়েছে মেয়েদের। দল কিছু কিছু ভাল কাজ করছে। সঞ্চয় তহবিলের টাকা থেকে সদস্যরা টাকা নিচ্ছে, ফেরৎ দিচ্ছে এমন অবস্থায় সদস্যদের মনে কী কী প্রশ্ন উঠবে?

এই সময় একটু একটু ভরসা বাড়ছে মাথায় চিন্তা ভাবনা আসছে।

- পাড়ার ঝুটঝামেলাতে আমাদের বলুক আমরাই তো বুঝিয়ে সুজিয়ে সবাইকে ঠিক করতে পারি।
- আমাদের গ্রামে টিউবওয়েল আরও একটা হলে ভাল হয়। আমরা কিছু চাঁদা দেব, পাড়া থেকেও চাঁদা তুলব; পঞ্চায়েত বাকিটা দেবে না?
- আমাদের এখানে স্বনির্ভর দলগুলি স্বাস্থ্যবিষয়ক আলোচনা শুনতে চায়, স্বাস্থ্যকর্মীকে মিটিং-এ ডাকা যাবে না?
- ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা পেলে কারবারটা বাড়াতে পারতাম। ব্যাঙ্ক থেকে ধার পেতে গেলে কী করতে হয়? একদিন ক'জন মিলে ব্যাঙ্কে গেলে তো হয়।
- ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেতে গেলে কীভাবে চলতে হবে? ব্যাঙ্কের লোক আমাদের মিটিং-এ এলে ভাল হত।
- আমাদের গ্রামে কয়েকটা মজে যাওয়া ডোবা আছে। আমরা ডোবাতে মাছ চাষ করতে পারি। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা করে দিতে পারে না?
- গ্রামের এক ধারটাতে পতিত জমি রয়েছে পঞ্চায়েতের। আমরা দলের সদস্যরা তাতে চাষ করব; ভাল লাভ হবে? পঞ্চায়েত ব্যবস্থা করবে না?
- আমাদের গ্রামে পতিত জমি আছে সেখানে কি আমরা বনদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে বৃক্ষরোপণ করতে পারি না?
- গ্রামের স্কুলটাতে আর একটা ঘর দরকার। বাচ্চাগুলো বসতে পারে না, ভাল করে পড়াশুনা করতে পারে না। পঞ্চায়েতে গিয়ে তো আমরা আলোচনা করতে পারি।
- রুজিরোজগারের কাজটা ভাল করতে ট্রেনিং দরকার। কোথায়পেতে পারি ট্রেনিং?
- দলের তিনজন বলছিল বাড়িতে খুব অত্যাচার করে। একবার খুড়ী শাশুড়ীর সাথে দেখা করলে কেমন হয়?
- গ্রামে ভিডিও হল চলছে? শুনছি খারাপ খারপ ছবি দেখায়। ছোট ছোট ছেলেরাও লুকিয়ে দেখে। একবার সবাই মিলে মালিকের কাছে গেলে হয়।

এবার আমরা সবাই মিলে গ্রাম সংসদের এবং *বনসুরক্ষা কমিটি (এফ.পি.সি)*-র মিটিং-এ যাব।

আমাদের কথা তাদের বুঝতে হবে।

এইরকম আরও কত কি!

এমন করেই প্রতিদিন একটু একটু করে দল শক্তপোক্ত হবে।

গা গঞ্জের গরীব মেয়েরা সব। আমাদের মনে ভয়, অবিশ্বাস তো থাকতেই পারে। দলে এসে, কাজ করে, দল থেকে উপকার পেলে তবেই আস্তে আস্তে মেয়েরা নিজেদের ওপর নিজেরা বিশ্বাস ফিরে পাব, দলের সদস্যরা একে অন্যকে বিশ্বাস করতে পারব। প্রথমে সদস্যরা চাইবে নিজের লাভ, পরিবারের লাভ .... একটু একটু উপকার পেলে দলে আসার উৎসাহ বাড়বে। অন্যদের কথা ভাবব; অন্যের বিপদে সবাই মিলে কিছু করতে চাইব। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বাইরে বেরুতে চাইব। বাইরের খবর জানতে চাইব। গ্রামের চারধারে তখন নজর রাখবে। বড় কাজ করতে চাইবে। অন্যদের সাহায্য চাইব। এভাবেই ধীরে ধীরে আমাদের ‘দল’ সত্যিকারের ‘স্বনির্ভর দল’ হয়ে উঠবে।

বলুন তো, এ অবস্থায় দলগুলির কী দরকার?

❖ দলের সদস্যদের উৎসাহ দেওয়া দরকার যাতে সবাই দলের সব মিটিং এ হাজির হয়, আলোচনায় মত দেয়, সবাই দলের সব কাজে যেন যোগদান করে।

❖ নানারকম সুযোগসুবিধা যাতে পায় তার জন্য যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া দরকার।

❖ সামান্য ঝুট ঝামেলায় যাতে সদস্যদের মন যাতে ভেঙ্গে না যায় তার জন্য নজর রাখা, তাদের পাশে থাকা, উৎসাহ দেওয়া দরকার।

❖ হিসাবপত্র ঠিকমত আছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য দেওয়া দরকার।

তবে এটা ঠিক, যে দল প্রথম থেকে নিয়ম কানুন মেনে চলবে, তাদের মধ্যে অসুবিধাও কম হবে।

মনে রাখার বিষয় ঃ

❖ দলের সব সদস্যর আর্থিক অবস্থা, মানসিক গঠন এক হবে না।

❖ সকলের বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিতি একইরকম হয় না।

❖ দলের সদস্যরা নানা ভৌগোলিক পরিস্থিতির মধ্যে বাস করে।

❖ কাজেই দলের সব সদস্যর অগ্রগতি একইভাবে হবে না, সব দলের অগ্রগতিও একইভাবে হবে না।

শুধু দেখা দরকার,

ধীরে ধীরে শৃঙ্খলাবোধ, সুঅভ্যাস, আয় করার ইচ্ছা, যেন আমাদের স্বনির্ভর দলের সব সদস্যর মধ্যে জন্মায় এবং আমরা যেন দল হিসাবে শক্তিশালী হই।

অধ্যায় ৭

স্বনির্ভর দলের নিয়মকানুন

(এই অংশটি পড়ার পর সদস্যরা স্বনির্ভর দল কী কী বিষয়ে নিয়মকানুন তৈরি করবে তা জানতে পারবেন।)

এটা সত্যি কথা, সংসারে যদি সুখ চাই তাহলে ঘরের সবাইকে বুঝেসুঝে চলতে হয়, নিয়ম মেনে চলতে হয়। না হলে সংসার হয় লক্ষ্মীছাড়া। দলের ক্ষেত্রেও তাই। 'স্বনির্ভর দল' ছোটো হলেও এটা সংগঠন, স্বনির্ভর হব বলেই তো আমরা এই দল গড়লাম আর নিয়ম মানব না?

নিয়ম মানলে কী লাভ?

- সবাই দল থেকে সুযোগসুবিধা ঠিকমত পাব, কেউ বাদ যাবে না।
- কাজকর্ম ঠিকমত চালাতে পারব।
- সময়মত টাকাটা ধার পাব।
- সকলেই টাকাটা সময়মত ফেরৎ দেব।
- বাইরে থেকে সুযোগসুবিধা পেলে ঠিকমত সুযোগসুবিধাগুলি ব্যবহার করতে পারব।
- সবাই আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে।
- সবাই আমাদের মান্যি করবে, মর্য্যাদা দেবে।
- ভবিষ্যতেও দলটা টিকে থাকবে।

আচ্ছা কী কী বিষয়ে দলের নিয়ম তৈরি করব?

- যেমন ধরো, নতুন কেউ সদস্য হতে চাইলে কীভাবে হব?
- পদাধিকারী ঠিক করার নিয়ম কী হবে?
- কেউ দল ছেড়ে দিলে কী নিয়ম হবে?
- কতদিন বাদে বাদে পদাধিকারী বদল হবে?
- মিটিং কবে কবে হবে? কখন হবে?
- কোথায় বসে মিটিং করা যাবে?

- কোনো সদস্য মিটিং-এ না এলে কী হবে?
- মিটিং-এর সিদ্ধান্ত কে লিখবে?
- বুক কীপার কে হবে?
- হিসাবপত্র কীভাবে রাখা হবে?
- কত করে সঞ্চয় করবে?
- কোন মিটিং-এ সঞ্চয়ের টাকা জমা হবে?
- সঞ্চয়ের খাতা লেখার নিয়ম কী হবে?
- সদস্যদের পাশবই লেখার নিয়মকানুন কী হবে?
- যৌথ তহবিলের টাকা কোথায় থাকবে?
- হিসাবপত্র সদস্যারা কীভাবে জানবেন?
- ঋণ বা ধারের জন্য আবেদন করার নিয়ম কী হবে?
- ঋণ বা ধার পাবার নিয়মকানুন?
- অনেকে একসাথে ঋণ বা ধার চাইলে তার নিয়মকানুন?
- ঋণ বা ধার ফেরৎ দেবার নিয়ম কী হবে?
- ঋণ বা ধার ফেরৎ-এর সময় সুদের হার কী হবে?
- দলের সদস্যদের কী ভূমিকা?
- বাইরে কোনো অফিস কাছারীতে যেতে হলে কে যাবে? কে তার সঙ্গে যাবে?
- এইরকম আরও কিছু .....

আচ্ছা, এসব নিয়মকানুন দল কার কাছ থেকে জানবে? কে তাদের জন্য নিয়ম তৈরি করে দেবে? দলের সদস্যরা মিটিং-এ বসে সকলে আলোচনা করে একমত হয়ে নিজেরাই নিয়ম তৈরি করব। আমরা অন্যের পরামর্শ নিতে পারব কিন্তু নিয়মটা কী হবে সেটা আমাদের সুবিধামত দলের সকলে বসে ঠিক করব। ওপর থেকে কেউ দলকে কোনো নিয়ম চাপিয়ে দিতে পারবে না।

মনে রাখা দরকার, দল তৈরির শুরুতেই কিন্তু কিছু নিয়ম ঠিক করে ফেলা ভালো তবে প্রয়োজনে পরে আমরা আরোও কিছু নিয়মও ঠিক করতে পারি।

নিয়মিত সভা করার গুরুত্ব কী

- দলের সদস্যদের মধ্যে আন্তরিক এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
- দলের স্বচ্ছতা বজায় থাকে।
- দলের সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি নিয়মিত আদায় করা যায়।
- ঋণের ব্যবহার ও খেলাপি তদারকি করতে সুবিধা হয়।
- সদস্যদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে যৌথভাবে আলোচনা করে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।
- দলের সভায় নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোতে সকলের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা যায়।
- দলের ঐক্য সুদৃঢ় হয়।
- দলের সভায় যা যা আলোচনা হয় তা সকলেই জানতে পারে ফলে সদস্যদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা কমে।
- কাজের পরিকল্পনা করাও অনেক সহজ হয়।

অনেক কষ্ট করে দল করেছি আমরা, স্বনির্ভর দলটাকে আমরা টিকিয়ে রাখতে চাই, বাঁচিয়ে রাখতে চাই।

গাছ লাগাও
পরিবেশ বাঁচাও

“দাও ফিরে সে অরণ্য”

অধ্যায় ৮

স্বনির্ভর দলের মিটিং বা সভা

(এই অংশটি পড়ার পর সদস্যরা স্বনির্ভর দলের মিটিং-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন, মিটিং-এর নিয়মকানুন ও কাজকর্ম চিহ্নিত করতে পারবেন।)

বলুন তো, মিটিং করা কেন দরকার?

- মিটিং করলে নিয়মিত সব সদস্যর মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হবে।
- মিটিং করলে সকলেই সকলের সুবিধা অসুবিধার কথা জানতে পারবে।
- মিটিং করলে তবেই সকলে মিলে একসাথে বসে কোনো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারবে।
- আলোচনা যত বেশী হবে, নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিও কম হবে।
- জরুরী প্রয়োজনে মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।
- মিটিং হলে হিসাবপত্র সবাই জানতে পারবে, হিসাবপত্রও ঠিক থাকবে।
- যারা দলকে সাহায্য করতে পারে - যেমন, সরকারী প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি - এরা মিটিং-এ এলেই দলের সকলকে একসাথে পাবেন। কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে তাদেরও সুবিধা হবে।

আচ্ছা, কখন কখন মিটিং করব?

- সপ্তাহে একদিন অথবা পনেরো দিনে একদিন অবশ্যই স্বনির্ভর দলের সদস্যরা মিটিং করব।

কোন্ দিন মিটিং হবে তা কে ঠিক করে দেবে?

- দলের সদস্যরা নিজেরাই আলোচনা করে তা ঠিক করব।
- দলের মিটিং-এর দিন এবং সময় ঠিক হবে তাদের সুবিধামত। কারণ দলের মিটিং হবে দলের সদস্যদের জন্য। তাই মিটিং ক'বে হবে, কখন হবে তা ঠিক করার দায়িত্ব সদস্যদেরই।
- নিজেদের সুবিধামত মিটিং-এর একটা দিন নির্দিষ্ট করে রাখতে পারলে ভালো, তাতে সকলের মনে রাখারও সুবিধা, যেমন মাসের দ্বিতীয় আর চতুর্থ বুধবার বা এরকম কিছু।

কোথায় বসে মিটিং হবে?

সদস্যদের বসতে সুবিধা হবে এমন কোনো জায়গায়। কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় হতে পারে অথবা এক একদিন এক-একজন সদস্যর বাড়িতে মিটিং হতে পারে। তাহলে সকলেরই ভালো লাগবে, বাড়ীর লোকজনও স্বনির্ভর দলের কাজকর্ম সম্বন্ধে জানতে পারবে। নিরিবিলিতে বসে কথা বলা যাবে এমন জায়গা হলেই ভালো।

মিটিং-এ বসে কী কী কাজ করা হবে?

- ❖ আগের মিটিং-এ কী কী আলোচনা হয়েছিল, সেটা একবার পড়ে শোনানো হবে।
- ❖ আগের মিটিং-এর সিদ্ধান্ত মতো কোন্ কোন্ কাজ বাকি আছে, কতটা কাজ হল তা নিয়ে আলোচনা হবে।
- ❖ সকলে তাদের সঞ্চয়ের টাকা তহবিলে জমা করব।
- ❖ খাতায় সেই জমা লিখে রাখা হবে।
- ❖ নতুন কোনো ঋণের প্রস্তাব এলে আলোচনা হবে।
- ❖ দল নতুন কোন কাজ হাতে নিতে চাইলে তা আলোচনার পর লিখে রাখা হবে।
- ❖ দলের হিসাব সকল সদস্যের কাছে পড়ে শোনানো হবে।
- ❖ টাকা পয়সা নিয়ে কোনো অসুবিধা থাকলে তা মিটিং-এ বসে আলোচনা করে মিটিয়ে ফেলা দরকার।
- ❖ আমরা দলের সব সদস্য / সদস্যাদের প্রয়োজন মত বিজনেস প্ল্যান তৈরী করব যা এফ.পি.সি./ই.ডি.সি. এবং ডিভিসনাল ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (ডি.এম.ইউ.) দ্বারা অনুমোদিত হলে সেই অনুযায়ী সদস্যদের ঋণ দেব।
- ❖ অন্যান্য কোনো বিষয় আলোচনার থাকলে তা করা হবে।

ভুলে গেলে চলবে না, দলকে যদি টিকিয়ে রাখতে চাই তাহলে মিটিং নিয়মিত করতেই হবে। মিটিং-এ সকলকে নিয়মিত হাজির থাকতেই হবে।

একনজরে স্বনির্ভর দলের মিটিং বা সভার নিয়মকানুন - স্বনির্ভর দলের মিটিং বা সভা

১। দলের সভায় কী কী দরকার হয়?

- ❖ সপ্তাহের যে কোনো নির্দিষ্ট একটা দিন।
- ❖ দিনের যে কোনো নির্দিষ্ট একটা সময়।
- ❖ সকলের সুবিধামতো নির্দিষ্ট একটা জায়গা।
- ❖ সদস্যদের উপস্থিতি।
- ❖ দলের যাবতীয় খাতাপত্র।
- ❖ সকলের বসার জন্য শতরঞ্জি, মাদুর বা প্লাস্টিকের শিট।
- ❖ টাকা-পয়সা ও খাতাপত্র রাখার জন্য একটা বাক্স।
- ❖ পেন, পেনসিল, রবার স্ট্যাম্প ও স্ট্যাম্প প্যাড।
- ❖ আলোর ব্যবস্থা - যদি সভা অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত চলে।
- ❖ প্রয়োজনে একটা ঘড়ি, ক্যালেন্ডার ইত্যাদি হাতের কাছে রাখা ভাল।

২। দলের সভা কী ভাবে পরিচালিত হবে?

- ❖ কেবলমাত্র ঐ সভা চালানোর জন্যে দলের উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে একজনকে সভার সভাপতি হিসাবে মনোনীত করতে হবে।
- ❖ গত সভার রেজোলিউশনগুলো পড়ে শোনানো হবে এবং সদস্যরা তা অনুমোদন করবেন বা প্রয়োজনে পরিবর্তন বা সংশোধন করবেন।
- ❖ এই সভায় আলোচ্য বিষয়গুলি ঠিক করা হবে।
- ❖ আলোচ্য বিষয়গুলি অনুসারে আলোচনা করে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে তা রেজোলিউশন খাতায় লিখে রাখা হবে।
- ❖ সদস্যদের সঞ্চয়, ঋণের কিস্তি ও সুদ আদায় এবং দলের তহবিলে তা জমা করা হবে।
- ❖ সমস্ত লেনদেনের হিসাব খাতায় লেখা হবে এবং লেনদেনের সমস্ত হিসাব সদস্যদের পড়ে শোনানো হবে।
- ❖ সদস্যদের ঋণের আবেদনপত্র জমা নিয়ে তা যাচাই করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ঋণ মঞ্জুর করা হবে।
- ❖ ঋণের তদারকি এবং সঞ্চয় ও ঋণের টাকার খেলাপি নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
- ❖ সভায় গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত বা রেজোলিউশনগুলো সবাইকে পড়ে শোনানো হবে।
- ❖ সভার শেষে উপস্থিত সদস্যরা এবং সভার সভাপতি রেজোলিউশনে সই করবেন।

দলের সভা কত রকমের হতে পারে?

- ❖ নিয়মিত সভা ঃ (সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিক)।
- ❖ বিশেষ সভা ঃ বিশেষ কোনো কাজ বা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এই সভা ডাকা হয়।
- ❖ জরুরি সভা ঃ দল বা দলের সদস্যদের জরুরি প্রয়োজন বা সমস্যাকে কেন্দ্র করে এই সভা ডাকা হয়।
- ❖ বাৎসরিক সাধারণ সভা (এ.জি.এম) ঃ দলের সারা বছরের কাজকর্ম, আয়-ব্যয়ের হিসাবনিকাশ, আগামী বছরের পরিকল্পনা - এই ধরনের বিষয় আলোচনা করতে এই সভা ডাকা হয়।

দলের সভায় কীভাবে রেজোলিউশন লিখতে হয়?

- ❖ দলের সভায় অনেকরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মিটিং-এ কি আলোচনা হল, কি সিদ্ধান্ত হল তাকে বলে রেজোলিউশন। সিদ্ধান্তগুলি লিখে রাখাও দরকার।
- ❖ রেজোলিউশনে সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করব যাতে সদস্যরা সহজে লিখতে পারেন এবং সদস্যরা তা পড়ে সহজেই বুঝতে পারেন।
- ❖ প্রথমে আলোচ্য বিষয় লিখতে হয়। আগের সভায় যা আলোচনা বা সিদ্ধান্ত হয়েছে তা কতদূর করা গেছে তা নিয়ে লিখতে হবে।
- ❖ এরপর প্রত্যেক আলোচ্য বিষয়ের উপর যে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো তা লিখতে হয়।
- ❖ আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত পড়ে শোনাতে হয়, যাতে কোনো পরিবর্তন করার দরকার হলে তা করা যায়।

পরিশিষ্ট ২-এ একটা রেজোলিউশন-এর নমুনা দেখানো হলো।

প্রতিটি মিটিং-এর শেষ কীভাবে করব?

- খাতায় লেখা সিদ্ধান্ত বা রেজোলিউশন সকলকে পড়ে শোনানো হবে।
- সকলের সম্মতি নেওয়া হবে অনুমোদনের জন্য।
- সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার কী কাজ হবে সে ব্যাপারে দায়িত্ব বন্টন করা।
- পরবর্তী সভার দিন ঠিক করা।
- সভাপতি/সভানেত্রী বক্তব্য রাখবে।
- মিটিং-এর শেষে উপস্থিত সদস্যরা সকলেই খাতায় সই করবে।

বার্ষিক সাধারণ সভা (এ.জি.এম)-র গুরুত্ব।

স্বনির্ভর দলের বার্ষিক সাধারণ সভা খুব ভালোভাবে করব। বার্ষিক সভাতেই আমরা কী কাজ করেছি, কাজ কেমন হয়েছে, কতজন তা থেকে উপকার পেয়েছি, কোন কাজগুলি ভালো হয়েছে, কোন কাজটি আরও ভালো করে করা দরকার এসব আলোচনা খুব ভালোভাবে হওয়া দরকার। সেইসঙ্গে বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব অর্থাৎ কত সঞ্চয়, কত টাকা ঋণ দেওয়া হল, কত মোট আদায় হল, কত টাকা অনাদায়ী রইল, সুদ বাবদ কত এল, সুদ ছাড়া অন্য কোনোভাবে আয় হল কিনা এসব বিশদে আলোচনা করব। এরপর বার্ষিক সভাতেই আমরা পরের বছরের একটা পরিকল্পনা তৈরি করব। অর্থাৎ ঐ বছর আমরা কী কী কাজ হাতে নেব, কীভাবে কাজটি করব, কাদের সহায়তার দরকার হবে এসব ঠিক করব। এই সভাতেই পূর্বের পদাধিকারীদের মেয়াদ শেষ হলে নতুন করে পদাধিকারী ঠিক করব। বার্ষিক সভাটি হবে আমাদের স্বনির্ভর দলের সারাবছরের কাজের পর্যালোচনা। সকলেই এই মিটিং-এ হাজির হব।

এই সভা করার আগে আমরা বনসুরক্ষা কমিটি (এফ.পি.সি), স্থানীয় বীট অফিস, রেঞ্জ অফিস-কে এই সভা সম্পর্কে জানাব এবং পদাধিকারীদের এই সভায় উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানাব। পাশাপাশি অন্য স্বনির্ভর দল, বাড়ীর লোকজন ও পঞ্চায়েতকেও আমরা আমন্ত্রণ জানাতে পারি।

দূষণমুক্ত সুস্থ জীবন
তারই জন্য বনসৃজন

অধ্যায় ৯

স্বনির্ভর দলের সদস্যদের এবং পদাধিকারীদের দায়-দায়িত্ব

(এই অংশটি পড়ার পর সদস্যরা স্বনির্ভর দলের সদস্যদের, পদাধিকারীদের দায়িত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।)

বলুন তো, দলটি কি কারুর একার? দল থেকে তো দলের সদস্যদের সকলেরই উপকার হচ্ছে, তাই না? তাহলে,

স্বনির্ভর দল কারুর একার নয়। দলটি সদস্যদের সকলের। দলের কাজকে ঠিকমত চালু রাখতে, আরও ভালো করতে সকলেরই সমান দায়িত্ব পালন করতে হবে।

সদস্যরা কী কী দায়িত্ব পালন করব?

- সদস্যরা প্রত্যেকে নিয়ম করে মিটিং-এ আসব, অন্য সদস্যদের মিটিং-এ আসতে উৎসাহ দেব।
- নিয়ম করে সকলে যৌথ তহবিলে টাকা জমাব।
- টাকা জমা হওয়ার পরে হাতবই বা পাশবই-এ তা তুলিয়ে নেব।
- যে টাকা জমা হল তা ঠিক লেখা হল কিনা দেখে নেব।
- দলের কাজগুলি ঠিকমত হচ্ছে কিনা দেখব, নিজে কোনো দায়িত্ব নিলে তা পালন করব।
- দলে বসেই গ্রামের জন্য বা পরিবারের ভালোর জন্য কোনো না কোনো সামাজিক কাজের উদ্যোগ নেব।
- নিজেদের মধ্যে যাতে ভুল বোঝাবুঝি কম হয় তার জন্য আলাপ আলোচনা করে মিটিয়ে ফেলব।
- ঋণের প্রস্তাবগুলি খতিয়ে দেখব।
- সকলে ঠিক সময়ে ঋণের টাকা ফেরত দেব এবং অন্যকে ঋণ শোধ করতে উৎসাহ দেব।
- ঋণ ফেরতের সময় সুদের টাকাও জমা দেব।
- বাড়তি টাকা ব্যাঙ্কে জমা হচ্ছে কিনা লক্ষ্য রাখব।
- পালা করে সব সদস্য ব্যাঙ্কে, অন্যান্য অফিস-কাছারী, বনদপ্তর এবং বনসুরক্ষা কমিটি (এফ.পি.সি)-র কাছে যাব।

কী মনে হয়,

জরুরী কোনো প্রয়োজনে সদস্যরা কি বাড়তি দায়িত্ব নেব না?

অবশ্যই নেব। জরুরী প্রয়োজন অনেকরকম হতে পারে।

যেমন ধরুন,

- প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ঝড়, খরা, বন্যা........
- নিজেদের ভেতরে ভুলবোঝাবুঝি।
- সদস্যদের নিজেদের অথবা পরিবারের কোনো সমস্যা অথবা গ্রামের কোনো সমস্যা.... এরকম কোনো অবস্থা এলে সবাই মিলে দায়িত্ব নিয়ে পরিস্থিতি সামলে নেব।

কোনো কারণে পদাধিকারী যদি সাময়িকভাবে অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে?

- সেক্ষেত্রে মিটি-এ সিদ্ধান্ত নিয়ে পদাধিকারী অথবা দলের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকেই কেউ পদাধিকারীর দায়িত্ব আপাতত পালন করব।
- কিছু কিছু ক্ষেত্রে সদস্যরা নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নেব।

অনেক কষ্ট করে আমরা গ্রামের গরীব মানুষরা/মেয়েরা স্বনির্ভর দল গড়েছি, কোনোভাবেই দলের কাজ বন্ধ করে দেব না। দরকারে সবাই কিছুদিনের জন্য বাড়তি দায়িত্ব নেব, দলকে বাঁচাবো আমরাই।

পদাধিকারীর দায়দায়িত্ব

পদাধিকারী কিন্তু দলেরই সদস্য, দলের বাইরের কেউ নয়।

পদাধিকারীর দরকার হয় কেন?

সবাই মিলে কোনো কাজ করতে হলে একজন কাউকে একটু বেশী করে ভাবতেই হয়, যিনি বাকীদের ভাবাবেন ...... চিন্তা করাবেন, দলকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, দলের হয়ে নানা জায়গায় প্রতিনিধিত্ব করবেন, একটু বাড়তি দায়িত্ব নেবেন। আসলে কী জানেন, সিদ্ধান্তটা সবাই মিলে নিতে হয়। কিন্তু কাজটা হাতেকলমে করতে হলে দলের হয়ে কিছু কিছু কাজ করবেন পদাধিকারীরা। দায়িত্ব ভাগ করে নিলে কাজটা ভালো হয়।

পদাধিকারীরা কী কী কাজ করবেন?

আমরা যখন পদাধিকারী হিসাবে কাজ করব তখন,

- দলের সব সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখব।
- প্রত্যেকে মিটিং-এ হাজির থাকব।

- মিটিং-এ কী কী আলোচনা হবে তা দলের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে আগের মিটিং-এ ঠিক করে রাখব।
- দলের মিটিং-এ দল কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চাইলে তাদের সাহায্য করব, ভালো-মন্দ দুটো দিকই বলব।
- দলের কোনো সদস্য অনুপস্থিত থাকলে তার খোঁজ নেব।
- দলে সদস্যদের মধ্যে কোনো ঝগড়া বিবাদ হলে তা বুঝিয়ে, আলোচনা করে মেটানোর চেষ্টা করব।
- দলের মধ্যে যে সদস্য গরীব বা অসহায় তার দিকে বেশি করে নজর দেব।
- দলের হিসাবপত্র ঠিকমত রাখা হচ্ছে কিনা তা নজর রাখব, দলের খাতা ঠিক আছে কিনা।
- তাতে জমা টাকার হিসাব উঠেছে কিনা মাঝে মধ্যেই পরীক্ষা করব, প্রয়োজনের বেশি অতিরিক্ত টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দেব।
- দল নতুন কোনো উদ্যোগ নিতে পারে কিনা তা ভাবব, প্রয়োজনে উদ্যোগ নিতে সাহায্য করব।
- বনদপ্তর এবং বনসুরক্ষা কমিটি (এফ.পি.সি), ব্যাঙ্ক, পঞ্চায়েত অফিস, সরকারি অফিস, গ্রামের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি ভালো করে চিনে নেব এবং দলের প্রয়োজনে সেখানে যাব।
- দলের প্রয়োজনে কোথাও যাবার সময় পদাধিকারীরা অন্য সদস্যদেরও সঙ্গে নিয়ে যাব।
- হঠাৎ কোনো বিপদআপদ বা সমস্যা দেখা দিলে সকলের পরামর্শ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব।

আচ্ছা, পদাধিকারীরা কি দল থেকে অতিরিক্ত কোনো সুযোগসুবিধা পাবেন?

না। পদাধিকারী দলেরই সদস্য। দলের হয়ে বাড়তি কিছু কাজ তাকে করতে হবে। কিন্তু এর জন্য বাড়তি কোনো সুবিধা তিনি পাবেন না।

একবার কেউ পদাধিকারী হলে সে কি সারা জীবনের জন্য পদাধিকারী হয়ে থাকবেন?

না না, দলের সকল সদস্যই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পদাধিকারীর দায়িত্ব পালন করব। একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর পদাধিকারী বদল প্রয়োজন। সাধারণভাবে দু'বছর পরপর বদল করব।

আমরা বুঝতে পারছি, দলের ভালমন্দ সবটাই কিন্তু নির্ভর করবে আমরা সদস্যরা কতটা সক্রিয়। কিছুতেই আমরা ভুলে যাব না, দলটা আমাদের, আমাদের সকলের।

একটি গাছ একটি প্রাণ

অধ্যায় ১০

যৌথ সঞ্চয় তহবিল গঠন এবং তার দেখাশোনা

(এই অংশটি পড়ার পর সদস্যরা যৌথ সঞ্চয় তহবিল গঠনের নিয়মকানুন ব্যাখ্যা করতে পারবেন, যৌথ সঞ্চয় তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের পদ্ধতিগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন।)

প্রতিটি পরিবারে, যত অভাবই থাকুক না কেন, মহিলারা অনেক কষ্টের মধ্যেও সাধ্যমত সঞ্চয় করে রাখি, নিজে কম খেয়ে, এমনকি কখনও না খেয়েও।

এখন কথা হল,

- সঞ্চয়ের এই টাকাটুকু কি নিরাপদে রাখতে পারে মেয়েরা?
- বিপদে আপদে পড়লে এই টাকাটাতে হয়, নাকি ধার করতে হয়?
- সঞ্চয়ের টাকাটা বাড়ানো যায় না কি?
- তাহলে উপায়? এর সমাধান হল 'সঞ্চয় তহবিল গড়ে তোলা'।

স্বনির্ভর দলের সদস্যরা সকলে মিলে যৌথ সঞ্চয় তহবিল গড়ে তুলব।

যৌথ সঞ্চয় তহবিলের জন্য টাকার যোগাড় কীভাবে হবে?

- সদস্যদের মাসিক জমা বা সঞ্চয় থেকে।
- সদস্যরা যৌথভাবে কোনো অর্থনৈতিক কাজ করলে তার লাভের অংশ থেকে।
- সদস্যরা যৌথ সঞ্চয় তহবিল থেকে যে টাকা ঋণ হিসাবে নিচ্ছেন তা ফেরতের সময় প্রশাসনিক পরিষেবা হিসাবে যে টাকা দিচ্ছেন তা দিয়ে।
- দলের কোনো নিয়ম না মানার জরিমানা (ফাইন) হিসাবে যা পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে।

  অথবা
- বাইরে থেকে যেমন সরকারি বা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো সহায়তা পেলে তাতে তহবিল বাড়ানো যেতে পারে।

আচ্ছা, সঞ্চয় তহবিলের টাকা কার কাছে থাকবে?

যৌথ সঞ্চয় তহবিলের টাকা থাকবে কাছাকাছি কোনো ব্যাঙ্কে। এর জন্য দলের নামে ব্যাঙ্কে সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে।

তাহলে, হঠাৎ দরকার হলে টাকা পাবে কোথা থেকে।

ঠিক তাই। অন্ততঃ কিছু টাকা তো হাতে রাখতেই হবে। দল এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। প্রতিটি মিটিং-এর শেষে সভানেত্রী সদস্যদের জানিয়ে দেবেন যে তার হাতে এ সপ্তাহে / এমাসে কত টাকা রইল।

স্বনির্ভর দলগুলি সবসময় ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। ব্যাঙ্কের পরামর্শ শুনবে।

সঞ্চয়ের ব্যবহার।

সদস্যরা কীভাবে তহবিলের ব্যবহার করবে?

- সদস্যদের ঋণ দেওয়ার কাজে।
- সদস্যদের পরিবারের আয় বাড়ানোর কাজে।
- বা অন্য প্রয়োজন মেটানোর কাজে।
- অথবা যৌথভাবে কোনো কাজ করার জন্য।

তহবিল থেকে টাকা তোলার দরকার হলে।

মিটিং-এ সকলের মতামত নিয়ে তবেই টাকা তোলা যাবে, টাকার পরিমাণ কত হবে, কী কারণে টাকা তোলা দরকার এসব কথা সিদ্ধান্তের খাতাতে লিখে রাখতে হবে।

দলের সদস্যরা যদি যৌথ তহবিল থেকে টাকা ধার নিতে চায় তাহলে কী করব?

দলের মিটিং-এ যাঁরা ঋণ নিতে চান তাঁরা সকলের কাছে জানাবেন।

- সদস্যরা সকলে তাঁর প্রয়োজনের কথা শুনবেন।
- নিজেরাই ঠিক করবেন যে, ঐ সদস্য যতটুকু টাকা ঋণ হিসাবে নিতে চান তার পুরোটাই তাকে দেওয়া যাবে নাকি কিছু পরিমাণ দেওয়া যাবে।
- যদি একই সঙ্গে একাধিক সদস্যর ঋণের প্রয়োজন হয় তাহলে মিটি-এ বসে সদস্যরাই ঠিক করবেন কাকে কাকে ঋণ দেওয়া সম্ভব হবে।
- যাকে টাকা ধার দেওয়া হল, কতদিনের মধ্যে তাকে টাকাটা ফেরত দিতে হবে এবং তাকে কী হারে প্রশাসনিক পরিষেবা বাবদ দিতে হবে তা তাকে জানিয়ে দিতে হবে।
- তহবিলে টাকা থাকলে একাধিক সদস্যকে ধার দেওয়া যেতে পারে।
- তহবিলে টাকা কম থাকলে যে সদস্যর বেশি দরকার তাকেই আগে ঋণ দেওয়া যেতে পারে, বাকিদের পরে সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।
- সদস্যরা নিজেরা বসে আলোচনা করে এইসব ঠিক করব।

ঋণ ফেরৎ দেওয়ার নিয়মকানুন কে ঠিক করবে?

- সদস্যরা মিটিং-এ বসেই আলোচনা করে ঋণ ফেরতের নিয়মকানুন ঠিক করে নেবে।
- সদস্যরা সকলেই নজর রাখব, যে বা যাঁরা ঋণ নিচ্ছেন তাঁরা যেন সময়মত ঋণ শোধ করেন।
- ঋণ নেওয়া এবং ঋণ পরিশোধের হিসবাপত্র দলের হিসাব খাতায় এবং সদস্যর হাতবই বা পাশবই-এ লিখে রাখা হবে।

❖ দলের মিটিং-এ এসে সদস্যরা নিজের হাতে ঋণের টাকা ফেরৎ দেবেন, কোনো একজনের হাত দিয়ে টাকাটা পাঠিয়ে দেওয়া ঠিক নয়।

❖ ফেরৎ দেবার পর খাতাতে তা উঠল কিনা তা দেখার দায়িত্ব নিজের যিনি টাকা ফেরত দিলেন।

নিজেদের মধ্যে ঋণ দেওয়া নেওয়া করলে একদিকে যেমন ঋণ গ্রহীতা ঋণের টাকায় তার আয় বাড়াতে পারবেন তেমনি আবার প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদানের টাকায় দলের যৌথ তহবিলও বাড়বে। বছরের শেষে এই তহবিলে প্রশাসনিক পরিষেবা বাবদ কত আয় হল তা হিসাব করা দরকার। এই আয় থেকে দলের সব খরচখরচা মেটানোর পর দলের হাতে প্রশাসনিক পরিষেবা বাবদ যদি কিছু বাড়তি টাকা আসে সেটাই দলের লাভ। এই লাভ কিন্তু দলের সবার।

যৌথ সঞ্চয় তহবিলের পুরো টাকাটাই কি সদস্যদের ঋণ হিসাবে দিয়ে দেওয়া হবে?

কখনই না, কিছু টাকা অবশ্যই হাতে রাখা উচিত। জরুরী প্রয়োজনে, আপদেবিপদে, রাতবিরেতে টাকার দরকার তো হতেই পারে। আবার অন্য কোথাও যেন হাত পাততে না হয়!

দলের মধ্যে ঋণ ফেরত দেওয়ার নিয়মকানুন এবং প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদানের হার কী রকম হবে?

ঋণ দেবার সময় দলের সদস্যরাই মিটিং-এ বসে ঠিক করে নেবেন ঋণ ফেরতের নিয়মকানুন, যেমন ঃ

❖ কিস্তি কত টাকার হবে।

❖ প্রশাসনিক পরিষেবা বাবদ আয় মাসে / সপ্তাহে কত হবে।

❖ কোনো কিস্তি দিতে না পারলে কী হবে।

প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদানের হার ঠিক করার পর সাধারণতঃ দুভাবে প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদানের পরিমাণ ঠিক করা হয় -

(ক) মোট ঋণের উপর গড় প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদান।

(খ) পড়ে থাকা আসলের উপর প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদানের হিসাব।

প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদানের হিসাব করার পদ্ধতি।

প্রথম পদ্ধতি ঃ

একটি উদাহরণের সাহায্যে ফ্ল্যাট (সমহার) পদ্ধতিতে প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদান হিসাব করা হলো। ধরা যাক - ঋণের পরিমাণ - ১০০০ টাকা।

❖ ১০টা সমান কিস্তিতে তা পরিশোধ করতে হবে।

❖ প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদানের হার মাসিক ০.৫০ টাকা।

ঋণের কিস্তি এবং প্রশাসনিক পরিষেবা বাবদ পরিশোধের চিত্র এখানে দেখানো হলো।

ঋণ সুদের হার	১ম মাস	২য় মাস	৩য় মাস	৪র্থ মাস	৫ম মাস	৬ষ্ঠ মাস	৭ম মাস	৮ম মাস	৯ম মাস	১০ম মাস
১০০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদান ০.৫০ শতাংশ মাসিক	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫

দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ

ঋণ প্রশাসনিক পরিষেবা হার	১ম মাস	২য় মাস	৩য় মাস	৪র্থ মাস	৫ম মাস	৬ষ্ঠ মাস	৭ম মাস	৮ম মাস	৯ম মাস	১০ম মাস
১০০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
০.৫০ শতাংশ মাসিক ক্রম হ্রাসমান হার	৫	৪.৫০	৪.০০	৩.৫০	৩.০০	২.৫০	২.০০	১.৫০	১.০০	০.৫০

দুই পদ্ধতিতে তফাৎ হবার কারণ নীচে দেওয়া হলো।

প্রথম পদ্ধতিতে সব সময় আসল ১০০০ টাকা হিসাবে ধরা হয়েছে এবং ঐ টাকার উপরে ০.৫০ শতাংশ মাসিক প্রশাসনিক পরিষেবা হার ধরে হিসাব করা হয়েছে।

কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধতিতে অর্থাৎ ক্রমহ্রাসমান হারে প্রশাসনিক পরিষেবা হার হিসাব করার সময় প্রত্যেক মাসের শেষে যা বকেয়া রইল কেবল তার উপরে মাসিক ০.৫০ শতাংস হারে প্রশাসনিক পরিষেবা হার ধরে হিসাব করা হয়েছে।

উদাহরণে দেখা যাচ্ছে, ১ম মাসে ১০০ টাকা আসল পরিশোধ করা হলো। ২য় মাসে ৯০০ টাকা থাকল। এই ৯০০ টাকার উপর সুদ ধরা হবে মাসিক ০.৫০ শতাংশ হিসাবে। তাহলে প্রশাসনিক পরিষেবা হার হবে ৪.৫০ টাকা।

এটা কি পরিস্কার বোঝা গেল? যদি না যায়

তাহলে আবার পড়ে দেখুন।

এই নগদ টাকাটা কার কাছে থাকবে?

দলের সদস্যারাই ঠিক করবেন বাড়তি টাকা পদাধিকারী বা অন্য কোনো সদস্যার কাছে থাকবে কিনা। যৌথ তহবিলের হিসাবপত্র দলের সদস্যাদের কাছে পরিস্কার থাকা অবশ্যই দরকার। এই তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব সদস্যারা সকলে মিলে যৌথভাবেই পালন করবেন। যেমন, টাকার বাক্স থাকবে একজনের কাছে আর চাবি থাকবে আর একজনের কাছে। এতে নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি কম হবে।

যৌথ সঞ্চয় তহবিলের টাকা কী কী কাজে ব্যবহার করা যাবে?

তহবিলের টাকা নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আয় বাড়ানোর কাঝে, সংসারের অন্য প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারেন।

যৌথ তহবিলের টাকা নিয়ে সদস্যারা যৌথভাবে কাজ করতে পারেন না?

নিশ্চয়ই পারেন। যেমন, একসাথে কাঁচামাল তুলতে পারেন, বাজারে বিক্রি করতে যাওয়ার কাজটা একসাথে করতে পারেন, এটা তাঁদের সুবিধামত তাঁরা নিজেরাই ঠিক করবেন।

দলের সদস্য/সদস্যাদের বাইরের কাউকে ঋণ কখনোই দেওয়া উচিত নয়। এতে শুধু ঝুঁকি রয়েছে তাই নয় এটি বেআইনী কাজও।

একনজরে

স্বনির্ভর দলের সঞ্চয় তহবিল সংক্রান্ত কয়েকটি খোঁজখবর।

(১) সঞ্চয়ের গুরুত্ব কী

- ❖ বিপদে আপদে সহায়তা পাওয়া যায়।
- ❖ মনের সাহস বাড়ে।
- ❖ জমানো টাকায় বড় কাজ করা যায়।
- ❖ সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, জীবনের নিরাপত্তা বাড়ে।

(২) দলগতভাবে সঞ্চয়ে সুবিধাগুলো কী কী?

- ❖ সঞ্চয়ের মোট পরিমাণ বাড়ে।
- ❖ ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ পাওয়া যায়।
- ❖ দলের চাপে সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে সঞ্চয় করতে বাধ্য হন। তাতে সঞ্চয়ের মানসিকতা সৃষ্টি হয়।
- ❖ সঞ্চয় জমা দেবার জন্যে সবার ব্যাঙ্ক বা পোষ্ট অফিসে যাবার প্রয়োজন হয় না। এতে সময় ও পরিশ্রম কমে।
- ❖ নিজের সঞ্চয়ের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ ঋণ নেবার সুযোগ পাওয়া যায়।
- ❖ দলের মাধ্যমে সঞ্চয় করলে জমানো টাকা চুরি-ডাকাতি হয়ে যাবার বা মার যাবার ভয় থাকে না। কারণ সদস্যদের টাকা কারুর ব্যক্তিগত নামে নয়, দলের নামেই ব্যাঙ্কে জমা থাকে।

(৩) সঞ্চয়ের জন্য কী কী নিয়ম অবশ্যই মানা দরকার।

- ❖ সঞ্চয়ের টাকা অবশ্যই দলের সভায় জমা দিতে হবে, সদস্যরা নিজের হাতে জমা দেবে।
- ❖ সঞ্চয়ের টাকা প্রত্যেক সদস্যের ব্যক্তিগত পাশবই-এ এবং সঞ্চয়ের রেজিস্টারে লেখা হবে।
- ❖ মাসিক/সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রয়োজন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে বাড়ানো যেতে পারে।
- ❖ সঞ্চয় খেলাপী হলে জরিমানার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

নিজেদের মধ্যে ঋণ -

(৪) সদস্যরা কীভাবে ঋণের জন্য আবেদন করবেন?

- ❖ মৌখিকভাবে দলের সভায় জানাবেন এবং সদস্যরা এ নিয়ে আলোচনা করবেন। এরপর লিখিতভাবে আবেদন জানাবেন। লিখিত আবেদনপত্রে নাম, ঠিকানা, সঞ্চয়ের পরিমাণ, ঋণের উদ্দেশ্য, ঋণের পরিমাণ, আগের নেওয়া ঋণের শোধের বিবরণ, ঋণের শর্ত ইত্যাদি উল্লেখ করবেন।

(৫) কীভাবে ঋণ যাচাই করতে হবে?

- ❖ আবেদনকারী দলের নিয়ম মেনে চলে কিনা।
- ❖ আবেদনকারীর সঞ্চয়ের পরিমাণ কত তা দেখতে হবে।
- ❖ সঞ্চয় জমা দেবার ক্ষেত্রে ঐ আবেদনকারীর ধারাবাহিকতা আছে কিনা তা দেখতে হবে।
- ❖ যে কাজের বা প্রকল্পের জন্যে আবেদন করা হয়েছে সেই কাজে আবেদনকারীর অভিজ্ঞতা বা দক্ষতা আছে কিনা তা দেখতে হবে।
- ❖ আগে নেওয়া ঋণ পরিশোধ করেছেন কিনা তা দেখতে হবে।
- ❖ ঠিকভাবে পরিশোধের পরিকল্পনা আছে কিনা।
- ❖ যে কারণে যতটা ঋণ চাওয়া হয়েছে তা সত্যি সত্যিই জরুরী কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে।
- ❖ এ পর্যন্ত এ আবেদনকারী কতবার ঋণ নিয়েছেন তা দেখতে হবে।
- ❖ আবেদনকারীর সংখ্যা একাধিক হলে কে কবে আবেদন জমা দিয়েছেন তা দেখতে হবে।

(৪) কীভাবে ঋণের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হবে?

- ❖ কোন্ সদস্য আগে আবেদন করেছেন।
- ❖ কোন্ সদস্যের প্রয়োজন সব থেকে বেশি।
- ❖ ঋণ নিয়ে কাজে লাগাতে পারবেন কিনা।
- ❖ কোন্ সদস্য আগে ঋণ নিয়ে সময়মতো তা পরিশোধ করেছেন।
- ❖ কোন্ সদস্য আগে কতবার ঋণ নেবার সুযোগ পেয়েছেন।
- ❖ কোন্ সদস্যরা দলের নিয়মকানুন মেনে চলেন।

(৫) কী কী শর্তে ঋণ মঞ্জুর করা হবে?

- ❖ কোন কাজের জন্যে ঋণ।
- ❖ কত টাকার ঋণ।
- ❖ কতদিনের জন্যে ঋণ।
- ❖ পরিশোধ কীভাবে করবে।
- ❖ প্রতিবারের অর্থাৎ প্রত্যেক কিস্তিতে কত টাকা করে পরিশোধ করা হবে।
- ❖ প্রশাসনিক পরিষেবা হার কত হবে।

- ❖ প্রশাসনিক পরিষেবা বাবদ প্রদান সমহারে না ক্রমহ্রাসমান হারে ধার্য করা হবে।
- ❖ খেলাপির ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক জরিমানা কত করে হবে।

(৬) কীভাবে ঋণ মঞ্জুর করা হবে?

- ❖ দলের সভায় ঋণের আবেদনপত্রগুলো পেশ করা হবে।
- ❖ সদস্যরা ঋণের আবেদনপত্রগুলি যাচাই, অগ্রাধিকার নির্বাচন এবং শর্তাবলী নিয়ে আবেদনকারীর সঙ্গে আলোচনা করবেন।
- ❖ আবেদনকারী সমস্ত শর্ত মেনে নিলে সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে ঋণ মঞ্জুর করা হবে।
- ❖ রেজলিউশানে তা লিখে রাখা হবে।

(৭) কীভাবে ঋণ বিতরণ করা হবে?

- ❖ আবেদনকারী ঋণ রেজিস্টারে সই করবেন।
- ❖ দলের সভায় সকলের উপস্থিতিতে ঋণ গ্রহণ করবেন, ঋণ গ্রহণ পত্রে সই করবেন।
- ❖ ঐ সদস্যের ঋণের পাশ বইতে ঋণের শর্ত এবং পরিমাণসহ অন্যান্য বিষয়গুলো লিখে দেওয়া হবে।
- ❖ আবেদনকারীকে ঋণের শর্ত ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। সব শর্ত আবেদনকারী ভালভাবে বুঝেছেন কিনা তা যাচাই করে দেখে নেওয়া হবে।

(৮) কীভাবে ঋণের ব্যবহার তদারকি করা হবে?

- ❖ দলের সভায় ঋণের ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন করা হবে।
- ❖ প্রয়োজনে ঐ সদস্যের বাড়িতে গিয়ে যাচাই করে দেখে নেওয়া যেতে পারে।
- ❖ মাঝে মধ্যে অন্যান্য সদস্যরা ঋণী সদস্যের বাড়িতে গিয়ে খোঁজখবর নেবেন। তার কারবারের সহায়তাও করবেন।

(৯) কীভাবে ঋণ পরিশোধ হবে?

- ❖ দলের সভাতেই প্রশাসনিক পরিষেবা বাবদ অর্থ সহ আসল পরিশোধ।
- ❖ সভার বাইরে অন্য কোথাও বা অন্য কোনো সময়ে টাকা জমা-তোলার কাজ করা হবে না।
- ❖ ঋণী সদস্যকে সময়মতো ঋণ পরিশোধ করতে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে।

ইচ্ছাকৃত কেউ ঋণ পরিশোধ না করলে বাকী সদস্যরা ঐ সদস্যর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারেন।

পরিশিষ্ট ৩-এ দলের সদস্যদের আভ্যন্তরীণ ঋণের জন্য আবেদন পত্রের নমুনা, পরিশিষ্ট-৪-এ সদস্যদের ঋণ প্রাপ্তি স্বীকার পত্রের নমুনা দেখানো হলো।

অধ্যায় - ১১

স্বনির্ভর দলের হিসাবপত্র

(এই অংশটি পড়ার পর সদস্যরা স্বনির্ভর দল কী কী হিসাবপত্র রাখবে তা চিহ্নিত করতে পারবেন, স্বনির্ভর দলের হিসাবপত্র রাখার পদ্ধতিগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।)

দল করেছি, সবাই মিলে সঞ্চয় তহবিল গড়ে তুলছি, টাকা পয়সা জমাচ্ছি, লেনদেন করছি। কাজেই হিসাবপত্র ঠিক করে লিখে রাখতে হবে। হিসেব লিখতে হবে। হিসেবপত্র জানতে হবে, সবাইকে জানাতেও হবে।

হিসাব নাকি খুব কঠিন ব্যাপার?

মোটেই না, খুব সহজ।. একটু চেষ্টা করলেই লেখা যাবে। মুখে মুখে হিসেব তো আমরা সবাই করতে পারি। কিন্তু সবাই মিলে একসাথে কাজ করছি তো, কাজেই হিসাবটা লিখে রাখা দরকার।

হিসাবপত্র ঠিক রাখলে কী লাভ?

- এতে দলের কাজকর্ম ঠিকমত চলবে, থেমে যাবে না।
- সকলের সাথে সকলের সম্পর্ক ভালো থাকবে।
- অন্যের টাকা নিজের নামে নিতে পারবে না।
- সময়মত টাকা পয়সা ধার পেতে সুবিধা হবে।
- অধিক লেনদেনের স্বচ্ছতা বজায় থাকবে।
- নিজেদের মধ্যে অবিশ্বাস জন্মাবে না।
- সদস্যদের নিজেদের ওপর নিজেদেরই ভরসা জন্মাবে।
- এক নজরে এই মুহূর্তে দলের আর্থিক অবস্থা কীরকম তা বোঝা যাবে।

কে হিসাবপত্র লিখে দেবে?

দলের সদস্যদের মধ্যে যে ভালো লিখতে পারে, সেই-ই লিখবে। দলই ঠিক করে দেবে কে হিসাবপত্র লিখে রাখবে। যদি কেউই লিখতে পড়তে না পারে, তাহলে এক্সটেনসন ওয়ার্কার হিসাব লিখে দেবে। এব্যাপারে আমরা বনসুরক্ষা কমিটি (এফ.পি.সি) ইকো ডেভেলপমেন্ট কমিটি (ই.ডি.সি)-র সাহায্য নিতে পারি।

প্রত্যেক দলেই হিসাবপত্র লেখার জন্য একজন/দুইজনকে ঠিক করতে হবে। মিটিং-এ বসে তাকে হিসাব লিখতে হবে। হিসাব পড়ে শোনাতে হবে। সেই-ই হবে বুক-কীপার।

স্বনির্ভর দলের বুক-কীপারের বা হিসাবরক্ষকের কাজ।

স্বনির্ভর দলের তরফে আমরা দলের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ, খাতাপত্র লেখা, রেজলিউশন এসব কাজের জন্য দলের মধ্যে থেকে এক বা দুজন সদস্যকে ঠিক করে রাখব। যার কাজ হবে ঃ

❖ দলের মিটিং-এ বসে সিদ্ধান্ত লেখা এবং দলের অন্যদের পড়ে শোনানো।

❖ দলের খাতাপত্র ঠিকঠাকভাবে লেখা এবং এই সংক্রান্ত যাবতীয় নথি উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করা।

❖ নির্দিষ্ট সময়মত হিসাব পেশ করা, হিসাব নিরীক্ষার জন্য যাবতীয় নথি তৈরী করা এবং রক্ষা করা।

❖ পদাধিকারীদের দিয়ে হিসাবের অনুমোদন ও স্বাক্ষর করানো।

যদি দলের মধ্যে এরকম কাজের উপযুক্ত সদস্য না পাওয়া যায়, তাহলে অন্য দলের সদস্যকেও একাজের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। তবে বুককীপার বা হিসাবরক্ষকের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দরকার। আমরা এক্সটেনসন ওর্য়াকার এর মাধ্যমে বনদপ্তরের সহযোগিতায় আমাদের বুককীপারের প্রশিক্ষণ করিয়ে নেব। বুককীপারের কাজ করার জন্য সাম্মানিক দেবার প্রয়োজন হলে আমরা দলের সদস্যরাই সেই ব্যয়ভার বহন করব।

মনে রাখা দরকার যা থেকে দলে গন্ডগোল বা মনোমালিন্য শুরু হতে পারে।

❖ দল সভানেত্রী / সম্পাদিকা কোষাধ্যক্ষ নিজেরাই কোনো খরচ-খরচার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলে।

❖ কোনো লিখিত সিদ্ধান্ত ছাড়া টাকাপয়সা ব্যাঙ্ক থেকে তোলার ক্ষেত্রে।

❖ দলের সদস্যদের কাছে হাত বই / পাশবই না থাকলে।

❖ সকলকে না জানিয়ে টাকা তুললে।

❖ নিয়মকানুন আগে থেকে ভালো করে না ঠিক করে নিলে।

❖ ঋণের টাকা দরকার ছাড়াই সবাই মিলে ভাগ করে নিয়ে বসে থাকলে বা এরকম কিছু করলে।

হিসাব নিরীক্ষা (অডিট)

আমাদের দল ভালোভাবে চালাতে গেলে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যেন দলের হিসাবপত্র খুব ভালোভাবে রাখা থাকে। হিসাবপত্র আমরা ঠিকভাবে রাখছি কিনা তা আমাদের বাইরের বিশেষজ্ঞ কাউকে দিয়ে প্রতি বছর ১ বার করে নিরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে। এর জন্য যদি কোনো খরচ লাগে তাহলে আমরাই তা দেব।

হিসাবপত্র ঠিক রাখার জন্য আমরা কোন কোন দিকে নজর দেব?

❖ মিটিং ঠিকভাবে করব।

❖ মিটিং-এ এসে সঞ্চয়ের টাকা জমা করব।

❖ সদস্য/সদস্যাদের নিজেদের হাতবই বা পাশবই নিজেদের কাছেই থাকবে, মিটিং-এর দিন সঙ্গে আনব।

❖ সঞ্চয় তহবিলের অর্থ ব্যবহার করে কাজে লাগাব।

❖ নিজেরা নিজেদের জন্য রোজগারের একটা পরিকল্পনা করব।

❖ ঋণ কত লাগবে তারও একটা পরিকল্পনা করব।

❖ প্রত্যেক সদস্য হাতবই নিজের কাছে রাখব।

❖ ব্যাঙ্কের টাকা তোলা, জমা ঠিকভাবে করব।

স্বনির্ভর দলের বিভিন্ন খাতাপত্র ও হিসাবনিকাশ।

দল কী কী খাতাপত্র কখন ব্যবহার করবে?

কী কী খাতা	কী কাজে লাগে	কখন লাগে
সদস্য রেজিস্টার	সদস্য রেজিস্টার দলের প্রতিটি সদস্যের নাম ঠিকানা সহ যাবতীয় বিবরণ লেখা থাকে।	কোনো সদস্যের বিবরণ পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে বা তথ্য জানার দরকার হলে এটি কাজে লাগে।
রেজোলিউশন বই	দলের এই খাতায় সভার বিবরণ ও সিদ্ধান্তগুলো লেখা হয়। এটা হাজির রেজিস্টারের কাজও করে থাকে	দলের সভা চলাকালে এটা লেখা হয়।
ব্যাঙ্কের পাশ বই	এই বই দেখে জানা যায় ব্যাংকে দলের কত টাকা আছে।	প্রতিবার ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়ার সময়ে বা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার সময়ে (এটা ব্যাঙ্ক লেখে)।
সঞ্চয় খতিয়ান	এই খাতায় স্বনির্ভর দলের সদস্যদের সঞ্চয়ের হিসাব রাখা হয়।	প্রতি সভায় যখন সদস্যরা তাঁদের সঞ্চয়ের টাকা জমা দেন।
ঋণ খতিয়ান	এই খাতায় স্বনির্ভর দলের সদস্যদের ঋণের হিসাব রাখা হয়।	প্রতি সভায় যখন সদস্যরা তাঁদের ঋণ পরিশোধ করবেন।
ক্যাশ বই	এই খাতায় দলের যাবতীয় নগদ লেনদেন বা আদানপ্রদান, নগদ টাকা হাতে কত আছে, ব্যাংকে ব্যালেন্স কত আছে তা লেখা হয়।	প্রতি সভায় টাকাপয়সা লেনদেনের সময়।
সদস্যদের পাশবই (সঞ্চয়কারীর এবং ঋণ গ্রহীতার পাশবই)	সদস্যদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও ঋণের লেনদেন সম্পর্কিত নিজস্ব টাকার অবস্থা লেখা হয়।	প্রতি সভায় লেনদেনের সময় এটা লাগে। ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক সদস্যের কাছে থাকে।
সম্পত্তি রেজিস্টার	দলের নিজস্ব সম্পত্তির বিবরণ লেখা হয়।	দলে সম্পত্তির পরিমাণ, বিবরণ জানতে চাইলে এটি লাগে, নিরীক্ষার সময় এটি কাজে লাগে।

১) দলের কাছে সঞ্চয়ের খাতা -

দলের সদস্যরা যে সঞ্চয় জমা দিচ্ছেন তার হিসাব যে খাতায় রাখা হয় সেটাই হল সঞ্চয়ের খতিয়ান।

প্রত্যেক সদস্যর জন্য থাকবে একটা করে পাতা। খাতায় সেইজন্য প্রথমেই পৃষ্ঠা নং দিয়ে নেওয়া দরকার আর প্রথমে থাকবে সূচিপত্র যাতে কোন্ সদস্যর সঞ্চয় কোন্ পাতায় রয়েছে তা এক নজরে বোঝা যায়।

❖ প্রত্যেক সদস্যর নামে যে পৃষ্ঠা থাকবে তা এইরকম -

সদস্য/সদস্যার নাম .... পৃষ্ঠা নম্বর ....

স্বামীর নাম / পিতার নাম ....

তারিখ	জমা	তোলা	অবশিষ্ট/ব্যালেন্স	সদস্য/সদস্যার স্বাক্ষর

❖ প্রথমদিকের কয়েকটি পাতায় থাকা দরকার দলের মোট সঞ্চয়ের হিসাব

তারিখ	কোম মাসের সঞ্চয়	মোট জমা	মোট তোলা	অবশিষ্ট

মনে রাখা দরকার তোলা মানে কিন্তু ঋণ নয়। কোনো সদস্য যদি দল ছেড়ে দেয় বা দল তাকে দলে রাখতে না চাইলে, বা সদস্য মারা গেলে অথবা বিশেষ কোনো কারণে অনেকদিন পর দলের মত নিয়ে সে যদি সঞ্চয়ের কিছু অংশ তুলে নেয় তখনই তোলার ঘরে লেখা হবে।

(২) সদস্যদের কাছে সঞ্চয়ের পাশবই

দলের প্রত্যেক সদস্যর জন্য দল থেকে পাশবই দেওয়া দরকার ছাপানো পাশবই না পাওয়া গেলে সাধারণ খাতায় দাগ টেনে পাশবই করে নেওয়া যেতে পারে। পাশবই কেমন হবে -

তাং	জমা	তোলা	অবশিষ্ট বা ব্যালেন্স	দলনেত্রী/ কোষাধ্যক্ষর সই

দলের সদস্য যখনই সঞ্চয়ের টাকা জমা দেবেন তখন সম্পাদক/সম্পাদিকা বা কোষাধ্যক্ষ/কোষাধ্যক্ষা সেই টাকার অঙ্ক পাশবইতে লিখে সই করে দেবেন। পাশ বই কিন্তু থাকবে সেই সদস্য/সদস্যার কাছে।

ঋণের খাতাপত্র

১) দলের কাছে ঋণের খতিয়ান

অন্য খাতার মতো এই খাতাতেও প্রথমে প্রত্যেক পাতায় পৃষ্ঠা নম্বর দেওয়া দরকার। যারা ঋণ নেবে তাদের প্রত্যেকের জন্য কয়েকটি করে পাতা রাখা দরকার। খাতার প্রথমে একটি সূচীপত্র অর্থাৎ কোন পাতায় কোন সদস্যর হিসাব আছে লেখা থাকলে খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। আর প্রথমটিতে দলের মোট ঋণের হিসাব থাকলে পরে প্রশাসনিক পরিষেবা বাবদ আয়ের হিসাব করতে ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দলের কাজকর্ম বুঝতে সুবিধা হয়।

আবার এক নজরে দলের ১ বছরের সঞ্চয়ের হিসাব এইভাবে মাসে মাসে রাখা যেতে পারে।

ক্রম নং	সদস্যার নাম	পূর্বের জমা	এপ্রিল, তারিখ	মে, তারিখ	জুন, তারিখ	জুলাই, তারিখ	আগস্ট, তারিখ	সেপ্টেম্বর, তারিখ	অক্টোবর, তারিখ	নভেম্বর, তারিখ	ডিসেম্বর, তারিখ	জানুয়ারী, তারিখ	ফেব্রুয়ারী, তারিখ	মার্চ, তারিখ	এবছরের মোট জমা	এবছরের বাকি সঞ্চয়	আগের বছরের পর্যন্ত মোট জমা	এবছর পর্যন্ত মোট জমা

ক) মাসের মোট সঞ্চয়

খ) আগের মাস পর্যন্ত মোট সঞ্চয়

গ) এই মাস পর্যন্ত মোট সঞ্চয়

❖ সপ্তাহের যে কোনো নির্দিষ্ট একটা দিন।

দলের মোট ঋণের হিসাব ঃ

তারিখ	বিবরণ	ঋণ দান কত	ঋণ শোধ		বাকী	বকেয়া			
						এইদিনের		মোট	
			আসল	প্রশাসনিক পরিষেবা বাবদ	আসল	আসল	প্রশাসনিক পরিষেবা বাবদ	আসল	প্রশাসনিক পরিষেবা বাবদ

প্রত্যেক ঋণ গ্রহীতা সদস্যের হিসাব

সদস্যার নাম ....

স্বামী / পিতার নাম ....

ঠিকানা ....

তারিখ	কেন/বিবরণ	কত ঋণ দেওয়া হল	শোধ হল			বাকী *	বকেয়া **						সদস্যের স্বাক্ষর
							এইদিনে			মোট			
			আসল	প্রশাসনিক পরিষেবা বাবদ	মোট	আসল	আসল	প্রশাসনিক পরিষেবা বাবদ	মোট	আসল	প্রশাসনিক পরিষেবা বাবদ	মোট	

* বাকী অর্থাৎ ঋণের (আসলের যতটুকু শোধ করা বাকী)
** বকেয়া অর্থাৎ যা শোধ করার কথা ছিল কিন্তু শোধ হয়নি।

উদাহরণ ঃ

রোকেয়া বিবি দলের কাছ থেকে জুন মাসে ৫০০ টাকা ধার করে। ঋণ নেওয়ার সময় ঠিক হয় রোকেয়া প্রতি মাসে ১০০ টাকা করে শোধ করবে।

জুলাই মাসে ১০০ টাকা শোধ করলেও আগষ্ট মাসে ৫০ টাকাই সে দিতে পারে। তাহলে আগষ্ট মাস পর্যন্ত ৫০০ টাকা ঋণের মধ্যে শোধ হল ১০০ + ৫০ = ১৫০ টাকা। অর্থাৎ আগষ্ট মাসে তার বাকী ঋণ (৫০০ - ১৫০) = ৩৫০ টাকা, আর বকেয়া ঋণ ৫০ টাকা।

উদাহরণ ঃ

ধরা যাক লক্ষ্মী মুর্মু ২০১৬ সালের ২রা জানুয়ারী ৫০০ টাকা ধার নিয়েছে। ঋণের সময় নিয়ম ঠিক হয়েছে -

(ক) প্রতি মাসের কিস্তি ১০০ টাকা আসল।

(খ) প্রশাসনিক পরিষেবার হার শতকরা মাসে ০.৫০ টাকা।

এবার ধরা যাক সে শোধ করল নিম্নলিখিতভাবে -

(১) ২রা ফেব্রুয়ারী মাসে নিয়মমত ১০০ টাকা আসল আর ৫০০ টাকার উপর একমাসের প্রশাসনিক পরিষেবা ব্যয় ২.৫০ টাকা জমা দিল। অর্থাৎ এখন তার আসল বাকী রইল ৪০০ টাকা আর বকেয়া কিছু নেই।

(২) ৩রা মার্চও সে নিয়মমত ১০০ টাকা আসল আর ৪০০ টাকা বাকী আসলের উপর প্রশাসনিক পরিষেবা ব্যয় ২.০০ টাকা জমা দিল। এখন তার বাকী (আসল) - ৩০০ টাকা ও বকেয়া কিছু নেই।

❖ আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত পড়ে শোনাতে হয়, যাতে কোনো পরিবর্তন করার দরকার হলে তা করা যায়।

পরিশিষ্ট ২-এ একটা রেজোলিউশন-এর নমুনা দেখানো হলো।

(৩) এপ্রিল মাসে তার বড়ছেলের অসুখে অনেক টাকা বেরিয়ে যাওয়ায় আসল ৫০ টাকা ও প্রশাসনিক পরিষেবা ব্যয় বাবদ পুরোটাই অর্থাৎ বাকী ৩০০ টাকার উপর প্রশাসনিক পরিষেবা ব্যয় বাবদ ১.৫০ টাকা জমা দিল। অতএব তার হিসাব দাঁড়ালো

বাকী আসল = ২৫০ টাকা

বকেয়া আসল = ৫০ টাকা

বকেয়া প্রশাসনিক পরিষেবা ব্যয় = ০ টাকা

(৪) মে মাসে সে আসল ১০০ টাকা দিল প্রশাসনিক পরিষেবা বাবদ বাকী কিছু দিতে পারল না, তার মানে তার হিসাব দাঁড়াল -

বাকী আসল - ১৫০ টাকা

বকেয়া আসল এই মাসে - নেই

বকেয়া আসল মোট - ৫০ টাকা (আগের মাসের ছিল)

বকেয়া প্রশাসনিক পরিষেবা বাবদ এই মাসে - ০.৭৫ টাকা

বকেয়া প্রশাসনিক পরিষেবা বাবদ প্রদেয় মোট - ০.৭৫ টাকা

(৫) জুন মাসে সে সমস্ত আসল অর্থাৎ ১৫০ টাকা ও প্রশাসনিক পরিষেবা ব্যয় বাবদ বকেয়া ১.৫০ টাকা আর এমাসের ০.৭৫ টাকা (১৫০ টাকার ১ মাসের) মোট ২.২৫ টাকা শোধ করে দিল।

খাতায় লিখলে দাঁড়াবে -

নাম - লক্ষ্মী মুর্মু

তারিখ	বিবরণ	ঋণ দান কত	ঋণ শোধ			বাকী	বকেয়া						সদস্যের স্বাক্ষর
							এইদিনে			মোট			
			আসল	প্রশাসনিক পরিষেবা বাবদ	মোট	আসল	আসল	প্রশাসনিক পরিষেবা বাবদ	মোট	আসল	প্রশাসনিক পরিষেবা বাবদ	মোট	
১/১/১৬	ঋণ বাবদ	৫০০/-											
১/২/১৬			১০০/-	২.৫০	১০২.৫০	৪০০/-		-	-	-	-	-	
১/৩/১৬			১০০/-	২.০০	১০২.০০	৩০০/-		-	-	-	-	-	
১/৪/১৬			৫০/-	১.৫০	৫১.৫০	২৫০/-	৫০/-	-	-	৫০/-	-	৫০/-	
১/৫/১৬			১০০/-	-	১০০/-	১৫০/-	-	২.২৫	-	৫০/-	-	৫৫/-	
১/৬/১৬			১৫০/-	২.২৫	১৫২.২৫	-	-	ঋণ শোধ					

এইভাবে নিজেদের মধ্যে ঋণ দেওয়া নেওয়া করলে দলের যৌথ তহবিলও বাড়বে। বছরের শেষে এই তহবিলে সুদ এবং প্রশাসনিক পরিষেবা বাবদ (ব্যাঙ্কের ও সদস্যদের মধ্যে ঋণ দেওয়ার জন্য) কত আয় হল তা হিসাব করা দরকার। এই আয় থেকে দলের কিছু আনুসঙ্গিক খরচা যেমন, যাতায়াত, খাতা, কাগজ, ফাইল, কলম ইত্যাদি কেনা - এইসব খরচ মেটানো যায় আবার খরচ মিটিয়েও যদি কিছু আয় থেকে থাকে সেটাই হল দলের তহবিলের সুদ ও প্রশাসনিক পরিষেবা বাবদ প্রকৃত আয়। এই আয়কে ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য দলের নামেই রেখে দেওয়া যেতে পারে আবার কিছু অংশ সদস্যদের নামে ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে। ভাগ করে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে সদস্যদের হাতে টাকা দেওয়া হল। আসলে এই অর্থ এতই সামান্য যে মাথাপিছু ভাগ করলে তার পরিমাণ হবে অতি ক্ষুদ্র। কাজেই টাকা দিলেও তেমন কোনো লাভ নেই। ভাগ করে দেওয়ার মানে প্রত্যেকের নামে তাদের পাশ বইতে লিখে দেওয়া।

বছরের শেষে আরও একটা হিসাব মেলানো দরকার -

দলের মোট সঞ্চয় অর্থাৎ প্রত্যেক সদস্যর সঞ্চয়ের যোগফল - ব্যাঙ্কের সুদ বাবদ আয় - সদস্যদের মধ্যে ঋণ দেওয়ার জন্য প্রশাসনিক পরিষেবা ব্যয় বাবদ আয় - ব্যাঙ্কের টাকা - হাতে নগদ টাকা - সদস্যদের কাছে প্রদেয় ঋণ ধরা যাক ঃ

দলগত সঞ্চয়	-	১০০০ টাকা
ব্যাংক (পাশবই)	-	৫৩৬ টাকা
তোলা	-	৬০০ টাকা
সদস্যকে ঋণ	-	৫০০ টাকা
হাতে নগদ টাকা	-	১০০ টাকা
ব্যাংকের সুদ	-	১৬ টাকা
ঋণের প্রশাসনিক পরিষেবা বাবদ আয়	-	৫ টাকা

তাহলে ঃ

সদস্যদের মোট সঞ্চয় **+** জমা টাকার উপর ব্যাংকের দেওয়া সুদ **+** সদস্যদের ভিতর দেওয়া ঋণের জন্য প্রশাসনিক পরিষেবা ব্যয় বাবদ **=** ১০০০ **+** ১৬ **+** ৫ **=** ১০২১ টাকা।

আর,

ব্যাংকের টাকা **+** সদস্যদের মধ্যে দেওয়া ঋণ **+** হাতের নগদ টাকা **=** ৫৩৬ **+** ১০০ **+** ৫০০ **=** ১১৩৬ টাকা।

- ঋণ খতিয়ানের একটা পাতা দেখানো হলো। সব পাতাগুলোই এইরকম হবে।
- প্রত্যেক ঋণী সদস্যের জন্য একরকম একটা করে পাতা থাকবে।
- সব শেষে দলে সামগ্রিকভাবে ঋণের অবস্থা কী তা লিখে রাখা দরকার।

দলের ক্যাশবই কীভাবে লিখবেন?

দলে কবে কত টাকা এল এবং কবে তা গেল তার সামগ্রিক হিসাব নিকাশের লিখিত রূপকে বলা হয় ক্যাশ বই। ক্যাশবই-এর দুটো অংশ। একটা জমার অংশ, অন্যটা খরচের অংশ।

- জমার অংশে লেখা হয় যে যে টাকা দলে জমা পড়ল। টাকা যে যে ভাবে আসে -

  ১) সদস্যদের সঞ্চয়।

  ২) ক্যাশ-ক্রেডিট থেকে পাওয়া ঋণের টাকা।

  ৩) আবর্তনীয় তহবিল থেকে পাওয়া টাকা।

  ৪) দলে যৌথ উদ্যোগ থাকলে বিক্রি থেকে প্রাপ্ত টাকা।

  ৫) অন্যান্য কোনো টাকা যা যখন পাওয়া যায়। যেমন সেভিংস এ্যাকাউন্ট এর সুদ।

  ৬) সদস্যরা যে আসল এবং কিস্তি দিচ্ছেন সেই টাকা।

- খরচের অংশে লেখা হয় যে যে ভাবে টাকা দল থেকে বার হলো। সেটা যে যে ভাবে হয় -
    ১) সদস্যদের ঋণ দেওয়া।
    ২) ব্যাংকে ঋণের টাকা ফেরত দেওয়া
    ৩) যৌথ উদ্যোগে যে সব খরচ হয় সেই টাকা।
    ৪) দলের অন্যান্য খরচ।
- সদস্যদের সঞ্চয়ের উপর যদি সুদ দেওয়া হয়, তাহলে সেই টাকা দল থেকে যে পরিমাণ টাকা বেরিয়ে গেল তা যোগ বিয়োগ করে দলের কাছে কী রইল তা বের করা।
- এই খাতায় অবশিষ্ট যা এবং দিনের শেষে দলে যা টাকা রইল তা গুনে দেখলে সমান হবে। অর্থাৎ ক্যাশবাক্সে যা টাকা আছে ক্যাশ বইয়েও সেই টাকাই দেখাবে। এটাই ক্যাশ বই-এর বিশেষত্ব।
- প্রতিটি সভার শেষে এই হিসাবনিকাশ পরিষ্কার করে নিলে ভালো হয়।

এবার আমরা ক্যাশ বই-এর ছকটা বুঝব।

ছকটিতে একদিনের জমা খরচের হিসাব দেখানো হয়েছে।

জমার দিকে এসেছে

- সঞ্চয় - সব সদস্য মিলে যা সঞ্চয় দিয়েছেন।
- প্রশাসনিক পরিষেবা বাবদ আয় - আসল কিস্তি দিয়েছেন, যা ঋণের খাতায় আছে।
- ব্যাংক একই সঙ্গে যে ক্যাশ ক্রেডিট লিমিট দিয়েছে তার থেকে ১০০০ টাকা তোলা হয়েছে।

তাহলে আজকে ১/১/১৬ তারিখে মোট জমা যা তা নীচে লেখা হয়েছে।

- আগের দিন দলের তহবিল যা ছিল (এটা আগের দিনের ক্যাশ বই-এর পাতায় আছে, এখানে দেখানো নেই) তা লেখা হয়েছে।
- দুটো যোগ করে সর্বমোট কত লেখা হয়েছে।
- এবার খরচের দিক
- তিনজন সদস্যকে ঋণ দেওয়া হয়েছে।
- একজন অতিথি দল দেখতে এসেছিলেন। সেই উপলক্ষে সবাই চা খাওয়ায় ১২ টাকা খরচ হয়েছে।
- একজন সদস্য তাঁর চিকিৎসার জন্য ২০০ টাকা জরুরি ঋণ চেয়েছিলেন, তাঁকে তা দেওয়া হয়েছে।
- এছাড়া দলের একটা নতুন খাতা কেনা হয়েছে কানাই-এর দোকান থেকে।
- তাহলে আজকে মোট খরচ যা, তা যোগ করে লেখা হলো।

দলের ক্যাশ বই

তারিখ	টাকা কে দিন	কি বাবদ	রসিদ নং	কত টাকা	দলনেত্রীর সই	তারিখ	টাকা কাকে দেওয়া হল	কি বাবদ	ভাউচার নং	কত টাকা	মন্তব্য	দলনেত্রীর সই
যে তারিখে টাকা এল	টাকা কার কাছ থেকে এল তার নাম	কি খাতে টাকা এল	টাকা এলে তার রসিদ দেওয়া হলে সেই রসিদের নম্বর	কত টাকা এল তার পরিমাণ	দলনেত্রী সই করবেন	যে তারিখে টাকা বেরল	টাকা যাকে দেওয়া হল তার নাম	কি খাতে টাকা দেওয়া হল সেই খাত	টাকা দেওয়া হল প্রমাণের জন্য ভাউচার নং	টাকার পরিমাণ লেখা হবে	কোন মন্তব্য থাকলে লেখা হবে	দলনেত্রী সই করবেন
১/১/১৬	সব সদস্য	সদস্য সঞ্চয়	সঞ্চয়কারীর হাতখাতা	২০০ টাকা	স্বাক্ষর	১/১/১৬	তিন সদস্যকে উৎপাদন ঋণ	সদস্য ঋণ	ঋণের খাতা	২১০০ টাকা	তিনজনকে ৭৫০ টাকা করে ঋণ দেওয়া হল	স্বাক্ষর
১/১/১৬	একজন সদস্য	ব্যয় * + আসলের কিস্তি	ঋণ গ্রহীতার হাতখাতা	১০০ টাকা	স্বাক্ষর	১/১/১৬	বিশুর চায়ের দোকান	অতিথি আপ্যায়ণ	দোকানের রসিদ	১২ টাকা	-	স্বাক্ষর
১/১/১৬	গ্রামীণ ব্যাংক	ক্যাশ ক্রেডিট	-	১০০০ টাকা	স্বাক্ষর	১/১/১৬	এক সদস্যকে জরুরী ঋণ	সদস্যর জরুরী ঋণ	ঋণের খাতা	২০০ টাকা	একসদস্য নেত্রীর চিকিৎসা	স্বাক্ষর
							কানাই ভ্যারাইটিজ	খাতা কেনা	দোকানের ক্যাশমেমো	১০ টাকা	দলের একটি খাতা	স্বাক্ষর

আজকের জমা ঃ ১৩১০ টাকা
আজকের শুরু তহবিল ঃ ১৬৪০ টাকা
সর্বমোট ঃ ২৯৫০ টাকা

আজকের খরচ ঃ ২৩২২ টাকা
আজকের শেষের তহবিল ঃ ৬২৮ টাকা
সর্বমোট ঃ ২৯৫০ টাকা

* প্রশাসনিক পরিষেবা ব্যয়

- আজ সর্বমোট জমা যা তা থেকে এই টাকা বিয়োগ দিতে হবে। তবেই আর দিনের শেষের তহবিল পাওয়া যাবে। এই টাকা ক্যাশ বাক্সে গুনে দেখলে অবশ্যই পাওয়া উচিত।
- দিনের শেষের তহবিল এবং আজকের খরচ যোগ দিলে সর্বমোট পাওয়া যাবে। (ক্যাশ বই হল হাতে থাকা টাকার হিসাব)।

একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা

আগের সভার পর এবং বর্তমান সভা পর্যন্ত যা যা টাকা দলে জমা হয়েছে এবং দল থেকে বেরিয়েছে তার সবটাই বর্তমানে সভার তারিখ দিয়ে ক্যাশ বইতে তোলা যেতে পারে। নয়তো যে তারিখে যখন টাকা এসেছে এবং বেরিয়ে গেছে সেই সেই তারিখ উল্লেখ করেও লেখা যেতে পারে।

গাছ লাগাও
পরিবেশ বাঁচাও

‘‘দাও ফিরে সে অরণ্য’’

অধ্যায় - ১২

স্বনির্ভর দলের জন্য আর্থিক সহায়তা

পশ্চিমবঙ্গ বন ও জীববৈচিত্র্য প্রকল্পের অধীনে দলকে আর্থিক সহায়তা

প্রকল্প থেকে দলকে আর্থিক সহায়তা কেন দেওয়া হয়?

১) বন প্রান্তবাসী মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

২) বনপ্রান্তের মহিলাদের আর্থিক ভাবে স্বনির্ভর করে তোলা এবং

৩) মহিলাদের আরও পরিবেশ সচেতনতা এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি।

প্রকল্প থেকে দল কী কী আর্থিক সহায়তা পেতে পারে?

প্রকল্প থেকে দল নিম্নলিখিত ভাবে আর্থিক সহায়তা পেতে পারে।

প্রকল্প পরিচালন ইউনিট (পি.এম.ইউ)-র মাধ্যমে ডি.এম.ইউ-কে তহবিল প্রদান করা হবে। ডি.এম.ইউ সেই অর্থ বনসুরক্ষা কমিটি (এফ.পি.সি)/ইকো ডেভেলপমেন্ট কমিটি (ই.ডি.সি)-কে দেবে। এফ.পি.সি/ই.ডি.সি তাদের ব্যাঙ্ক একাউন্টে তা রাখবে। স্বনির্ভর দলের সদস্যদের প্রয়োজন মত বিজনেস প্ল্যান তৈরী করতে হবে যা এফ.পি.সি/ই.ডি.সি এবং ডিভিসনাল ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (ডি.এম.ইউ) দ্বারা অনুমোদিত হলে সেই অনুযায়ী সদস্যদের ঋণ দেওয়া হবে। যা পরবর্তীকালে স্বনির্ভর দলকে নির্ধারিত প্রশাসনিক পরিষেবা ব্যয় সহ এফ.পি.সি/ই.ডি.সি-কে পরিশোধ করতে হবে। এই সংক্রান্ত একটি মডেল গাইড লাইন প্রকল্প পরিচালন ইউনিট (পি.এম.ইউ)-এর পক্ষ থেকে প্রদান করা হবে - সেই অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

ঋণ পেতে গেলে দলকে কি কি শর্ত পূরণ করতে হবে?

- দলটি বনসুরক্ষা কমিটি বা তার পরিবারের সদস্যদের দ্বারা গঠিত হতে হবে যার মধ্যে অন্ততঃ ৭০ শতাংশ সদস্য গরীব পরিবারের হতে হবে।
- দলটির বয়স কমপক্ষে ৩ মাস হতে হবে।
- দলকে পঞ্চসূত্র (নিয়মিত সভা, নিয়মিত সঞ্চয়, নিয়মিত আভ্যন্তরীণ ঋণ প্রদান, সময়মত ঋণ আদায় এবং হিসাবে খাতাপত্র হাল নগদ রাখা) মেনে চলতে হবে।

অধ্যায় - ১৩

দলের কাজে সকলের অংশগ্রহণ কীভাবে নিশ্চিত করা যায় ?

(এই অংশটি পড়ার পর সদস্যরা স্বনির্ভর দলের কাজে সকলের অংশগ্রহণ কীভাবে নিশ্চিত করা যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন, চিহ্নিত করতে পারবেন।)

দলের কাজে সকলের অংশগ্রহণ কীভাবে সম্ভব ?

ক। নিয়মিত দলের সভা হলে।

খ। সকলে নিয়মিত সভায় হাজির হলে।

গ। সভায় সকলে আলোচনায় অংশ নিলে।

ঘ। প্রত্যেকে নিজের মতামত পেশ করার সুযোগ পেলে।

ঙ। প্রত্যেকের মতামত শোনা হলে।

চ। আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে।

ছ। দলে নিয়মশৃঙ্খলা থাকলে এবং তা সকলে মেনে চললে।

জ। পদাধিকারী বা সদস্যরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করলে।

ঝ। কোন ধরনের পক্ষপাতমূলক আচরণ না হলে।

ঞ। একসঙ্গে সামাজিক কাজ কিছু করলে।

ট। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সবাই উদ্যোগী হলে।

ঠ। সবাই দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পেলে।

ণ। সব সদস্য দল থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী বা অন্য সুযোগসুবিধা পেতে থাকলে।

দলের কাজকর্ম কীভাবে পরিচ্ছন্ন রাখা যায় ?

- সকলে দলের সভায় নিয়মিত হাজির হলে।
- সমানভাবে দলের কাজে অংশগ্রহণ করলে।
- সম্মিলিতভাবে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিলে।
- টাকা পয়সা লেনদেন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ দলের সভায় করলে।
- ঋণ প্রদান ও আদায়ের ক্ষেত্রে দলের সকলকে যুক্ত করলে।
- প্রতি সভায় লেনদেন শেষে সব সদস্যদের সামনে দলের ঐ সভায় জমা টাকা এবং এ পর্যন্ত জমা/তোলা টাকার হিসাব পেশ করলে।

- কোনো ধরনের খরচের ক্ষেত্রে আগে থেকেই দলের অনুমোদন নিয়ে রাখলে।
- সব ধরনের সামাজিক কাজ ও সংযোগের ক্ষেত্রে দলের সকলকে যুক্ত করলে।
- পদাধিকারীরা একা হাতে সব কাজ না করলে।
- নিয়মিত পদাধিকারী বদল হলে।
- হিসাব সম্বন্ধে সবাই জানলে।

দলের পদাধিকারীদের আচরণ কেমন হবে?

আমরা যখন পদাধিকারী হিসাবে কাজ করব তখন আমাদের

- খোলা মনের এবং সহানুভূতিসম্পন্ন হতে হবে।
- অন্যান্যদের মতামতের উপর শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।
- সকলকে নিয়ে চলব।
- সকলের শ্রদ্ধার পাত্র/পাত্রী হয়ে উঠতে হবে।
- দলের কাজে যথেষ্ট সময় দিতে হবে।

দলের পদাধিকারী বদলের গুরুত্ব কী?

- দলের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটবে।
- পদাধিকারীদের অনুপস্থিতিতেও দলের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয় না।
- দলের কাজকর্মে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।
- সব সদস্যদের দক্ষতা বাড়ে।
- দলের স্বচ্ছতা বজায় থাকে।
- ব্যক্তিগত স্বার্থে দলীয় ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ থাকে না।
- দলে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটে।

কী কী বৈশিষ্ট্য থাকলে একটা দলকে ভালো দল বলা যাবে?

- নিয়মিত সভা হবে - সাপ্তাহিক বা মাসিক।
- অন্ততঃ ৯০ শতাংশ সদস্য হাজির থাকবে।
- নিয়মিত সঞ্চয় জমা দেওয়া হবে।
- নিয়মিত ঋণ আদায় করা হবে।

- দলের কাজে সব সদস্য সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।
- নিয়মিত খাতাপত্র লেখা হবে।
- সকল সদস্যরা স্বাক্ষর হবেন ও কাগজ পত্রে স্বাক্ষর করবেন।
- দল বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকবে।
- দল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তুলবে।
- স্থানীয় সম্পদ ও দক্ষতা ব্যবহার করে ক্ষুদ্র উদ্যোগ স্থাপনে দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।
- সদস্যরা সকলে সকলকে মান্য করবে।
- নির্দিষ্ট সময় পরে দলনেতা/দলনেত্রী পরিবর্তন হবে।
- দল নিজেই নিজের মূল্যায়ন করবে।
- সদস্যদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় হবে।
- একে অন্যের বিপদে এগিয়ে আসবে।
- নিজেরা বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা করবে।
- বিপদআপদ মোকাবিলায় নিজেরাই অনেক সক্ষম হয়ে উঠবে।

খরা বন্যা রুখতে হলে
গাছ লাগান ঘরে ঘরে

অধ্যায় - ১৪

অর্থনৈতিক কাজকর্ম

(এই অংশটি পড়ার পর সদস্যারা স্বনির্ভর দলের অর্থনৈতিক কাজকর্ম চিহ্নিত করতে পারবেন।)

আমরা স্বনির্ভর দলের সদস্য/সদস্যারা তো এভাবেই রোজগার করি, তাই না! আচ্ছা, এসব কাজ চালাতে আমাদের কী কী সমস্যা হচ্ছে তা নিয়ে কি আলোচনা করা যায় না?

হ্যাঁ অবশ্যই যায়।

তাহলে দেখা যাক, রোজগার বাড়ানোর কাজে গ্রামের মেয়েদের কতধরনের অসুবিধা রয়েছে?

যা থেকে আমাদের দু-পয়সা রোজগার হয় যেমন ঃ গাছগাছালি, লতাপাতা, বাঁশ, খড়ি .... এরকম নানা কিছু এখন ধ্বংস হতে বসেছে। গাছগাছালি ...... সব হারিয়ে যাচ্ছে।

- পশুপালন বা গাছপালার ক্ষেত্রে অসুখের প্রকোপ দিন দিন বাড়ছে।
- নতুন নতুন কায়দাকানুন মেয়েদের তেমন জানা নেই।
- বড় কারবার করতে গেলে পুঁজি নেই।
- কী কী সুযোগসুবিধা গ্রামস্তরে পাওয়া যায় তার অনেক কিছুই আমাদের জানা নেই।
- বাজার পাওয়া যায় না, পেলেও অনেক সময় আমাদের ন্যায্য পয়সা দেয় না।

মোটামুটি এইসব আর কি?

সব জায়গার সমস্যা এক নয়, মেয়েরা তো বিভিন্ন কাজ করে রোজগার করি, সব কাজের সমস্যা এক নয়। আলোচনা করে বের করতে হবে।

আয় বাড়ানোর কাজে দলের সমস্যা কীভাবে কাটানো যায়?

- যে সব কাজে গ্রামস্তরে সরকারি সুযোগসুবিধা চালু আছে সেগুলি জানবো এবং দল যাতে এইসব সুযোগ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করাবো (হাঁস মুরগী টীকা ইনজেকশন..... বা এরকম আরও কিছু)।
- এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদগুলি যাতে আমরা ব্যবহার করতে পারি তার জন্য উদ্যোগ নেব (পুকুর, ডোবাতে মাছ চাষ, পাড়ে সবজি চাষ, মাঠে ঘাস চাষ.... বা এরকম আরও কিছু)।
- যৌথ সঞ্চয় তহবিল থেকে আয় বাড়ানোর জন্য কোনো উপকরণ সামগ্রী সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে ও যৌথভাবে কিনতে পারি।
- সরকারি বা বেসরকারি ব্যবস্থায় যে সব ট্রেনিং (প্রশিক্ষণ) নেবার সুযোগ চালু আছে তার সাথে দলের সদস্যদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে পারি।

- আয় বাড়ানোর কাজে সদস্য/সদস্যারা নিজেরা একত্রে উদ্যোগ নিয়ে কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারি। যে সব সরকারি দপ্তর এইসব কাজ দেখে, তার কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করব, দলের সমস্যা *এক্সটেনসন ওর্য়াকার, বনসুরক্ষা কমিটি (এফ.পি.সি), ইকো ডেভেলপমেন্ট কমিটি (ই.ডি.সি)*-কে জানাবো।

আয় বাড়ানোর জন্য কী কী চিন্তাভাবনা স্বনির্ভর দলের সদস্য/সদস্যারা করতে পারেন।

- ঘরের পাশে সবজি বাগান করে।
- ছোটো ছোটো ব্যবসা করে।
- ঘরোয়াভাবে জৈব সার তৈরী করে, ঘরোয়া কীটনাশক তৈরী করে।
- গাছ লাগিয়ে।
- চারা গাছের নার্সারী করে।
- পশু খাদ্য চাষ করে।
- পশুপালন করে, রোগ অসুখ মোকাবিলার প্রশিক্ষণ নিয়ে।
- সবজি চাষ করে।
- শালপাতা দিয়ে প্লেট তৈরি করে।
- হাতের কাজ করে যেমন মাদুর, ঝুড়ি ইত্যাদি তৈরী, সেলাই করা, এমব্রয়ডারী করা এইসব।
- চাষের রোগ পোকা প্রতিরোধের কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তার প্রশিক্ষণ নিয়ে।
- ঘরোয়াভাবেই কীভাবে পরিবারে রোগ অসুখ কমানো বা স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায়।
- পতিত জায়গায় ঘাস বা অন্যান্য পশুখাদ্য চাষ করে।
- ঘরে ঘরে বীজ সংরক্ষণ করে।
- যৌথভাবে বীজ ভান্ডার তৈরী করে।
- কম্পিউটারে কাজকর্ম শিখে।
- নানাধরণের জিনিস সারাই এর কাজ শিখে।
- নানা ধরণের পরিষেবা দেবার কাজ করে।
- বাজারে নতুন কোনো জিনিসের চাহিদা তৈরী হলে তার দিকে খেয়াল রাখব।

এইরকম নানা কিছু.......

যখন আমরা নতুন কোনো আয় বাড়ানোর কাজ হাতে নেব তখন খেয়াল রাখব।

- কাছাকাছি এলাকায় তার বাজার আছে কিনা।
- আমাদের নিজেদের এ কাজে কতটা জ্ঞান বা দক্ষতা আছে।
- নিজেরা করতে পারবো, না কি ট্রেনিং দরকার।
- বছরে কোন্ সময় কাঁচামাল পাওয়া যাবে।
- কাছাকাছি এলাকায় পাওয়া যাবে নাকি দূরে যেতে হবে।
- পুঁজি খুব বেশী লাগবে, না কম পুঁজি দিয়ে করা যাবে, আমাদের নিজেদের পুঁজি কতটা আছে?
- সারা বছর বাজার পাওয়া যাবে, নাকি বছরে কোনো একটা সময় - এইসব নানা ভাবনা আগে থেকেই ভাবা ভাল।

আয় বাড়ানোর জন্য দলের সদস্যারা সবসময় চেষ্টা করব যেসব কাজ করে আমরা দুপয়সা রোজগার করি সেটাই আরও একটু ভালোভাবে করা যায় কিনা, এর থেকে আরও একটু রোজগার বাড়ানো যায় কিনা। তারপর ধীরে ধীরে বড়ো কাজ অর্থাৎ বেশি পুঁজি দরকার এমন সব কাজে হাত দেব। প্রথমেই বড়ো কাজে হাত দিলে আমরা বাইরে থেকে ঋণ নিয়ে বিপদে পড়তে পারি। ঋণ খেলাপি হলে তো নিজেরই বিপদ। প্রথম দিকে নিজেদের যৌথ তহবিলকে আয় বাড়ানোর কাজে যতটা পারব বেশি করে ব্যবহার করব। বড়ো কাজ করার আগে বাজার পাব কিনা, সামলাতে পারব কিনা, দু-পয়সা লাভ হবে কিনা যাতে ব্যাঙ্কের টাকা ফেরত দিয়েও হাতে কিছু থাকে - সেসব বিবেচনা না করে হঠাৎ করে বেশি টাকা ধার করব না।

চলো যাই
সবুজের সন্ধানে

অধ্যায় - ১৫

যৌথ আর্থিক উদ্যোগ

(এই অংশটি পড়ার পর সদস্যারা স্বনির্ভর দলের যৌথ আর্থিক উদ্যোগ চিহ্নিত করতে পারবেন।)

স্বনির্ভর দলের সদস্যারা যদি একই উদ্যোগ সকলেই একসাথে করতে চাই, তা কি আমরা করতে পারব? নিশ্চয়ই পারব। তবে সেক্ষেত্রে উদ্যোগ বাছাই-এর কাজটি ভালভাবে করতে হবে।

কী কী কাজ যৌথভাবে করা যেতে পারে?

- পতিত জায়গায় জ্বালানী, কাঠ, ফলের গাছ লাগানো।
- হাজামজা ডোবা, পুকুরে মাছের চাষ বা অন্যভাবে ব্যবহার।
- যৌথভাবে সবজি, ফসল চাষ।
- যৌথভাবে খাদ্য পরিবেশন কাজের জায়গা যৌথভাবে ব্যবহার করা।
- যৌথভাবে মেলা বা প্রদর্শনীতে দোকান দেওয়া এরকম নানা রকম।
- কোনো পরিষেবা দেওয়া।

এইসব উদ্যোগ কে ঠিক করে দেবে?

দলের সদস্যারা নিজেরাই ঠিক করব কারা একসাথে মিলে, কী কী ভাবে আয় বাড়ানোর কাজ করতে পারি।

যৌথভাবে কোনো আর্থিক কাজ হাতে নেবার আগে কী কী জিনিষ মাথায় রাখা দরকার?

- কাজটি সবাই জানে কিনা।
- যৌথভাবে সব সদস্যই কাজটি করতে রাজী কিনা।
- সকলেই একত্রে পুঁজি খাটাবেন কিনা।
- কাজটি করে সব সদস্যরা সরাসরি কোনো উপকার পাবেন কিনা।
- কীভাবে পুঁজি খাটানো হবে।
- কতদিনের মাথায় লাভ হবে।
- কাজটি পরিচালনায় সদস্যদের কার কী দায়িত্ব হবে।
- সেই দায়িত্ব পালনে সকলে রাজী কিনা।
- কোনো বিপদ আপদ বা ঝুঁকি থাকলে কীভাবে তা সামলানো হবে।
- সব সদস্য সেই ঝুঁকি নিতে রাজী কিনা ইত্যাদি।
- যৌথ কাজ করলে তার হিসাবপত্র আলাদা করে রাখব। যাতে নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি না হয়।

অধ্যায় - ১৬

স্বনির্ভর দলের জীবিকা ও ঋণ পরিকল্পনা

(এই অংশটি পড়ার পর সদস্যরা স্বনির্ভর দলের জীবিকা ও ঋণ পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবেন।)

আয় না বাড়ালে সংসার চলবে কী করে? আমাদের মধ্যে অনেক সদস্য খুব উদ্যোগী। অল্প পুঁজি নিয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে রোজগারের কাজ শুরু করছে।

আমরা সবাই কি তা পারি না? কেন পারব না? নিশ্চয়ই পারব। কী করে রোজগার বাড়াব সেটা যেমন ভাবব, তেমনি কোথা থেকে পুঁজির জোগাড় হবে সেটাও ভেবে দেখব। একটু ভাবনা চিন্তা আগে থেকেই করতে পারলে ভাল।

সেজন্য আমরা দলের সকলে মিলে একটা জীবিকা আর ঋণের পরিকল্পনা করতে পারি।

জীবিকা ও ঋণের পরিকল্পনা

এরকম জীবিকা আর ঋণের পরিকল্পনা আমরা বছরে অন্ততঃ তিনবার করতে পারি। প্রতি ঋতুর আগে বসে এরকম একটা পরিকল্পনা দলের সকলে মিলে বসে করলে অনেক লাভ হবে।

যেমন,

- কে কীভাবে আয় করব বলে ভাবছি তা জানা যাবে।
- একে অন্যকে এব্যাপারে সাহায্যও করতে পারি।
- সদস্যদের ঋণের প্রয়োজন আনুমানিক কত হতে পারে তা বোঝা যাবে অর্থাৎ ঐ ঋতুতে দলের কত টাকার ঋণের প্রয়োজন তা আন্দাজ করা যাবে।
- ঋণের প্রয়োজন কতটা দলীয় তহবিল থেকে মেটানো যাবে আর কতটার জন্য ব্যাঙ্কের কাছে আবেদন করতে হবে সেটাও বোঝা যাবে।
- এককথায়, কোনো একটি ঋতুতে আমাদের আয় বাড়ানোর কাজ আর ঋণের প্রয়োজনীয়তা কত তা এক নজরে বোঝা যাবে।
- পরিকল্পনা করে কাজ করলে ঋণের টাকা যোগাড় করাও অনেক সুবিধা।

অধ্যায় - ১৭

স্বনির্ভর দলগুলো যেসব সামাজিক উদ্যোগ অনায়াসেই নিতে পারি

(এই অংশটি পড়ার পর স্বনির্ভর দলের সদস্যারা কী কী সামাজিক উদ্যোগ নিতে পারেন তার তালিকা সদস্যারা তৈরি করতে পারবেন।)

মনে পড়ছে, প্রথমেই আমরা আলোচনা করছিলাম যে, আমাদের গ্রামের মধ্যেই কত সম্পদ রয়েছে .... গাছপালা, জমি, পুকুর, নদী, জঙ্গল, পাহাড়, স্কুল, বাড়ী, পথঘাট ... আরও কত কি? গ্রামের মেয়েরা একথা ভালোভাবেই জানেন, এগুলো ভালোভাবেই চেনেন, কিন্তু লক্ষ্য করেছেন গ্রামের উন্নতি কথা উঠলে, নতুন কিছু করার কথা চিন্তাভাবনা হলে গ্রামের মেয়েদের কি সেই আলোচনায় ডাকা হয়?

কই না তো, বেশীর ভাগ সময় তো মেয়েরা জানতেই পারে না।

আচ্ছা, গ্রামের ভালমন্দতে কি মেয়েদের কিছু এসে যায় না? তাদের কি কিছুই করা নেই?

নিশ্চয়ই। গ্রামের ভালমন্দের সাথে মেয়েদের জীবনও তো জড়িয়ে আছে।

কিন্তু, মেয়েরা চাইলেও তো একা কিছু করতে পারে না।

কিন্তু, যদি দল গড়ি, তাহলে সকলে মিলে কোনো কাজ করতে পারবো না?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারবো, মেয়েরা ইচ্ছে করলে অনেক কাজ করতে পারি। গ্রামের সকলের উন্নতির জন্য অনেক কাজই করতে পারি।

তাহলে আসুন, দেখি মেয়েদের দল একসাথে মিলে কী কী কাজ করতে পারে।

- আমাদের গ্রামের সব বাচ্চাদের স্কুল পাঠানোর উদ্যোগ নিতে পারি।
- সব গর্ভবতী মা এবং ছোটো বাচ্চাদের টিকা হচ্ছে কিনা তার নজরদারি করতে পারি।
- প্রতিটি পরিবার যেন বিশুদ্ধ পানীয় জল খেতে পারে তার তদারকি করতে পারি।
- টিউবওয়েলের চাতাল বাঁধানো হচ্ছে কিনা তা দেখাশোনা করতে পারি, চাতাল বাঁধানোর উদ্যোগ নিতে পারি।
- প্রতিটি পরিবার স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার তৈরী করতে পারছে কিনা তা দেখতে পারি এবং প্রয়োজনে এ ব্যাপারে সবাই মিলে উদ্যোগ নিতে পারি।
- এলাকায় গাছ লাগানো, গাছের সংখ্যা বাড়ানো বিশেষতঃ ফলের গাছ, জ্বালানী গাছ লাগানোর জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে পারি।
- মেয়েদের প্রতি অত্যাচার হচ্ছে এমন খবর থাকলে সেখানে তাদের সঙ্গে কথা বলা বা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারি।
- রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থাগুলি বা ন্যূনতম স্বাস্থ্যবিধিগুলি ঠিকমতো পালন করা হচ্ছে কিনা দেখতে পারি,
- এরকম আরও কত কী!

আলোচনা খুব ভালোভাবে হওয়া দরকার। সেইসঙ্গে বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব অর্থাৎ কত সঞ্চয়, কত টাকা ঋণ দেওয়া হল, কত মোট আদায় হল, কত টাকা অনাদায়ী রইল, সুদ বাবদ কত এল, সুদ ছাড়া অন্য কোনোভাবে আয় হল কিনা এসব বিশদে আলোচনা করব। এরপর বার্ষিক সভাতেই আমরা পরের বছরের একটা পরিকল্পনা তৈরি করব। অর্থাৎ ঐ বছর আমরা কী কী

কাজ করার জন্য জোট বাঁধলে পঞ্চায়েত আর সরকারি দপ্তরের সহায়তা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে!

কয়েকটি বিষয় আমরা বিশেষভাবে মেনে চলব।

- পরিবারের কন্যা সন্তান আর পুত্র সন্তানকে সমান চোখে দেখব। এদের মধ্যে কোনো তফাত করব না। খেয়াল রাখব, আমাদের গ্রামের বাচ্চা মেয়েদের প্রতি কেউ যেন কোনো অবহেলা না করে, তাদের খাবারদাবার, স্বাস্থ্য, শিক্ষাদীক্ষা সব দিকে যেন ছেলেদের মতোই সমান নজর দেওয়া হয়।
- দলের সদস্যরা নিজেরা এগুলি মেনে চলবে, গ্রামের অন্যরা মানছেন কিনা লক্ষ্য রাখব, দরকার হলে বুঝিয়ে বলবে।
- মেয়ে হোক্ বা ছেলেই হোক্ .... এরা দেশের সম্পদ। একথা যেন আমরা কেউ ভুলে না যাই।
- মেয়েদের প্রতি অবহেলা করলে আমাদের পরিবারের ক্ষতি, গ্রামের ক্ষতি, সারা দেশের ক্ষতি।

ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবো। নিজেরাও লেখাপড়া শেখার চেষ্টা করব। যারা পড়তে পড়তে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছিলাম, তারা আবার নতুন উদ্যোগে পড়াশুনা শুরু করব।

আরও একটি বিষয়,

- ১৮ বছরের নীচে মেয়েদের বিয়ে দেব না। অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া বন্ধ করব। দলের সদস্যরা নিজেরা একাজ করব না, অন্যদের করতে বাধা দেব।
- সমাজে যেসব কুপ্রথা রয়েছে সেগুলি দূর করতে চেষ্টা করব। নিজেদের বাড়িতে যাতে এসব কুপ্রথা মানা না হয় তা দেখব, গ্রামের অন্যদেরও এব্যাপারে সচেতন করব।

দল গড়ে মেয়েরা শুধু সংসারের আয় বাড়াব তা নয়, গ্রামের পরিবেশ, তাদের পরিবারের অবস্থা, তাদের নিজেদের বাচ্চাদের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে পারব, ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা ভাল করতে সাহায্য করতে পারব .... এলাকার সামাজিক সমস্যা মেটাতে সাহায্য করব।

ধীরে ধীরে, স্বনির্ভর দলগুলি আমাদের গ্রামের সামাজিক উন্নতিতে বড় ভূমিকা নেবেই।

এতে আমাদের পরিবারের লাভ, গোটা গ্রামের লাভ, আমাদের লাভ, আমাদের ছেলেপুলের লাভ, আমাদের নাতিপুতির লাভ। আমাদের গ্রামের ভবিষ্যৎ তো আসলে আমাদেরই হাতে। সবচেয়ে বড়ো কথা এতে গরীব মানুষের মান বাড়বে, মেয়েদের মান বাড়বে, সবাই আমাদের মর্যাদা দেবে।

অধ্যায় ১৮

স্বনির্ভর দলের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ

(এই অংশটি পড়ার পর স্বনির্ভর দলের সদস্যরা কী কী প্রশিক্ষণ নিতে পারেন তার তালিকা সদস্যরা তৈরি করতে পারবেন।)

আমাদের নিজেদের দক্ষতা বাড়ানো, সচেতনতা বাড়ানো।

আমরা স্বনির্ভর দলের সদস্যরা সকলেই নিজেদের তৈরী করব, যাতে আমরা দল চালানো কাজে, আয় বাড়ানোর কাজে যোগ্য হয়ে উঠতে পারি। নিজের জন্য পরিবারের সদস্যদের জন্য নানা প্রয়োজনে আমরা সঠিক পথে চলতে পারি।

এর জন্য শুধু ঋণ পেলেই চলবে?

মোটেও না, শুধু টাকা পেলেই তৈরী হওয়া যায় না। আমরা স্বনির্ভর দলের সদস্যরা নানা খোঁজখবর জানাতে চেষ্টা করব, বুঝতে চেষ্টা করব। সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করব, তাহলে অনেক লাভ।

কীভাবে এতসব জানব?

আমরা সবাই প্রশিক্ষণ নেব। খেয়াল রাখব দলের সব সদস্য যেন প্রশিক্ষণে হাজির থাকতে পারি। আমাদের দলের সদস্যরা আয় রোজগার বাড়ানোর জন্য যার যে কাজ সেবিষয়ে প্রশিক্ষণ নেব।

দল কীভাবে চালাব সে ব্যাপারেও প্রশিক্ষণ নেব। হিসাবপত্র কীভাবে রাখা সে ব্যাপারে অবশ্যই প্রশিক্ষণ নেব।

প্রশিক্ষণের খরচ কীভাবে মেটাব?

সরকারী ব্যবস্থার স্বনির্ভর দলের সদস্যদের জন্য যেসব প্রশিক্ষণ আছে, সেগুলির সুযোগ নেব, অনেক ক্ষেত্রে তা বিনাপয়সায় পাওয়া যায়। এছাড়া অন্য কোনো বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ নেবার দরকার হলে সেই সুযোগও নেবার চেষ্টা করব। সেরকম হলে প্রশিক্ষণের খরচ আমরা সবাই মিলেই মেটাব। শুধু আমরা স্বনির্ভর দলের সদস্যরাই প্রশিক্ষণ নেব তাই নয়। আমাদের বাড়ীর সদস্যদেরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে।

প্রশিক্ষণকে আমরা বিশেষভাবে গুরুত্ব দেব।

স্বনির্ভর দলের সদস্যদের কী কী বিষয় প্রশিক্ষণ কখন নেওয়া দরকার তার নমুনা।

কারা/কখন	কী বিষয়
দল গঠনের আগে সম্ভাব্য সদস্যরা	স্বনির্ভর দল কী/কেন এসব বিষয়ে প্রাথমিক সচেতনতা
দল গঠনের আনুমানিক ৩ মাস এর মধ্যে সব সদস্যরা	দল পরিচালনা বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা, দলের কাজ, সদস্যদের কর্তব্য
দল গঠনের ৩-৪ মাস পরে দলের হিসাব রক্ষক	মিটিং-এর সিদ্ধান্ত লেখা, হিসাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণ
দল গঠনের ৬ মাসের মধ্যে পদাধিকারী এবং দলের ১ জন সদস্য সঙ্গে দলের হিসাবরক্ষক	দলের পদাধিকারী হিসাবে দায়-দায়িত্ব, ব্যাংকের পরিষেবা, যৌথ তহবিল পরিচালনা
দল গঠনের ৬-৮ মাসের মধ্যে দলের সকল সদস্য	পারিবারিক জীবিকা ও নিজের আয় রোজগার নিয়ে সচেতনতা
দল গঠনের ১০ মাসের মধ্যে দলের পদাধিকারী ১ জন সদস্য এবং হিসাবরক্ষক	দলের হিসাবপত্র, খাতাপত্র
দল গঠনের ১১-১২ মাসের মধ্যে দলের সকল সদস্য	যৌথ তহবিল ব্যবহার, দলের কাজকর্ম, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ব্যাংকের পরিষেবা
১ বছর পূর্ণ হলে ১ম ৩ মাসের মধ্যে সকল সদস্য	জীবিকা সংক্রান্ত, ব্যাংক পরিষেবা, ক্ষুদ্র জীবিকা ও ঋণ পরিকল্পনা তৈরী
৩-৬ মাসের মধ্যে সকল সদস্য	দলের স্ব-মূল্যায়ন পদ্ধতি ও জীবিকা ও ঋণ পরিষেবা
১.৫ বছর থেকে ২ বছরের মধ্যে পদাধিকারী, ১ জন সদস্য এবং হিসাবরক্ষক	তহবিল ব্যবস্থাপনা, ঋণের ব্যবহার, ঋণ পরিশোধ, হিসাবপত্র
২ বছর পূর্ণ হওয়ার ঠিক আগে বিদায়ী ৩ জন পদাধিকারী ও বাকী সদস্য	দলের স্ব-মূল্যায়ন, পদাধিকারীদের কাজ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, দলের পরিকল্পনা তৈরী

ধীরে ধীরে দলের সদস্যদের জীবিকা ও ঋণ পরিকল্পনা, দলের কাজকর্ম ঠিক করা বিষয়ে প্রশিক্ষণ করার প্রয়োজন হবে।

পুরোনো দলগুলি একইভাবে 'পঞ্চসূত্র' - সঠিকভাবে মানা, দলের হিসাবপত্র, ঋণ নেওয়া এবং পরিশোধ জীবিকা ও ঋণ পরিকল্পনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেবে।

এছাড়া যার যে জীবিকা, সেই বিষয়ে আরও ভালভাবে জানার জন্য প্রশিক্ষণ নিতে পারি। স্বনির্ভর দলের সদস্যরা যারা একই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত, তারা একসঙ্গে বসে কোনো প্রশিক্ষণ নিতে পারি যাতে আমরা যেভাবে কাজটা করি তার থেকে আরও ভালোভাবে রোজগার করতে পারি।

অধ্যায় ১৯

স্বনির্ভর দলের সাথে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ

(এই অংশটি পড়ার পর সদস্যারা স্থানীয় স্তরে কী কী প্রতিষ্ঠান স্বনির্ভর দলগুলিকে সহায়তা করতে পারে তার তালিকা প্রস্তুত করতে পারবেন।)

স্বনির্ভর দলের সদস্যারা নিজেরাই কি নিজের উন্নতির সবরকম ব্যবস্থা করতে পারে?

তা সম্ভব নয়, তাছাড়া গ্রামের পুরুষরাই জানেন না, কোন্ কোন্ জায়গা থেকে কী কী সাহায্য পাওয়া যায়, আর মেয়েদের কথা তো বাদই দেওয়া যায়। ঘরে থেকে জানবেই বা কী করে?

কী মনে হয়, স্বনির্ভর দলের সদস্যদের কি এসব তথ্য জানানোর দরকার নেই?

অবশ্যই দরকার।

কিন্তু আমরা কি জানি যে গ্রামে কোন্ কোন্ জায়গা আছে যেখান থেকে গ্রামের মানুষ নানা সুযোগসুবিধা পেতে পারেন? আসুন তো দেখি এক নজরে।

- *বনদপ্তর।*
- গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস।
- ব্যাঙ্ক।
- পোস্ট অফিস।
- স্বাস্থ্য কেন্দ্র।
- অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র।
- *ভূমি ও ভূমি সংস্কার অফিস।*
- *কৃষি, খাদ্য, সমাজ কল্যাণ, মৎস দপ্তরের অফিস।*
- *অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ এবং শ্রম দপ্তর।*

গ্রাম স্তরে কী কী সরকারী সুযোগসুবিধা পাওয়া যায় তা কি স্বনির্ভর দলের সদস্যরা জানবেন না?

নিশ্চয়ই জানবেন / জানা দরকার।

আচ্ছা, এসব সুযোগসুবিধার কথা জেনে কী হবে? স্বনির্ভর দলের সদস্যরা কি এসব জায়গায় যেতে পারবেন? সুযোগসুবিধা আদায় করে নিতে পারবেন?

- নিশ্চয়ই পারবেন।
- দলের সদস্য হয়ে একটা লাভ আছে, একলা তো কোথাও যেতে হবে না, দু'তিনজন মিলে যাবেন।

- নিজেদের বা সংসারের আয় বাড়ানোর কাজে এসব সুযোগসুবিধা দরকার।
- পরিবারের, নিজের, শিশুদের স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য তারা এই সুযোগসুবিধা ব্যবহার করবেন।
- ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য এসব সুযোগসুবিধা দলের সদস্য/সদস্যারা পেতে পারবেন।
- গ্রামে অতি দরিদ্র, অসহায় পরিবারের জন্য সরকারি যেসব বিশেষ সুযোগসুবিধা রয়েছে সেগুলি পেতে গেলে এসব খবর জানা দরকার।

পরিষেবাগুলি ঠিকমত চালু না থাকলে কারা বেশী ভুগবে?

- গ্রামের গরীব মানুষ, গরীব পরিবার, গরীব পরিবারের মহিলারা।

কারণ,

- তারা দূরে যেতে পারবে না।
- তারা পয়সা খরচ করতে পারবে না।
- গ্রামের সুযোগসুবিধাগুলি তাদের বেশী দরকার।

তাই মনে রাখা দরকার, সরকারি পরিষেবাগুলি গ্রামের মানুষের জন্য। এগুলি জানা অবশ্যই দরকার। সরকারি পরিষেবাগুলি যাতে ঠিকমত চালু থাকে তা দেখা আমাদের বড় কাজ।

অধ্যায় ২০

স্বনির্ভর দলের কাজকর্ম কীভাবে এগোবে

(এই অংশটি পড়ার পর সদস্যরা স্বনির্ভর দলের কাজকর্ম কীভাবে এগোবে তা চিহ্নিত করতে পারবেন।)

দলের কাজকর্ম কেমন চলছে .... অর্থাৎ ভালো চলছে, নাকি তেমন ভালো চলছে না .... এসব দেখবে কে?

- **দলের সদস্যদেরই দেখতে হবে। নিজেদের ভালোমন্দ নিজেদেরই বুঝতে হবে।**

তাহলে দেখা যাক, কী কী দেখলে বোঝা যাবে স্বনির্ভর দলের কাজ ভালো চলছে।

- দলের মিটিং নিয়মমতো হবেই।
- দলের মিটিং-এ সকল সদস্য নিয়মিত উপস্থিত থাকবেন।
- মিটিং-এ পদাধিকারীরা নিয়মিত উপস্থিত থাকবেন।
- মিটিং-এ যা কিছু আলোচনা হবে, তা লিখে রাখা হবে।
- সেই লেখা মিটিং-এ পড়ে শোনানো হবে।
- দলের নিয়মকানুন সকলে মেনে চলবে।
- বারবার বলা সত্ত্বেও কোন সদস্য নিয়ম না মানলে দল থেকে তার জন্য বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে।
- দলের সদস্যরা সামাজিক কাজকর্মের উদ্যোগ নেবেন।
- 'যৌথ সঞ্চয় তহবিল' গঠনের কাজ শুরু করা হবে।
- এই তহবিল থেকে টাকা নিয়ে কারবার করা শুরু করবে।

দলের কাজ কীভাবে এগোবে?

দলগঠনের তিনমাস পর দলের কাছ থেকে কী কী আশা করতে পারি।

- দলের মিটিং নিয়মিত হবে।
- মিটিং-এ সব সদস্য হাজির থাকব।
- দলের নিয়মকানুন ঠিক হয়ে যাবে।
- দলনেত্রী, সহদলনেত্রী বা কোষাধ্যক্ষ নিজেদের কাজকর্ম বুঝে নিয়ে কাজ চালাবেন।

- সঞ্চয় তহবিলে টাকা জমা হবে।
- জমা টাকা পাশবইতে তোলা হবে।
- দলের মিটিং-এ যা যা আলোচনা হচ্ছে তা লিখে রাখা হবে।
- দলের নামে ব্যাঙ্কে বই খোলা হয়ে যাবে।
- দলের সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী অন্ততঃ দু'টি বিষয়ে অবশ্যই আলোচনা করা হবে (স্বাস্থ্য, সরকারি কোনো সুযোগসুবিধা বা এরকম কিছু)।
- অন্ততঃ এক দুটি সুযোগ দলের সদস্যরা সকলে অথবা কেউ কেউ পাবেন।

দল গঠনের মাস ছয়েক পরে আমরা দলের কাছ থেকে কী কী আশা করতে পারি?

- দলের মিটিং নিয়মিত হতে থাকবে।
- প্রয়োজনে দল জরুরি মিটিং করতে পারবে।
- সদস্যরা ঠিকমতো হাজির থাকব।
- মিটিং-এ সকলেই নিজেদের সুবিধা অসুবিধার কথা বলব।
- সঞ্চয় তহবিলে নিয়মিত টাকা জমানো চালু থাকবে।
- বাড়তি টাকা ব্যাঙ্কে জমা থাকবে।
- ক্ষুদ্র জীবিকা ও সঞ্চয় তহবিল থেকে সদস্যরা প্রয়োজন অনুসারে ঋণ নেওয়া হবে।
- হিসাবপত্র ঠিকমতো লেখা থাকবে।
- আয় বাড়ানোর জন্য সদস্যরা পরামর্শ চাইবেন।
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিষয়ক কিছু অভ্যাস পরিবারে চালু করতে পারবেন।
- সরকারি সুযোগসুবিধা পেতে চেষ্টা করব। অফিস কাছারিতে যাতায়াত শুরু করব।

দল গঠনের নয় মাস বাদে আমরা দলের কাছ থেকে কী কী আশা করতে পারি?

- নিয়মিত মিটিং চালু থাকবে।
- দল নিজেদের সুবিধামতো আলোচনা করে প্রয়োজনমত নিয়মকানুন তৈরি করবে বা বদলাবে।
- কোনো সদস্যদের অবস্থা বেশি খারাপ হলে দল তাঁর জন্য কিছু সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করতে পারব।
- সঞ্চয় তহবিল থেকে ঋণ দেওয়া এবং ফেরৎ নেওয়া চলতে থাকবে।

- আয় বাড়ানো ক্ষেত্রে বেশ কয়েকজন সুবিধা পেতে থাকবেন।
- দু’একজন ট্রেনিং নিতে চাইবেন।
- ঋণের চাহিদা বাড়বে, দল ব্যাংক ঋণের সঙ্গে যুক্ত থাকবে।
- সরকারি অফিস, বনদপ্তর, পঞ্চায়েত অফিসে সদস্যদের যাতায়াত বাড়বে।

দল গঠনের বারো মাস বাদে দলের কাছ থেকে কী কী আশা করতে পারি?

- কিছু কিছু কাজ দলের সদস্যরা নিজেরাই করে ফেলতে পারবেন।
- ব্যাঙ্কে যাতায়াত বাড়বে, ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ বাড়বে।
- সরকারি কর্মীদের দলের মিটিং-এ আসতে দেখা যাবে।
- অনেকে দলকে সহায়তা দিতে চাইবেন।
- সামাজিক কাজে দলের উৎসাহ বাড়বে।
- গ্রাম সংসদ, এফ.পি.সি/ই.ডি.সি মিটিং-এ দলের সব সদস্য উপস্থিত থাকব।
- দল কিছু সুযোগসুবিধা চাইবে, নিজেরা কিছু করার জন্য উদ্যোগ নেব।
- সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়বে, সঞ্চয়ের উৎসাহ বাড়বে।

এইভাবে আস্তে আস্তে দলের কাজকর্ম বাড়বে, নিজেদের মধ্যে বোঝাবুঝি ভালো হবে, দল অনেক শক্তপোক্ত হয়ে উঠবে।

জোট বেঁধেছি, দল করেছি
দুর্দিনেতে বল পেয়েছি।

অধ্যায় ২১

স্বনির্ভর দলের তদারকি ও মূল্যায়ন

(এই অংশটি পড়ার পর সদস্যরা স্বনির্ভর দলের তদারকি ও মূল্যায়ন-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।)

(১) তদারকি কী ?

কোনো কাজ সঠিকভাবে দেখে, বুঝে, উপলব্ধি করা, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণের জন্য যে কাজ করা হয় তাকে এককথায় তদারকি বলে।

তদারকি কেন দরকার ?

সহজ কথায় বলা যায় -

- ❖ কাজটি সঠিকভাবে চলছে কিনা তা জানার জন্যে।
- ❖ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজটি হচ্ছে কিনা তা জানার জন্যে।
- ❖ কাজের ধারাবাহিকতা বজায় থাকছে কিনা তা জানার জন্যে।
- ❖ পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছে কিনা তা জানার জন্যে।
- ❖ কাজের ক্ষেত্রে কোনো ভুল হচ্ছে কিনা তা জানার জন্যে।
- ❖ সমস্যাগুলি কী কী হচ্ছে তা জানা ও তার সমাধানের রাস্তা বের করার জন্যে।

কীভাবে তদারকি করা হবে ?

নিজেরা নিজেদের কাজের তদারকি করতে পারি, আবার বাইরের কোনো প্রতিষ্ঠান, বনদপ্তর থেকেও তদারকি ব্যবস্থা থাকতে পারে।

(২) দলের মূল্যায়ন ও স্ব-মূল্যায়ন কী ?

পূর্বের অবস্থার তুলনায় বর্তমান অবস্থা যাচাই করা হলো মূল্যায়ন। কোন কাজের শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত সামগ্রিক অবস্থার চিত্র অনুধাবন করা হলো মূল্যায়ন।

কেন মূল্যায়ন ?

- ❖ বর্তমানে কোন অবস্থায় আছি তা জানার জন্য।
- ❖ সমস্যা চিহ্নিতকরণের জন্য।
- ❖ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তার জন্য।
- ❖ বাস্তবায়নের জন্য।

মূল্যায়ন কে করবে?

ক। নিজেরা নিজেদের মূল্যায়ন করতে পারে।

খ। বাহিরের কোনো সংস্থা মূল্যায়ন করতে পারে।

মূল্যায়ন কখন করা হবে?

❖ স্ব-মূল্যায়নের ক্ষেত্রে দলের ইচ্ছানুযায়ী।

❖ বাহিরের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে দলের বয়স কমপক্ষে ৬ মাস হতে হবে।

❖ ঋণ দেওয়ার আগে এফ.পি.সি/ই.ডি.সি ব্যাঙ্ক মূল্যায়ন করবে।

স্ব-মূল্যায়ন - দলের ভালোমন্দ বিচার

দলের কাজ কেমন চলছে - ভালো না মন্দ তা সবচেয়ে ভালো বিচার করতে পারবেন দলের সদস্যরাই।

দলের সদস্যরা নিজেরাই দেখব দল কেমন চলছে।

নীচের ছক দেখে নিজেদের অবস্থা নিজেরাই বিচার করতে পারব

ক্রমিক সংখ্যা	কী কী ব্যাপারে দেখতে হবে	খুব ভালো	মোটামুটি ভালো	ভালো নয়	খুব খারাপ
১	দলের সভা	১৫ দিন অন্তর একবার সভা হয়।	প্রতিমাসে একবার সভা হয়।	প্রতিমাসে অন্তত একবারও সভা হয় না।	অনেকদিন কোনও সভা হয়নি।
২	সভার উপস্থিতি	প্রত্যেক সদস্য নিয়মিত সভায় হাজির থাকেন।	বেশিরভাগ সদস্য হাজির থাকেন।	দলের অর্ধেক সদস্যই হাজির থাকেন না।	বেশিরভাগ সদস্যই সভায় আসেন না।
৩	নিয়ম জানা ও মানা	নিয়মকানুন তৈরী আছে এবং প্রত্যেক সদস্যই এ সম্পর্কে জানেন এবং মেনে চলেন।	দলের বেশির ভাগ সদস্য দলের নিয়মকানুন জানেন বা মানেন।	দলের অল্প কয়েকজন সদস্য দলের নিয়মকানুন জানেন বা মানেন।	দলের কোনও সদস্যই দলের নিয়মকানুন জানেন না বা মানেন না।
৪	দলের সঞ্চয়	সব সদস্যই মাসিক সঞ্চয়ের টাকা নিজে সভায় এসে জমা দেন।	সভাতেই সব টাকা জমা হয় কিন্তু কিছু সদস্য অন্যের হাতে টাকা পাঠান।	মাসের টাকা মাসেই জমা হয় কিন্তু অনিয়মিত ভাবে।	সঞ্চয় একেবারেই অনিয়মিত।
৫	খাতাপত্র লেখা (ক্যাশবই, রেজলিউশন বই ইত্যাদি)	সভাতে বসেই নিয়মিতভাবে খাতাপত্র লেখা হয়।	সভার পরে খাতাপত্র লেখা হয়।	খাতাপত্র লেখা অনিয়মিত।	খাতাপত্র কিছুই প্রায় লেখা হয় না।
৬	কে লেখে?	দলের সদস্যরাই খাতাপত্র লেখেন।	প্রতিবেশী কারোর সাহায্যে খাতাপত্র লেখা হয়।	সহায়িকার সাহায্যে খাতাপত্র লেখা হয়।	খাতাপত্র কিছুই প্রায় লেখা হয় না।
৭	ঋণ নেওয়া	দলের সভায় সবাই মিলে আলোচনা করে ঋণ নেওয়া হয়।	বেশ কয়েকজন সদস্যর সঙ্গে আলোচনা করে ঋণ দেওয়া হয়।	দু-একজন সদস্যর সঙ্গে আলোচনা করে ঋণ নেওয়া হয়।	দলনেত্রী একা ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।
৮	ঋণ ফেরত	দলের সকলেই নিয়মিতভাবে ঋণ ফেরত দিচ্ছেন।	দু একজন বাদে দলের বেশির ভাগ সদস্যই নিয়মিত ভাবে ঋণ ফেরত দিচ্ছেন।	বেশ কয়েকজন সদস্য নিয়মিতভাবে ঋণ ফেরত দিচ্ছেন না।	বেশিরভাগ সদস্যই নিয়মিতভাবে ঋণ ফেরত দিচ্ছেন না।
৯	ব্যাঙ্কে খাতা খোলা	ব্যাঙ্কে দলের নামে খাতা খোলা হয়েছে।	ব্যাঙ্কে খাতা খোলার জন্য যোগাযোগ করা হয়েছে।	ব্যাঙ্ক খাতা খোলার জন্য চিন্তাভাবনা করা শুরু করেছে।	ব্যাঙ্কে খাতা খোলার ব্যাপারে কিছু ভাবা হয় নি।
১০	দলের কাজকর্ম (ক) সিদ্ধান্ত সকলে মিলে নেন কিনা? (খ) দায়িত্ব ভাগ করা হয় কি না? (গ) দলনেত্রী একা বা দু-একজনকে নিয়ে সব কাজ করেন কি না?	দলের নেত্রী সবার সঙ্গে আলোচনা করে সব সদস্যকে কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দেন।	দলের নেত্রী ও বেশ কিছু সদস্য মিলে দলের কাজকর্ম করেন।	দলের নেত্রী ও মাত্র কয়েকজন সদস্য দলের কাজকর্ম করেন।	দলের নেত্রী একা দলের কাজকর্ম করেন।
১১	সাক্ষরতা	দলের সকল সদস্যই সাক্ষর।	দলের কিছু সদস্য নিরক্ষর কিন্তু অন্য সদস্যরা তাঁদেরকে সাক্ষর করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন।	দলের কিছু সদস্য নিরক্ষর কিন্তু তাঁদেরকে সাক্ষর করার কোনও উদ্যোগ নেই।	দলের সকল সদস্যই নিরক্ষর।
১২	খাতাপত্র রাখা	দলে ক্যাশবই, মিটিং খাতা, সদস্যদের ঋণ ও সঞ্চয়ের পাশবই ইত্যাদি রাখা হয় ভালভাবে।	সবকটি খাতা ভালোভাবে রাখা হয় না।	বেশিরভাগ খাতাই রাখা হয় না।	কোনও খাতাই নেই।
১৩	বাচ্চাদের স্কুল / অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র পাঠানো	দলের প্রত্যেক সদস্যর বাড়ির বাচ্চারা স্কুল / অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে নিয়মিত যায়। এলাকার অন্য বাচ্চাদেরও পাঠানোর ব্যাপারে দল উদ্যোগ নিয়েছে।	দলের প্রত্যেক সদস্যর বাড়ির বাচ্চারা স্কুল / অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে যায়। এলাকার অন্য বাচ্চাদের বিষয়ে কোনও উদ্যোগ নেয় নি।	দলের বেশ কয়েকজন সদস্যর বাড়ির বাচ্চারা স্কুল / অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে নিয়মিত যায় না। দল এব্যাপারে কিছু করে নি।	দলের বেশ কিছু বাড়ির বাচ্চারা স্কুল / অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ভর্তিই হয় নি।
১৪	টিকা দেওয়া (অন্ততঃ প্রাথমিক টিকা অর্থাৎ যক্ষ্মা, হাম, পোলিও (তিন ডোজ) ও ডি.টি.পি. (তিন ডোজ)	দলের প্রত্যেক সদস্যর পরিবারের বাচ্চাদের টিকা দেওয়া হয়েছে। এলাকার অন্য বাচ্চাদেরও টিকা দেওয়ার ব্যাপারে দল উদ্যোগ নিয়েছে।	দলের বেশ কিছু সদস্যর পরিবারের বাচ্চাদের টিকা দেওয়া হয়েছে।	দলের অল্প কিছু সদস্যর পরিবারের বাচ্চাদের টিকা দেওয়া হয়েছে।	দলের কোনও সদস্যর পরিবারের বাচ্চাদের টিকা দেওয়া হয় নি।

ক্রমিক সংখ্যা	কী কী ব্যাপারে দেখতে হবে	খুব ভালো	মোটামুটি ভালো	ভালো নয়	খুব খারাপ
১৫	বাচ্চাদের নিয়মিত ওজন করানো (তিন বছরের নীচে)	দলের প্রত্যেক সদস্যই তাঁর পরিবারের বাচ্চাদের নিকটবর্তী অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে প্রতি মাসে ওজন করান এবং এলাকার অন্য পরিবারের বাচ্চাদের ওজন হচ্ছে কি না খবর রাখেন।	দলের প্রায় সব সদস্যই তাঁর পরিবারের বাচ্চাদের প্রতিমাসে ওজন করান।	দলের মাত্র কয়েকজন সদস্যই তাঁর পরিবারের বাচ্চাদের প্রতিমাসে ওজন করান।	দল এ ব্যাপারে কোনও খোঁজখবর রাখে না।
১৬	সরকারি / বেসরকারি সুযোগ-সুবিধা ও পরিষেবা ব্যবহার	এলাকার যে সমস্ত সরকারি / বেসরকারি সুযোগ-সুবিধা ও পরিষেবা পাওয়া যায় বেশিরভাগ সদস্যই তার সদ্ব্যবহার করছেন।	দলের সদস্যরা কিছু কিছু পরিষেবার সুযোগ নিতে পেরেছেন।	সরকারি / বেসরকারি সুযোগ-সুবিধা ও পরিষেবা পাওয়ার জন্য দল চিন্তাভাবনা শুরু করেছে।	সরকারি / বেসরকারি সুযোগ-সুবিধা ও পরিষেবার পাওয়ার জন্য দলের সদস্যরা কোনও উদ্যোগ নেননি।
১৭	গ্রাম সংসদে, এফ.পি.সি. / ই.ডি.সি. উপস্থিতি এবং পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ	দলের অধিকাংশ সদস্য নিয়মিত গ্রাম সংসদে, এফ.পি.সি. / ই.ডি.সি. উপস্থিত হন এবং পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেন।	দলের কেউ কেউ নিয়মিত গ্রাম সংসদে, এফ.পি.সি. / ই.ডি.সি. যান এবং পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য চিন্তাভাবনা শুরু করেছে।	দল গ্রাম সংসদে, এফ.পি.সি. / ই.ডি.সি. যাওয়া ও পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য চিন্তাভাবনা শুরু করেছে।	এই ব্যাপারে দলের কোনও উদ্যোগ নেই।
১৮	আয় বাড়ানোর উদ্যোগ	দলের সকলেই নিজের আয় বাড়ানোর কাজ শুরু করেছেন।	দলের মধ্যে বেশীরভাগ সদস্য আয় বাড়ানো কাজ শুরু করেছেন।	দলের মধ্যে খুব কম সদস্যই আয় বড়ানোর কাজ শুরু করেছে।	এই ব্যাপারে দলের কোনো সদস্যই উদ্যোগ নেয় নি।
১৯	স্বাস্থ্যবিধান ও জন স্বাস্থ্য নিয়ে কোনো উদ্যোগ	দলের সকল সদস্য কোনো না কোনোভাবে এলাকার জনস্বাস্থ্য বা স্বাস্থ্যবিধানের সঙ্গে যুক্ত।	দলের বেশীরভাগ সদস্যই যুক্ত।	দলের খুব কম সদস্য একাজে যুক্ত হয়েছে।	দলের সদস্যদের মধ্যে এ ধরনের কোনো ভাবনা চিন্তা নেই।
২০	দল ও বনভূমি, বন্যপ্রাণী ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা	দলের সবাই সংরক্ষণ সম্বন্ধে জানেন ও এব্যাপারে কাজ শুরু করেছেন।	দলের বেশীরভাগ সদস্য জানেন কেউ কেউ কাজ শুরু করছেন।	দলের মধ্যে কেউ কেউ জানেন কিন্তু বেশীরভাগ সদস্যরই এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেই।	দলের সদস্যদের কাছে এসব সংরক্ষণ সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই।
২১	সমাজের ক্ষতি হচ্ছে এই রকম কোনো কু-অভ্যাসের প্রতিরোধ	এই ধরনের কু-অভ্যাস প্রতিরোধে দল ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নিয়েছে।	দলের এ বিষয়ে - চিন্তা ভাবনা হয়েছে কিন্তু কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় নি।	দলের মধ্যে কেউ কেউ এ ব্যাপারে সচেতন কিন্তু দলে কোনোভাবনা চিন্তা হয় নি।	এ ব্যাপারে দল যে কোনো উদ্যোগ নিতে পারে সে বিষয়ে কোনো ভাবনাই দলে নেই।
২২	বাড়ীর জঞ্জাল / আবর্জনার সঠিক পুর্নব্যবহার	দলের প্রত্যেকের বাড়ীর প্রতিদিনের জৈব আবর্জনা থেকে কম্পোস্ট সার তৈরী করে।	দলের মধ্যে কেউ কেউ করে।	এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছে।	দলে কোনো আলোচনাই হয় নি।
২৩	প্রতি সদস্যর বাড়িতে শৌচাগার থাকা ও তার ব্যবহার	প্রতি সদস্যর বাড়িতে আছে।	বেশিরভাগ সদস্যর বাড়িতে আছে।	খুব কম সদস্যর বাড়িতে আছে।	কারুর বাড়িতেই নেই।

আয় বাড়াতে মান বাড়াতে
দলের পরে ভরসা রাখি।

অধ্যায় ২২

স্বনির্ভর দলের জন্য তথ্যভাণ্ডার পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন

(এই অংশটি পড়ার পর সদস্যরা কী কী তথ্য রাখতে হবে ও স্বনির্ভর দলভিত্তিক কাজের পরিকল্পনা-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।)

এক নজরে দেখি

আমাদের স্বনির্ভর দলের কী কী তথ্য রাখতে হবে?

- দলের সদস্যদের পরিবারের সকলের তথ্য ও তাদের বিস্তারিত খোঁজখবর।
- আমাদের দল গঠনের রেজিলিউশন।
- স্বনির্ভর দলের অগ্রগতির মূল্যায়ন।
- জীবিকা ও ঋণের পরিকল্পনা।
- সদস্যদের পাশবই।
- দলের হিসাব রেজিষ্টার।
- দলের রেজিলিউশন বই।
- ক্যাশ।
- সঞ্চয়।
- ঋণ খাতা।

পরিশিষ্টে কয়েকটি নমুনা দেওয়া হল

পরিকল্পনা

স্বনির্ভর দলের সদস্যরা নিজেরা বসে কাজের পরিল্পনা করব। পরিকল্পনা করে কাজ করলে কাজের সুবিধা হবে। কাজের অগ্রগতি কী হল তাও নিজেরা বুঝতে পারব। পরিশিষ্ট-৫ তে স্বনির্ভর দলের মূল্যায়নের একটা ছক দেওয়া আছে কী ভাবে নিজেদের মূল্যায়ন নিজেরাই করব।

অধ্যায় ২৩

স্বনির্ভর দলের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা

(এই অংশটি পড়ার পর সদস্যরা স্বনির্ভর দলের কোন কোন কাজের জন্য সহায়কের পরামর্শ দরকার হতে পারে তা চিহ্নিত করতে পারবেন।)

স্বনির্ভর দলের কোন্ কোন্ কাজের জন্য সহায়কের পরামর্শ দরকার হতে পারে?

- দল গঠনের নিয়মকানুন তৈরীর সময়।
- ব্যাঙ্কে দলের নামে অ্যাকাউন্ট খোলার সময়।
- সদস্যদের বিভিন্ন বিষয় সচেতনতা বাড়াতে।
- কীভাবে কাজকর্ম চালাতে হবে সেই ব্যাপারে।
- আমাদের সদস্যদের দায়দায়িত্ব কি তা বোঝার জন্য।
- হিসাবপত্র কী ভাবে রাখব সেই ব্যাপারে।
- জীবিকা ও ঋণ পরিকল্পনা তৈরীর ব্যাপারে।
- কীভাবে সঞ্চয় বাড়ানো, কীভাবে লভ্যাংশ বন্টন করব সেই ব্যাপারে।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রাথমিক যোগাযোগের জন্য।
- নিজেরা কোনো ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে।
- প্রকল্প তৈরী করতে হলে।
- রোজগার কীভাবে বাড়বে তার জন্য খোঁজখবর, প্রশিক্ষণ।
- বা এরকম নানা ব্যাপারে।

আমরা কীভাবে সহায়কদের কাছ থেকে ভালো পরিষেবা / সহায়তা পেতে পারি?

- আমাদের সদস্যদের নিজেদের এবং পরিবারের ঠিক খোঁজখবর দিয়ে।
- আমাদের সমস্যাগুলি তাদের সঙ্গে সঠিকভাবে আলোচনা করে।
- সদস্যদের কী কী প্রয়োজন সে সম্বন্ধে তার সঙ্গে কথা বলে।
- যে মিটিং-এ সহায়ক থাকবেন সেই মিটিং-এ সবাই হাজির থেকে।
- বিভিন্ন খোঁজখবর জানতে আগ্রহ দেখিয়ে।
- আমাদের পরিকল্পনা সঠিক সময়ে তৈরী করে।
- নিজেদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করে।

এটা ঠিক, আমরা যদি আমাদের কাজ ঠিকভাবে নিয়ম মেনে করি, আমাদের কাজকর্ম আরও উন্নত করতে যদি আমাদের আগ্রহ থাকে তাহলে সহায়ক আমাদের আরও ভালোভাবে সহায়তা করতে পারবে।

পরিশিষ্ট ১

দল গঠনের রেজোলিউশ (নমুনা)

স্বনির্ভর দলের নাম ....

আমরা .... সদস্যা / সদস্যরা .... গ্রাম .... ব্লক .... জেলা, সর্বসম্মতিক্রমে একটা স্বনির্ভর দল গঠনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম।

.... দিন .... মাস .... বছর।

স্বনির্ভর দলের নাম ....

স্বনির্ভর দলের সদস্যা / সদস্যর বিস্তারিত তথ্য

ক্রমিক নং	আর.এইচ.এস. আই.ডি.	সদস্যা/সদস্যার নাম	স্বামী/স্ত্রী/বাবার নাম	শ্রেণী ঃ তপঃ জাতি/ তপঃ উপজাতি/ ও.বি.সি/সংখ্যালঘু/ সাধারণ ...	বয়স	পেশা	সই/টিপ ছাপ

দলের সকল সদস্য নিম্নলিখিত তিনজনকে

১। .... ২। .... ৩। .... কে যথাক্রমে সভাপতি/সভানেত্রী, সম্পাদক/সম্পাদিকা এবং কোষাধ্যাক্ষ/কোষাধ্যাক্ষা হিসাবে নির্বাচিত করলাম। উক্ত তিনজনের মধ্যে যেকোনো দুজন ব্যাংকের টাকা তোলার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হচ্ছেন।

স্বনির্ভর দল মিলিত হবে .... সময় .... মাসে .... স্থানে প্রতি সপ্তাহে একবার (৭, ১৪, ২১ এবং ২৮ তারিখে বা যে কোনো সুবিধামতো তারিখে)। ঐ মাসের সময় .... দিন/রাত্রি। দলের নামে ব্যাঙ্কের .... শাখায় একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক খাতা খোলার জন্য আমরা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দলের প্রতি সদস্য প্রতি মাসে .... টাকা হাতে জমা রাখবেন। দলের হিসাবের খাতায় টাকা জমা বা তোলার জন্য নিম্নলিখিত দুজন বিশেষ দায়িত্বে থাকবেন।

১। শ্রীমতী / শ্রী ....   ২। শ্রীমতী / শ্রী ....

জমা অর্থ সংগৃহীত হবে দলের সভায় এবং সমস্ত সিদ্ধান্ত যেমন ঋণ, আদায়, সামাজিক এবং পরিবার কল্যাণের কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হবে এবং দলের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। দলের সভায় সিদ্ধান্তের পর দল থেকে সদস্যপদ তুলে নেওয়া যাবে। দলের সভার সিদ্ধান্ত সকল সদস্যা/সদস্য অবশ্যই মানবেন। এক যোগে একসাথে কাজ করবেন মানুষের আত্মবিকাশেরল জন্য এবং সদস্যা/সদস্যর জীবনযাবনের মান উন্নত করার জন্য। এটা বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত যে প্রতিটি সদস্যা/সদস্য দলের সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং অর্থ জমাবেন।

পরিশিষ্ট ২

দলের সভার রেজোলিউশনের নমুনা

.... মহিলা স্বনির্ভর দল

গ্রাম ঃ .... পোঃ .... জেলা ....

পশ্চিমবঙ্গ ঃ .... সভার স্থান ঃ .... সভার তারিখ ঃ ....

সভার সময় ঃ .... সভা নংঃ ....

আলোচ্য বিষয় ঃ

(১) পূর্বের সভার সিদ্ধান্ত পাঠ, আলোচনা এবং অনুমোদন

(২) সঞ্চয় সম্পর্কিত

(৩) বিবিধ ঃ

আজকের সভায় শ্রী/শ্রীমতী .... দল সদস্য/সদস্যার প্রস্তাবে এবং শ্রী/শ্রীমতী .... দল সদস্য/সদস্যার সমর্থনে এবং সর্বসম্মতিক্রমে শ্রী/শ্রীমতী .... সভাপতি/সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করলে সভার কাজ শুরু হয়।

(১) আগের সভার সিদ্ধান্ত পাঠ ও অনুমোদন ঃ

আজকের সভায় গত .... তারিখের সভার সিদ্ধান্তগুলো পাঠ করা হলো এবং বিস্তারিত আলোচনা করে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

(২) দলের নামে একটি সেভিংস এ্যাকাউন্ট খোলা ঃ

শ্রী/শ্রীমতী .... সভাপতি/সভানেত্রী, শ্রী/শ্রীমতী .... সভাপতি/সম্পাদিকা বা শ্রী/শ্রীমতী .... কোষাধ্যক্ষ/কোষাধ্যক্ষা, এই তিনজনকে যে কোন দুইজন সদস্যার যৌথ স্বাক্ষরে দলের টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তোলা যাবে। এব্যাপারে সভাপতি/সভানেত্রী এবং কোষাধ্যক্ষ/কোষাধ্যক্ষা মহাশয়/মহাশয়াদের উক্ত ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে দলের নামে ব্যাঙ্কে এ্যাকাউন্ট খোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলা হল।

আজকের সভায় অন্য কোনো আলোচনা না থাকায় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হল।

উপস্থিত সদস্যার স্বাক্ষর ঃ

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮)

(৯) (১০) (১১) (১২) (১৩) (১৪) (১৫)

সভানেত্রীর স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট ৩

দলের সদস্যদের আভ্যন্তরীণ ঋণের জন্য আবেদন পত্রের নমুনা

প্রতি

সম্পাদিকা/সম্পাদিকা

.... স্বনির্ভর দল

গ্রাম ঃ .... গ্রাম পঞ্চায়েত .... জেলা ....

বিষয় ঃ ঋণের জন্য আবেদন

আমি .... স্বামী / পিতা ....

ঠিকানা ....

আমাদের .... দল থেকে ঋণ নিতে ইচ্ছুক। নীচে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত তথ্য দেওয়া হলো -

(১) ঋণের পরিমাণ ....

(২) ঋণের উদ্দেশ্য ....

(৩) কিস্তি পরিশোধের নিয়ম (মাসিক/পাক্ষিক/সাপ্তাহিক) ঃ

(৪) বর্তমানে আবেদনকৃত ঋণের দফা ....

(৫) বিগত ঋণের পরিমান কত ছিল ....

(৬) বর্তমানে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের পরিমাণ ....

(৭) আবেদনকৃত ঋণের প্রশাসনিক পরিষেবা ব্যায়ের হার (মাসিক) ....

(৮) আবেদনকৃত ঋণের মেয়াদ ....

আমি ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত উল্লিখিত শর্তাবলী মেনে চলব। অন্যথায় আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। উক্ত ঋণের টাকার ক্রীত সম্পত্তি ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত দলের সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হবে? এই আবেদনপত্রে আমার স্বামী/পিতা/অভিভাবক স্বাক্ষর করলেন।

স্বাক্ষর ....

অতএব আমাকে উক্ত পরিমান ঋণ দিয়ে বাধিত করতে অনুরোধ করছি। দলের পক্ষ থেকে জামিনদারগণের স্বাক্ষর।

(১) .... (২) .... (৩) ....

ঋণের আবেদনকারীর স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট ৪

সদস্যদের ঋণ প্রাপ্তি স্বীকার

আমি শ্রী/শ্রীমতী .... পিতা / স্বামীর নাম .... বয়স ....

আজ .... তারিখ .... কাজের জন্য .... দলের কাছ থেকে ....

টাকা ঋণ হিসাবে গ্রহণ করলাম। উক্ত ঋণের অর্থ .... কিস্তিতে .... দিনের মধ্যে দলের নিকট ফেরৎ দেবার জন্য দায়বদ্ধ রইলাম। আমার অনুপস্থিতিতে উক্ত ঋণ পরিশোধ করার জন্য আমার পরিবার দায়বদ্ধ থাকবে।

....	....	....
উত্তরাধিকারী / পরিবারের কোন সদস্যর স্বাক্ষর	দলের যে কোন সদস্যের স্বাক্ষর	ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট ৫

স্বনির্ভর দলের স্বমূল্যায়ন

দলের কাজ কেমন চলছে ভালো না মন্দ তা সবচেয়ে ভালো বিচার করতে পারবেন দলের সদস্যরাই। স্বনির্ভর দলের অভ্যন্তরীন মূল্যায়ন বা স্বমূল্যায়ন।

দলের নাম ....

সূচক	অবস্থা	নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
	দলের সভা (মোট নম্বর - ১০)		
সভা নিয়মিত করি কি না	• নিয়মিত সভা হয় • নিয়মিত সভা হয় না • মিটিং-ই হয় না	৫ ২ ০	
কতগুলি সভা করি	• মাসে ৪ বার সভা হয় • ২ বার বা তার বেশী হয় • ১ বার হয় • মাসে ১ বার ও নয়	৫ ৩ ২ ০	
	সভার সদস্য সদস্যাদের হাজিরা (মোট নম্বর - ১০)		
সভায় সদস্য সদস্যাদের হাজিরা	• ৯০% এর বেশী • ৭০% - ৯০% • ৭০% এর কম	১০ ৫ ২	
	সঞ্চয় এর ধারাবাহিকতা (মোট নম্বর - ১০)		
সঞ্চয় নিয়মিত কি না	• সঞ্চয় নিয়মিত • সঞ্চয় অনিয়মিত	১০ ৫	
আভ্যন্তরীণ লেনদেন কতজন কতটা ব্যবহার করেছে	• ৯০% এর বেশী • ৫১% - ৯০% হলে • ৩০% - ৫০% হলে • ০% হলে	৫ ৩ ২ ০	

সূচক	অবস্থা	নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
	ঋণ পরিশোধ (মোট নম্বর - ১০)		
কতজন সঠিক সময়ে নিয়মিত ঋণ শোধ করেছে	● ৯০% এর বেশী ● ৫১% - ৯০% হলে ● ৫০% - ৭৫% হলে ● ৫% এর কম	১০ ৫ ৩ ০	
	খাতাপত্র রক্ষণাবেক্ষণ (মোট নম্বর - ১০)		
খাতাপত্র কতটা সম্পূর্ণ আছে	● সব কয়টি খাতাপত্রগুলি সঠিকভাবে লেখা ● কিছু কিছু খাতাপত্রগুলি সঠিকভাবে লেখা ● নির্ধারিত সব খাতা নেই	১০ ৫ ১	
	পদাধিকারী বদল (মোট নম্বর - ৫)		
পদাধিকারী বদল	● প্রতি বছর হয় ● দুই বছর অন্তর হয় ● একবারও হয়নি	৫ ৩ ০	
	দলের নিয়মকানুন (মোট নম্বর - ৫)		
দলের নিয়মকানুন	● লিখিত নিয়মকানুন আছে ● নিয়ম কানুন আছে কিন্তু লিখিত নেই ● নিয়ম কানুন নেই	৫ ২ ০	
	এম.আই.পি. (মোট নম্বর - ৫)		
আয় বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ	● আয় বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ● আয় বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ● আয় বৃদ্ধির জন্য কোনো পরিকল্পনা নেই	৫ ৩ ০	
	সি.পি. অ্যাকাউন্ট এর ব্যবহার (মোট নম্বর - ৫)		
সি.পি. অ্যাকাউন্ট এর লেনদেন	● নিয়মিত লেনদেন করে ● নিয়মিত লেনদেন করে না ● আবর্তনীয় তহবিলের টাকা তুলে নিয়ে আর ব্যাঙ্কে জমা তোলা করেনি	৫ ১ ০	

সূচক	অবস্থা	নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
	দলের কাজকর্ম সম্বন্ধে সকল সদস্য/সদস্যা স্বচ্ছতা (মোট নম্বর - ৫)		
সদস্য/সদস্যারা দলের নিয়মবালী সম্পর্কে অবহিত কি না, দলের কাজকর্ম, পদ্ধতি ও হিসাব নিকাশ সম্পর্কে সচেতন কি না	● সব সদস্য/সদস্যারা সচেতন ● বেশীর ভাগ সচেতন নয় ● কেউই সচেতন নয়	৫ ২ ০	
	বিভিন্ন সভায় যোগদান (মোট নম্বর - ১০)		
গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতি মাসের ২য় শনিবারের সভা	● প্রতি মাসে উপস্থিত থাকি ● মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকি ● একবারও উপস্থিত হয়নি	৩ ১ ০	
এফ.পি.সি/ই.ডি.সি. সভা	● এফ.পি.সি/ই.ডি.সি. সভায় উপস্থিত থাকি এবং নিজেদের বক্তব্য পেশ করি ● গ্রাম সংসদের সভায় উপস্থিত থাকি এবং নিজেদের বক্তব্য পেশ করি না ● গ্রাম সংসদের সভায় উপস্থিত-ই থাকি না	৪ ১ ০	
বন বিভাগের সভা	● প্রতি মাসে উপস্থিত থাকি ● মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকি ● একবারও উপস্থিত হয়নি	৩ ১ ০	
	সামাজিক কাজ (মোট নম্বর - ১৫)		
শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ	● নিজেদের পরিবার বা পাড়ার সব শিশু অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বা স্কুলে যাচ্ছে ● সবাই যাচ্ছে না	৩ ০	
স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ	● এলাকার সব উপযুক্ত শিশুর ন্যূনতম টিকাকরণ হচ্ছে ● সকলের হচ্ছে না	৩ ০	

সূচক	অবস্থা	নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
সুস্থ পরিবেশ সম্পর্কে পদক্ষেপ গ্রহণ (বৃক্ষরোপন ও বনরক্ষা স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার, ধূমহীন চুলা, গর্ত বা এরকম কিছু)	• সুস্থ পরিবেশ রক্ষার্থে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি • সুস্থ পরিবেশ রক্ষার্থে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে • সুস্থ পরিবেশ রক্ষার্থে পদক্ষেপ কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি	৫ ১ ০	
সামাজিক সুরক্ষার আওতায় এসেই (বীমার সুযোগ) স্বাস্থ্য বীমা (RSBY) জীবন বীমা (AABY)	• সকলেই এসেছে • কেউ কেউ এসেছে • কেউই আসেনি	৩ ১ ০	
অন্যান্য	• কিছু করে থাকলে আলাদা উল্লেখ করতে হবে	১	

প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে গুনগত অবস্থান ঃ মোট নং ১০০ প্রাপ্ত নম্বর

ভালো	৮১% - ১০০% -	ক
মোটামুটি	৬০% - ৮০% -	খ
দুর্বল	৬০% এর নীচে -	গ

দলের সকল সদস্যের স্বাক্ষর ....